পরম স্নেহভাজন, মহাপ্রাণ, ধর্ম্মশীল, বদান্যবর শ্রীমান অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী (Faridpur District Board Tubewell Inspector) মহাশয়ের অর্থসাহায্যে ইহা প্রকাশিত হইল।

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা

শ্রীমৎ স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য

প্রণীত

[সাহায্য:—দশ আনা মাত্র ;
কাপড়ে বান্ধাই—চৌদ্দ আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী
গ্রাম—বহরপুর, পোঃ বহরপুর,
জিলা ফরিদপুর।

প্রথম সংস্করণ—২২০০
বৈশাখ, ১৩৪৩

প্রাপ্তিস্থান :—

১। প্রকাশকের নিকট
২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পোঃ ও গ্রাম—নলিয়া (ফরিদপুর)
৩। ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৪। খাদি প্রতিষ্ঠান,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
৫। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
৬। কমলা বুক ডিপো লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।
৭। চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জী এণ্ড কোং,
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি-এ।
শ্রীসরস্বতী প্রেস, লিঃ
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



শ্রী নরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(বর্ত্তমানে শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য)

৺মাতৃদেবীর স্মৃতি-রক্ষার্থে—

শ্রী মণীন্দ্রমোহন ভৌমিক, শিবরামপুর (ফরিদপুর)

প্রকাশকের নিবেদন

যাঁহার চরণতলে বসিয়া সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পার্থিব বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিদ্যা লাভ করিয়াছিলাম এবং যাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার কিছু কিছু সন্ধান পাইয়া নিজে শান্তি পাইতেছি, আজ তাঁহারই জীবন বেদের তপস্যা ভরা, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর প্রতি গভীর প্রীতি অবদান, বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা গ্রন্থখানি প্রকাশের ভার আমার স্কন্ধে অর্পিত হইল। বামনের যেমন চাঁদধরা আশ্চর্য্যের তাঁহার গ্রন্থপ্রকাশও সেইরূপ আমার পক্ষে আশ্চর্য্যের। কিন্তু উপায় নাই, তাই পাঠক পাঠিকাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হইয়াছি।

সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রগণের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়াছেন। জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর ও মেরুদণ্ড যে ছাত্র ছাত্রী সমূহ এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্য বিধাতা যে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী মহোদয়গণ তাঁহারা, ভারতের প্রাণ-ধারা যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা, যে ধর্ম্ম শিক্ষা, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া যখন 'godless education' বা ধর্ম্মহীন শিক্ষায় ডুবিয়া যাইতেছেন এবং তাহার ফলে ভারতবর্ষ যখন অমা-নিশার গভীর অন্ধকারে মজিতেছে, তখন স্বামীজী ইহার প্রতিকারোপায় নির্দ্দেশে প্রাণের গভীর ব্যথা বোধ

করিলেন। সেই ব্যথার কাহিনী ফরিদপুর জিলা শিক্ষক সম্মিলনীতে নিবেদন করিলে উক্ত সম্মিলনী তাঁহার নিকট 'শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ' সম্বন্ধে লিখিত আকারে প্রবন্ধ চান। সংসার আশ্রম হইতে বিদায় কালে বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়কে তিনি ঐ প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিখানি দান করিয়া যান। তিনি কঠোর সাধন জীবনে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থাকায় গ্রন্থ প্রকাশের দিকে লক্ষ্য করেন নাই; আমি যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে ঐ অমূল্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি বালিয়াকান্দি স্কুলে আছে অথচ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ অর্থাভাব, আলস্য ও উদাসীনতার জন্য ঐ বইখানি প্রকাশ করিতে অসমর্থ তখন আমি স্বামীজীর পক্ষে পুস্তকখানির সর্ব্বস্বত্ব চাহিয়া লই উহা প্রকাশ করিতে। ফরিদপুরের সুদক্ষ টিউবওয়েল ইন্সপেক্টর, ধর্ম্মপ্রাণ, দানশীল দাদা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় ঐ পুস্তকের ছাপা খরচের যথেষ্ট আনুকূল্য করাতেই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে পারিলাম। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিলাম।

বিদ্যা শিক্ষা কি, বিদ্যার প্রয়োজন বা অর্থ কি? বিদ্যার দ্বারা আমাদের যে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সাংসারিক, আর্থিক, পারমার্থিক উন্নতি হয় ইহা তিনি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া দিয়া ছাত্র-ছাত্রী সমাজের এবং মানব সমাজের যে অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন পাঠক-পাঠিকা তাহা গ্রন্থের

মধ্যেই পরিচয় পাইবেন। বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের বিদ্যা আমাদের শরীর গঠন শিক্ষা দেয় না, মনগঠন শিক্ষা দেয় না আত্মভাব গঠন শিক্ষা দেয় না। বিলাসিতার অন্ধ অনুকরণে নিমজ্জমান হইয়া গড্ডালিকা প্রবাহে যে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ ভাসিয়া যাইতেছে স্বামীজী তাহাদের দৃষ্টি যাহাতে ফিরে সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বইখানির নাম 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্ম শিক্ষা' হইলেও ইহার ভিতরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক অভিকাবিকা, পিতামাতা প্রত্যেকেই প্রাথমিক ধর্ম্ম শিক্ষার একটী উচ্চ আদর্শ পাইবেন, যাহার দ্বারা শরীর, মন ও আত্মভাব গঠিত হইয়া আর্থিক ও পারমার্থিক সুখ শান্তি হইবে। সত্য বিদ্যা কি, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াইত আজ আমাদের বিদ্যা অন্নবস্ত্র পর্য্যন্ত আনয়ন করে না। অশিক্ষিত কৃষকের সঙ্গে শিক্ষিত যুবক অর্থোপার্জ্জনে পর্য্যন্ত অক্ষম হইয়াছেন। ইহা কি বিদ্যাশিক্ষার ব্যর্থশ্রম হয় নাই? বিশ্ব বিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষা বিভাগের পুরোহিতগণ এ বিষয়ে গভীর দৃষ্টি না দিলে এবং ঐ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ভারতবর্ষের যে দারুণ ক্ষতি হইবে ইহা ভারতের বহু মনীষী ব্যক্তির চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণও এ বিষয়ে মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিতেছেন; কিন্তু কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন কই? তাঁহারা যদি স্বামীজীর এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করেন তবে ছাত্র-ছাত্রীগণের

প্রভূত কল্যাণ হইবে। এ বিষয়ে আমরা বহু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর অভিমতও পাইয়াছি।

ইতঃপূর্ব্বে স্বামীজীর লিখিত 'সমাধিমালা গ্রন্থাবলী'র, 'জাতিকথা', 'পরশমণি', 'শুদ্ধামাধুরী' বই ৩ খানি সৎগ্রন্থ প্রচার সমিতি হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সব বইগুলি খুবই সমাদৃত হইয়াছে। জাতিকথার ১ম সংস্করণের ২০০০ পুস্তক নিঃশেষিত। জন সাধারণের কৃপা দৃষ্টি পাইলে তাঁহার লিখিত আরও গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশ করিতে পারিব।

বিজন গুহায় উদাসীন থাকাই কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম? আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের নিদান কথা সমাজের প্রত্যেক স্তরে ছড়াইয়া দেওয়া কি সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়? কোটী কোটী মানবের সুখ শান্তির পথপ্রদর্শক যে ভারতীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ আজ তাঁহারা কোথায়? ভারতের শ্মশান শয্যা রচিত দেখিয়াও তাঁহারা কি কেবল নিজেদের মতবাদ লইয়াই বাদ-বিতণ্ডা করিবেন? বড় দুঃখে একথা আমাকে লিখিতে হইতেছে যে আমাদের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরা ত্যাগের চিহ্নমাত্র গেরুয়া ধারণ করিয়া অবতার কল্প হইয়া পূর্ণ ভোগী হইয়াছেন; তাই দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইতেছেন এবং দেশকে সর্ব্বনাশের পথে লইতেছেন। আশাকরি তাঁহারা তাঁহাদের গুরু দায়িত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া কঠোর কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হইবেন না।

স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও যোগের মূর্ত্ত প্রকাশ তাঁহার ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছে। তাঁহার ন্যায় মহাসাধক, মহাযোগী ও মহাদার্শনিক পণ্ডিত ভারতে কেন জগতে দুর্ল্লভ; কিন্তু তাঁহার পরিচয় জগতে দিবার মত শক্তি আমার কোথায়?

স্বামীজীর আদেশে ও উপদেশে সৎগ্রন্থ প্রচার সমিতির সমস্ত অর্থ প্রথমতঃ 'সমাধি মালা গ্রন্থাবলী' প্রকাশ করিয়া পরে সৎকার্য্যে এবং সজ্জন সেবায় ব্যয়িত হইবে। হিতৈষী বান্ধবগণের অর্থ সাহায্য ও উৎসাহ পাইলে 'পল্লীবোধন', 'বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা', 'বর্ণবাদ', 'পুরুষ বা আত্মা—শূন্য, এক বা বহু' প্রভৃতি গ্রন্থগুলি ছাপিতে পারিতাম এবং স্বামীজীর পরিচয় জগতের কাছে দিতে পারিতাম।

বহরপুর, (ফরিদপুর)
২২শে পৌষ, ১৩৪২

বিনয়াবনত—
শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী
প্রকাশক, সমাধিপ্রকাশ গ্রন্থাবলী
সম্পাদক, সদ্গ্রন্থ প্রচার সমিতি।
গ্রাঃ—বহরপুর, পোঃ—বহরপুর,
(ফরিদপুর)

সূচনা

ফরিদপুর জেলা শিক্ষক সম্মিলনীর ফরিদপুর অধিবেশনে ছাত্রদিগের ধর্ম্ম ও নৈতিক উন্নতিকল্পে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তদনুসারে সম্মিলনী এ বিষয়ে আমার লিখিত বক্তব্য জানিতে চাহিলে, আমি সংক্ষেপে যাহা জানাইয়া ছিলাম, তাহাই পুনবায় বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে সংসারাশ্রম ত্যাগ পূর্ব্বক বিদায়কালে বিদায় অভিভাষণে ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলাম। ছাত্রদিগের প্রভূত কল্যাণপ্রদ হইবে বলিয়া বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা ইহাকে মুদ্রিত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার স্বত্বও তাঁহাদিগকে দিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহাদের উদ্যোগহীনতা ও আলস্যবশতঃ এবং পরে অর্থাভাববশতঃ ইহা এতদিন প্রকাশিত হয় নাই। এই কারণে এবং ইহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকের আগ্রহে উক্ত স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমি ইহার সর্ব্বস্বত্ব পুনর্গ্রহণ পূর্ব্বক ইহাকে পরিবর্ত্তন ও বর্দ্ধিতায়তন করিয়া শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারীকে প্রকাশিত করিতে দিলাম। ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড টিউবওয়েল ইন্সপেক্টর, আমার স্নেহ-ভাজন, মহাপ্রাণ, ধর্ম্মশীল, বদান্যবর শ্রীমান অতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের

অর্থ সাহায্য প্রাধান্যে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। "দাতা শতং জীবতু"।

ইহার লভ্যাংশ, 'সমাধিপ্রকাশ' গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়া, পরে ক্রমশঃ আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী গণের হিতার্থেই ব্যয়িত হইবে আমারই আদেশ ও উপদেশ ক্রমে। ছাত্র, ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও সজ্জনগণের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি বশতঃই তাঁহাদের হিতার্থে ইহা জন্ম লাভ করিয়াছিল। আমার দীর্ঘ শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে জাতির মেরুদণ্ড ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগের ধর্ম্ম জীবনের ও চরিত্রের উন্নতি ব্যতিরেকে আমাদের শারিরীক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, ব্যক্তিতান্ত্রিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্টিক ও আন্তর্জ্জাতিক উন্নতির সম্ভাবনা নাই। নিজের ক্ষুদ্র শক্তি এই কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে এবং এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি তাহারই একটা ভালবাসার দান, প্রীতি ফল। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও সজ্জনগণের ইহা প্রীতিপ্রদ ও কল্যাণকর হইলে আমার চিন্তা ও শ্রম সার্থক হইবে। ইঁহাদিগের আগ্রহ দেখিলে ইহার একটা ইংরাজী এবং হিন্দী অনুবাদও প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। বিস্তৃতভাবে উচ্চতথ্যসমূহ ও সাধন প্রণালী সম্বলিত "বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা" নামক এই জাতীয় অপর একখানি পুস্তকও ইঁহাদিগের আগ্রহ দেখিলে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

সাহিত্য কাননের মালীবৃন্দের কুসুমচয় লইয়া এই মালা গাঁথিয়াছি তাঁহাদেরই বংশবর্দ্ধন কুলনন্দননন্দিনীদিগের গলায় দিবার জন্য। এই কারণে তাঁহাদের অনুমতি লওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নাই এবং সুযোগও পাই নাই। আশাকরি এজন্য ক্ষমা পাইব।

হিতৈষী বান্ধবগণের এ সম্বন্ধে যে মতামত তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জানাইলে তদনুযায়ী দ্বিতীয় সংস্করণে ইহার পরিশোধনাদি করিবার চেষ্টা করিব।

নলিয়া (ফরিদপুর)
২৩শে পৌষ, ১৩৪২

শ্রীসমাধি প্রকাশ আরণ্য।
C/o শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, গ্রাম ও পোঃ—
বহরপুর, জেলা ফরিদপুর।
অথবা—
C/o শ্রীপ্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ্রাম ও পোঃ নলিয়া, জেলা ফরিদপুর।

বিষয় সূচী

বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা

(১) বিদ্যালয়ের অর্থ।

বিদ্যালয় মানে বিদ্যার আলয়। বর্ত্তমানে বিদ্যালয় বলিতে টোল, পাঠশালা, মক্তাব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি বুঝায়। এই সমস্ত শিক্ষালয়গুলিতে 'বিদ্যা'র আদর্শ ও আচরণ যদি না থাকে তবে তাহাদিগকে বিদ্যালয় বলা মানে "কাণাছেলের নাম পদ্মলোচন"। প্রকৃত পক্ষে বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলি বিদ্যার উচ্চ আদর্শ ও আচরণ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগকে পুনরায় প্রকৃত বিদ্যার আলয়ে পরিণত করিতে হইলে, আমাদিগকে বিদ্যা কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী অনুশীলন ও আচরণ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের অর্থ বা প্রয়োজন—যাহাতে ব্যষ্টির ও সমষ্টির, প্রত্যেক ব্যক্তির ও জনগণের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ, আনন্দ ও শান্তি বিধান হয় তাহাই। বিদ্যালয়ের প্রয়োজন এইরূপ হইলে তদনুযায়ীই আমাদিগকে পরিচালিত হইতে হইবে ; নতুবা আমরা পথভ্রষ্ট হইয়া বিদ্যার হানিই করিব। এখন বিদ্যার স্বরূপ আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

(২) বিদ্যা কি ?

কেনোপনিষৎ বলিয়াছেন—"বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্"। —২।৪। অর্থাৎ :—বিদ্যা দ্বারা অমৃত বা অমৃতত্ব লাভ হয়। ঈশোপনিষদ্‌ও বলিয়াছেন—"বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"।—১১। অর্থাৎ বিদ্যার দ্বারা অমৃত প্রাপ্ত হন। মনুও ঠিক ঐ কথা বলিতেছেন—"বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে"—মনুসংহিতা ১২।১০৪। বেদান্ত দর্শন বলিতেছেন :—"বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ।"—৩।৩।৪৬। "বিদ্যাই যে মোক্ষের কারণ শাস্ত্রে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে। উপনিষদাদিতেও উহা দৃষ্ট হয়।" শঙ্করাচার্য্যদেব বলিতেছেন—"বিদ্যাহি কা ? ব্রহ্ম গতি প্রদা যা।"—মণিরত্নমালা, ১১। অর্থাৎ :—বিদ্যা কি ? যাহা ব্রহ্ম গতিপ্রদা। মার্কণ্ডেয় পুরাণ বা চণ্ডীও বলিয়াছেন—"সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।"—মার্কণ্ডেয় পুরাণম্, ৮১।৪৪ ; শ্রীচণ্ডী ১।১।৫৭। অর্থাৎ :—সেই বিদ্যা পরমা, মুক্তির হেতুভূতা ও সনাতনী। চরকও বলিয়াছেন :—"যাতি ব্রহ্ম যয়া নিত্যমজরং শান্তমক্ষরম্। বিদ্যা সিদ্ধির্মতির্মেধা প্রজ্ঞা জ্ঞানঞ্চ সা মতা॥"—চরক সংহিতা, শারীর স্থানম্, ৫।২৫। অর্থাৎ :—যাহা দ্বারা নিত্য, অজর, শান্ত ও অক্ষর ব্রহ্মে যাওয়া যায়, তাহাই বিদ্যা বলিয়া কথিত এবং তাহাই সিদ্ধি, মতি, মেধা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। এই সমস্ত হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, অমৃতস্বরূপ শান্ত ব্রহ্ম বা আত্মা বা আত্মস্বরূপ

শ্রীভগবান্‌লাভের জন্য বা সমস্ত দুঃখের হাত হইতে মুক্তির জন্য যে আত্মজ্ঞান বা বিবেক জ্ঞান অথবা বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান, তাহাই বিদ্যা। পাতঞ্জল যোগদর্শন এই মোক্ষের মার্গ বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়স্বরূপকে "বিবেক খ্যাতি" বলিয়াছেন (পাতঞ্জল দর্শন, ২।২৬ সূত্র ও ব্যাসভাষ্য)। বুদ্ধি ও পুরুষের বা আত্মার ভেদ বিষয়ক প্রবল বা প্রধান জ্ঞানরূপ এই বিবেকখ্যাতিই বিদ্যা। উপনিষদ্ ইহাকে "ব্রহ্মবিদ্যা" বলিয়াছেন। যে বিদ্যার দ্বারা ব্রহ্মই হইয়া সমস্ত দুঃখের চিরনিবৃত্তি তাহাই বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা।

শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন, সংহিতা, পুরাণাদি আর্য্য বা হিন্দু শাস্ত্র সমূহ "ব্রহ্মবিদ্যা"কেই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়াছেন। আর্য্য বা হিন্দু বিদ্যালয় সমূহে বিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার এই পরম দিব্য পরিকল্পনা শাশ্বত, সনাতন। ইহাই ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা, ভাবধারা, culture, tradition.

(৩) শিক্ষার অর্থ।

পাশ্চাত্য শিক্ষালয় সমূহে বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার এইরূপ আদর্শ, আচরণ ও পরিকল্পনা না থাকিলেও অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত education বা শিক্ষা বলিতে কতকটা এইরূপ উচ্চ আদর্শের দিকে লক্ষ্য করিয়াছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত আমাদের দেশের পণ্ডিত সাধকেরাও শিক্ষার অর্থে ঐরূপ এক পরম দিব্য ভাবের পরিকল্পনা করিয়াছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ—"Education is the manifestation of perfection already in man" অর্থাৎ ঃ—মানুষের ভিতর পূর্ব্ব হইতেই যে পূর্ণত্ব আছে তাহার বিকাশই শিক্ষা। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ তাঁহার "A System of National Education"এর ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"The chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use" অর্থাৎ ঃ—বর্দ্ধমান আত্মার ভিতরে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহার নিষ্কাশনে এবং মহৎকার্য্যের জন্য তাহার পূর্ণত্ব সম্পাদনে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। T. L. Vaswani লিখিয়াছেন—"Education must be directed to the needs and demands of the collective personality of the Nation······The end of education as I conceived of it, is self-activity, self evolution."— *The A. B. Patrika*, 4. 2. 1926. অর্থাৎ ঃ—জাতির সমষ্টিভূত ব্যক্তিত্বের, অভাব এবং দাবীর দিকেই শিক্ষা অবশ্য পরিচালিত হইবে।······আমি এ সম্বন্ধে যেরূপ অনুধাবন করিয়াছি তাহাতে শিক্ষার শেষ ফল আত্মক্রিয়াশীলতা, আত্মবিবর্ত্তন। Joseph Mazzini তাঁহার "The Duties of Man"এর ৬৮ পৃষ্ঠায় (Modern Book Depot, Agra, 1922) বলিয়াছেন ঃ—"Education

is the bread of soul" অর্থাৎ :—শিক্ষা আত্মার খাদ্য। T. H. Huxly তাঁহার "Science of Eduction"এর ৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"Education is the instruction of the intellect in the laws of Nature, under which name I include not merely things and their forces but men and their ways ; and the fashioning of the affection and of the will into an earnest and loving desire to move in harmony with those laws." অর্থাৎ :—প্রকৃতির এই নামে আমি কেবল মাত্র দ্রব্য এবং তাহাদের শক্তি সমূহই অন্তর্ভুক্ত করিনা, কিন্তু মনুষ্য এবং তাহাদিগের গতিও অন্তর্ভুক্ত করি—এই প্রকৃতির নিয়ম সমূহে বুদ্ধিকে উপদেশ দান করা এবং ঐ সমস্ত নিয়ম সমূহের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলার আগ্রহ ও প্রেমপূর্ণ অভিলাষেতে, প্রীতি ও দৃঢ় ইচ্ছাকে সংগঠিত করাই শিক্ষা। Friedrich Froebel তাঁহার "The Education of Man" এর ৫ম পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"Education should lead and guide man to clearness concerning himself and in himself to peace with nature and to unity with God ; hence it should lift him to a knowledge of himself and of mankind, to a knowledge of God and of nature, and to the pure and holy life to which such knowledge leads." অর্থাৎ :—

শিক্ষার কর্ত্তব্য মনুষ্যকে নিজ সম্বন্ধে নির্ম্মলতা এবং আপনাতে প্রকৃতির সহিত শান্তিতে ও ভগবানের সহিত মিলনে নীত ও পরিচালিত করা; সুতরাং ইহা আপনার, মনুষ্যজাতি, ভগবান্ ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞানে এবং এইরূপ জ্ঞান যে নির্ম্মল ও পবিত্র জীবনে লইয়া যায় তাহাতে তাহাকে উন্নীত করিবে। Sir John Woodroffe বলিতেছেন,—"The true end of education in every country is to set and keep man in the spiritual kingdom. This again is to incite, foster and develop man's spiritual nature. Mind and body must express the spirit of which they are a manifestation."—Bharat Shakti. P. 38. অর্থাৎ:—প্রত্যেক দেশে শিক্ষার প্রকৃত শেষফল হইতেছে মানুষকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্থাপিত ও রক্ষিত করা। ইহাই আবার মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উত্তেজিত, পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করে। মন ও শরীর সেই আত্মাকে প্রকাশ করিবে, যে আত্মার তাহারা বহির্বিকাশ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখে Dr. Annie Besant কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার "Kamala Lecture" এ বলিয়াছিলেন—"Education is the drawing out and training of inborn capacities and powers—brought over from former lives and developed in the Svargic or Deba world which lie as germs in

the Vijnanamaya Kosha, the intellectual aspect of the reincarnating Self, the triple faced Jivatma or Atma-Buddhi-Manas." অর্থাৎ :—আত্মা, বুদ্ধি ও মনরূপ ত্রিমুখান্বিত জীবাত্মা বা পুনরায় শরীরধারী আত্মার যে মানসিকভাব বিজ্ঞানময় কোষ, তাহাতে পূর্ব্বজন্ম হইতে আনীত এবং স্বর্গ বা দেবলোকে পরিবর্দ্ধিত অঙ্কুর ভাবে স্থিত যে স্বাভাবিক বা জন্মলব্ধ সামর্থ্য ও শক্তি সমূহ, তাহাদের শিক্ষাদান ও বহিষ্করণকেই শিক্ষা বলে।

(8) অধ্যাত্ম বিদ্যাই ধর্ম্ম-শিক্ষা।

এই সমস্ত মনীষীবৃন্দের বাক্যাবলী হইতে সার সংগ্রহ করিয়া আমরা পাইতেছি যে বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষাই প্রকৃত ও মুখ্য শিক্ষা এবং ইহাই ধর্ম্মশিক্ষা, যাহা আমাদের আত্মস্বরূপকে ও অধিআত্মা বা মনকে ধারণ করিয়া রাখে। "ধ্রিয়তে ধর্ম্মঃ"। যাহা আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই আমাদের ধর্ম্ম। বৈশেষিক সূত্র বলিয়াছেন :— "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"—১।১।২ অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমরা সর্ব্ব প্রকারে অভ্যুদয় বা ইহপরলোকে পরম উন্নতি এবং নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি বা সর্ব্ববিধ দুঃখের সদাকালের জন্য নিবৃত্তিরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি মোক্ষলাভ করি তাহাই ধর্ম্ম। ইহাই সনাতন ধর্ম্মব্যাখ্যা। ধর্ম্মের এই ব্যাপক, বিরাট্ অর্থই

চিরসঙ্গত। ধর্ম্মের ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ অর্থে যাঁহারা ধর্ম্ম বলিতে কেবল কতকগুলি জটিল মতবাদ, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও গোঁড়ামি বোঝেন, তাঁহারা ধর্ম্মের প্রকৃত সনাতন অর্থ ভুলিয়া কেবল অনর্থই সৃষ্টি করিয়াছেন। চাউল কলাদি ভোগ নৈবেদ্যের বা হরিরলুটের লোভ দেখাইয়া দেবদেবী ভুলান, অথবা মস্‌জিদে দরগায় মানত করিয়া পীর পয়গম্বর ভুলান, আর পেটের দায়ে ব্যবসার জন্য পুরোহিত মৌলভী সাজিয়া পরের মাথায় হাত বুলান কোনদিনই ধর্ম্ম নহে। পাঁঠা, ভেড়াদি বলি দিয়া দেবদেবীর সন্তোষ বিধান, আর দুম্বো গরু কোর্‌বানি করিয়া খোদাতাল্লার সন্তোষ বিধান কোনকালেই ধর্ম্ম নহে। এই সমস্ত ভ্রান্ত অন্ধবিশ্বাসের মূলে ছিল শ্রীভগবান্ বা খোদাতাল্লার পরম পবিত্র মহিমা ও বৈরাগ্য স্মরণ করিয়া নিজ নিজ প্রিয়তম দ্রব্য ত্যাগ বা উৎসর্গরূপ জ্বলন্ত বিশ্বাস। শ্রীভগবানে প্রাণ-ঢালা প্রীতি, ত্যাগ, বৈরাগ্য, শীল, আচরণ, দয়া, দান ইত্যাদিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই সমস্ত মহোচ্চ পরম দিব্য আদর্শ, সারনীতি ভুলিয়া আমরা যেন খোসাভূষী লইয়া তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া প্রতারিত না হই ও প্রতারণা না করি। "ভাবের ঘরে চুরি" সাঙ্ঘাতিকরূপে ভয়ঙ্কর। কোন সম্প্রদায়েরই মূল ধর্ম্মনীতিতে গলদ, ক্রটী বা দোষ নাই, অথবা অতি সামান্যই আছে। সব সম্প্রদায়েই গলদ, ক্রটী, দোষ আসিয়াছে ধর্ম্মহীন, অসাধক, দুষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রাবল্য বশতঃ। সব ধর্ম্মসম্প্রদায়েই অনেক ধর্ম্মপ্রাণ সাধু মহাত্মা আছেন;

কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ বা minority হওয়ায় ও লোক-কল্যাণে বা জনহিতে উদাসীন থাকায় এবং ধর্ম্মহীন অসাধু ক্ষুদ্রাত্মারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ বা majority হওয়াতেই প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ধর্ম্মের গ্লানি, অবনতি আসিয়াছে। সর্ব্ব-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধিকাংশ বা major portion লোককে সাধু, মহাত্মা, ধার্ম্মিক করাতেই ধর্ম্মের অভ্যুত্থান, "ধর্ম্ম সংস্থাপন" ধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা পারিবারিক, সামাজিক, দৈশিক ও রাষ্ট্রিক ভাবে।

যে শিক্ষার দ্বারা প্রতি ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়, যে শিক্ষার দ্বারা পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, স্বদেশের, পরদেশের এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হয়, যে শিক্ষার দ্বারা ইহলৌকিক এবং পার-লৌকিক পরম মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই অধ্যাত্ম বিদ্যা, তাহাই ধর্ম্মশিক্ষা। এই ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারাই মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি বা তাহার ভিতর যে দেবত্ব, মহত্ত্ব, ব্রহ্মত্ব আবরিত আছে তাহার পূর্ণপ্রকাশ সাধিত হয়। আর্য্য-শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যাকে ধর্ম্ম নাম দিয়া এই ধর্ম্মকেই একমাত্র সম্বল, একমাত্র সুহৃদ করিয়াছেন। "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো মরণেপ্যনুযাতি যঃ।"—মনুসংহিতা, ৮।১৭। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ যাহা মরণেও আমাদের অনুগমন করে। "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদি সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ

সমানাঃ ॥" অর্থাৎ ঃ—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি মানুষ ও পশুর সমান। কেবল ধর্ম্মই মানুষকে বিশিষ্ট করিয়াছে। ধর্ম্মহীন মানুষ পশুর সমান। আর্য্য গোতম বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ঃ—

উত্তিট্‌ঠে নপ্‌পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ॥ ২
ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে।
ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্‌হি চ ॥৩
—ধম্মপদং, লোক বগ্‌গো, তেরসমো।

অর্থাৎ ঃ—উঠ, প্রমত্ত হইও না, সুচরিত ধর্ম্মকে আচরণ কর ; ধর্ম্মচারী ইহ ও পরলোকে সুখে থাকেন। সুচরিত ধর্ম্মকে আচরণ কর ; দুশ্চরিত ধর্ম্মকে আচরণ করিও না। ধর্ম্মচারী ইহ ও পরলোকে সুখে থাকেন। এই ধর্ম্ম শিক্ষাই ভারতের প্রাণগত, প্রকৃতিগত শিক্ষা ; ইহাই ভারতের মুখ্য শিক্ষা, অন্য শিক্ষা গৌণ। ভারতের শিক্ষা, ভারতের দীক্ষা, ভারতের সাধনা, ভারতের বাণী—ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা পরাবিদ্যা লাভ এবং পরাবিদ্যা দ্বারা মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ। ভারতের বেদ, উপনিষদ, দর্শন, বিজ্ঞানাদি শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া সমুন্নত হইয়া পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হওয়া। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ—"তবে কি জানিস্—শিক্ষাই বলিস্ আর দীক্ষাই বলিস্ ধর্ম্মহীন হ'লে তাতে গলদ থাক্‌বেই—ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য

শিক্ষা Secondary হবে। ধর্ম্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতোদ্‌যাপন এই জন্য শিক্ষার দরকার"।—স্বামী শিষ্য সংবাদ, উত্তরকাণ্ড ১০৮ পৃঃ। এই জন্য উপনিষদ্-বেদাদি-শাস্ত্রসমূহ-শিক্ষাকে এই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই "অপরা বিদ্যা" বলিয়াছেন। "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতিহস্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। ৪। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। ৫। মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৪-৫। অর্থাৎ ঃ—(অঙ্গিরা শৌনককে বলিলেন) ব্রহ্মবিদেরা বলিয়া থাকেন যে (মনুষ্যের) পরা ও অপরা এই দুই প্রকার বিদ্যা জ্ঞাতব্য। ইহার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ অপরা; আর যাহার দ্বারা সেই অক্ষর (ব্রহ্ম)কে লাভ করা যায় তাহাই পরা। এই পরা বিদ্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই অপরা বিদ্যা বা বেদাদি দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ শিক্ষার সার্থকতা ও আবশ্যকতা। পরা বিদ্যার দিকে লক্ষ্য না করিয়া অপরা বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহা "বিদ্যা" নামে পরিচিত না হইয়া "অবিদ্যা" বা "কুবিদ্যা" নামে পরিচিত হওয়া উচিত। শিক্ষার্থী ছাত্র, শিষ্য, শিক্ষার্থিনী ছাত্রী, শিষ্যা আমাদিগকে মৈত্রেয়ীর ন্যায় ব্রহ্মজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য-রূপী গুরু, আচার্য্য, শিক্ষককে বলিতে হইবে—"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন

কুর্য্যাং। যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রুহীতি।”—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ, ৪। অর্থাৎ ঃ—যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইব না তাহা দ্বারা কি করিব? ভগবান্ (যাজ্ঞবল্ক্য) যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন।

(৫) বিদ্যা বা ধর্ম্ম শিক্ষার প্রয়োজন।

ধর্ম্মহীন জড়বাদের এই যুগে এখন এরূপ প্রশ্নও উঠিয়া থাকে ঃ—কেন আমরা বিদ্যা বা ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করিব? ইহার সংক্ষেপে উত্তর ঃ—

বিদ্যা বা ধর্ম্ম শিক্ষা দ্বারাই আমরা সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ, আনন্দ ও শান্তি লাভ করিয়া থাকি। নিজ নিজ কল্যাণ, সুখ, শান্তি চাহে না এরূপ মনুষ্য নাই। মূঢ়, অজ্ঞ, ধর্ম্মহীন মনুষ্য কিসে কল্যাণ, সুখ, শান্তি পাওয়া যায় তাহা সম্যক্ না জানিলেও, সে উহা চাহে। সুখের আশাতেই অধর্ম্মাচারী কদাচারী হয়, সুখের আশাতেই মদ্যপ মদ পান করে, চোর চুরি করে, দস্যু নরহত্যা করে, লম্পট দুষ্ট নারী সংসর্গ করে; কিন্তু সে যদি এই আপাততঃ সুখের ভীষণ পরিণাম চিন্তা করিত বা করিতে পারিত, তবে সে ঐ ক্ষণিক সুখে মত্ত হইয়া জীবনভরা দুঃখে মগ্ন হইতে চাহিত না। পাপাচারীদের ভবিষ্যদ্‌জীবনের ছবিটা যদি প্রথমে দেখান সম্ভব হইত তবে কেহই পাপাচারী হইবার কল্পনাও করিত না। বুদ্ধিমান

পুণ্যাচারীরা দেখিয়া শেখেন, আর মুর্খ পাপাচারীরা ঠেকিয়া শেখে, ইহাই পার্থক্য। সকলেই যাহাতে খাইয়া সুখ হয় তাহা চায়; কিন্তু তাহা গুরুতর ও অপরিমিত হইলে অসুখ হয়; সুতরাং হিতমিত ভোজন সুখকর আহার ধর্ম্ম। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী দ্বারা অর্থলাভ করা অনেকে সুখকর মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদিগকেই যখন অন্যে "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" করিয়া মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী দ্বারা ঠকায়, তখন তাঁহারা দুঃখ পাইয়া বলেন—উহা করা উচিত নয়, উহা অধর্ম্ম; সুতরাং সত্য সুখকর ধর্ম্ম। আজকাল প্রায় সব কর্ম্ম বিভাগেই চৌর্য্যবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। সভ্য, শিক্ষিত চোর তাহার নামকরণ করিয়াছেন "উপরি পাওনা" "ভেট" "T. A." "অফিস খরচ" ইত্যাদি। কোন উপর-ওয়ালা, মনিব বা প্রধান কর্ম্মচারী নিম্নস্থ কর্ম্মচারীরা যে ঘুসাদি চৌর্য্যবৃত্তির দ্বারা পুষ্ট হয় ইহা পচ্ছন্দ করেন না। চোরও ইহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে, যে তাহার চোরাই মাল-গুলি তাহারই পুত্র চুরি করিয়া চোরের উপর বাটপাড়ি করে। সুতরাং অচৌর্য্য সুখকর ধর্ম্ম প্রতি ব্যক্তির, সমাজের ও রাষ্ট্রের। এইরূপ যাঁহারা লাম্পট্য ব্যভিচার দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা সুখকর মনে করেন, তাঁহারা নানাপ্রকার কদর্য্য রোগগ্রস্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া বহু শারীরিক ও মানসিক দুঃখ পান এবং অপরে পাল্টা জবাবে যদি তাঁহাদের স্ত্রী, ভগিনী, কন্যা, মাতা ইত্যাদির প্রতি ব্যভিচার করে, তবে তাঁহারা

দারুণ মানসিক দুঃখ পাইয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সুতরাং ইন্দ্রিয় সংযম সুখকর ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম। হিংসা, মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচার, ভোগবিলাস, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্নতা, অসন্তোষ, আলস্য বা পরিশ্রমহীনতা, কুগ্রন্থ পাঠাদি এবং পিতামাতা শিক্ষকাদি গুরুজনে ও পরমগুরু শ্রীভগবানে শ্রদ্ধাভক্তিহীনতা মানুষের বা সমাজের বা রাষ্ট্রের কল্যাণপ্রদ ও সুখকর না হইয়া কেবল যে অকল্যাণদায়ক ও দুঃখকর হয়, ইহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। উহাই অধর্ম্ম যাহা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধারণ করে না এবং উহার বিপরীতগুলিই অর্থাৎ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য (সঙ্কীর্ণ অর্থে), অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান প্রভৃতিই ধর্ম্ম যাহা প্রতি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ধারণ করে। ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিয়া ঐ ধর্ম্মগুলি যদি আমরা জীবনে ও আচরণে প্রতিপালন করি তবে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সুখ লাভ করিব। এইরূপ সুস্থ শরীর ও মন লইয়া আমরা আমাদের আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার যোগ্য হইব এবং আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিরতরে সমস্ত দুঃখের হাত হইতে নির্ব্বাণ বা মোক্ষ লাভ করিব। দৈহিক রোগী যেরূপ অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম, মানসিক বা আধ্যাত্মিক রোগীও তদ্রূপ পরমার্থোপার্জ্জনে অক্ষম। প্রতি ব্যক্তির শরীরে মনে নিটোল স্বাস্থ্যের ললাম মাধুরী আনিয়া ব্রহ্মবিদ্যা

আমাদিগকে এই শিক্ষাই আচরণে, জীবনে মনে প্রাণে পালন করিতে শিক্ষা দেয়। সুতরাং ধর্ম্মশিক্ষা বা বিদ্যার দ্বারা আমরা সর্ব্বপ্রকার শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কল্যাণ, সুখ ও শান্তি লাভ করি। এই জন্যই পরিবারের, দেশের আশা-ভরসা ভবিষ্যৎ মানুষ-গঠনস্থল বিদ্যালয়ে প্রকৃত বিদ্যা বা ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। এইজন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র আয়োজন এই প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়া।

(৬) ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই বিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

বৈদিক, দার্শনিক, পৌরাণিক ও বৌদ্ধযুগ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ভারতের শিক্ষা ধারার মূল উৎস ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত। সন্ন্যাস বা ভিক্ষু আশ্রমও ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। তপোবনের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ভিতর দিয়াই ভারতের শিক্ষাস্রোত পূতপ্রবাহে চিরদিন প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। আমাদের পাপকর্ম্ম দোষে সেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী পঙ্কিল শৈবালদামে রুদ্ধ ও মৃতপ্রায়। ভগীরথের ন্যায় কে আজ মঙ্গল শঙ্খ নিনাদে আমাদের এই ভস্মমাত্র সার শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণদান কল্পে সেই সুরধনীকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিবে? ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম লুপ্তপ্রায়; কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য

ও ব্রহ্মবিদ্যাকে লুপ্ত করিলে ভারতের কল্যাণ নাই। ভারতের ব্রহ্মবিদ্যারূপ ধর্ম্মশিক্ষার ভিতর প্রতি মানুষের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের প্রকৃষ্ট বীজ নিহিত হইয়া আসিয়াছে। ভারতের পরাবিদ্যার প্রাণধারাই ভারতের অপরাবিদ্যা সমুদয়কে প্রাণবান্ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া ভারতের সনাতন শিক্ষা ও সাধনার মূল প্রকৃতিই অন্যরূপ। ভারত অধঃপতিত হইয়াছে জাতীয়ভাবে, সমষ্টিগত রাষ্ট্রীয়ভাবে এই পরাবিদ্যাকে অবহেলা করিয়া। দেহের অভিমানে, জড়বিষয়ের মোহ-ডোরে ভারতের অধ্যাত্ম বিদ্যা যেদিন কারারুদ্ধ হইয়াছে সেইদিন হইতেই ভারতের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থান করিতে হইলে এই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যাকে জাতীয়জীবনে আবার প্রোজ্জ্বল, ভাস্বর করিতে হইবে। এই মৃতপ্রায় তটিনীকে আবার স্রোতস্বতী করিতে হইবে, এই শুষ্কপ্রায় তরুকে আবার মঞ্জুরিত করিতে হইবে, সবুজের আবাহনে, নবীনের প্রেরণায়, তরুণের অভিযানে। ভারতের চিরন্তন ব্রহ্মচর্য্যসাধনায় ক্ষণভঙ্গুর, জড় এই হাড়-মাংসের কাঠামটাকে সে প্রধান সম্বল করিয়া দেখে নাই। এই জড়ের অন্তরালে, এই জড় অচেতনকে চেতন করিয়া তাহার পশ্চাতে যে সনাতন চেতন ব্রহ্ম বা আত্মা আছেন তাহার দিকে তাহার সমগ্র সাধনা, সম্যক্ চেষ্টা একমুখী হইয়া আসাতেই তাহার "ধর্ম্মযুগে"র প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন ;

ইহলোকেই যীশু খৃষ্টের "Kingdom of Heaven" আনয়ন। ইহাই ভারতের প্রকৃতি, স্বধর্ম্ম, tradition, পরম্পরা, culture, ভাবধারা। এই প্রকৃতি ও স্বধর্ম্মের অনুকূলে শিক্ষাদানের বিশেষ উপকারিতা আজকাল বহু শিক্ষাবিদেরাই স্বীকার করিয়া থাকেন। মানুষকে বনমানুষের শিক্ষা সাধনায় প্রযুক্ত করার ন্যায় অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা আর কিছুই নাই; সেইরূপ ব্রহ্মভাবাপন্ন ভারতকে দৈত্যভাবাপন্ন করার ন্যায় মূর্খতা ও নীচতা আর কিছুই নাই। মানুষের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করিয়া ভারত বনমানুষত্ব চাহে না; বিরাট্ ব্রহ্মত্বকে লাঞ্ছিত করিয়া ভারত ব্রহ্মদৈত্যত্বও কামনা করে না—ইহা আজ ভারতকে দৃঢ়কণ্ঠে গম্ভীর স্বরে বলিতেই হইবে। ব্রহ্মচারী প্রস্তুতের ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে, মুনিঋষির তপোবনকে দৈত্যপুরী, দানবালয় করিতে ভারত অতীতের সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহে নাই এবং ভবিষ্যতেও সে চাহিবে না।

প্রাচীন কাল হইতে ভারতের কোলে কোলে, তাহার বন-উপবনে, আরাম তপোবনে, নৈমিষারণ্যে, 'ঋষিপত্তনে', 'বেনুবন জেতবনে' ধর্ম্মের যে পূত প্রবাহ বহিয়াছিল তাহা দেশকালাতীত। দেশের, কালের গণ্ডী ছাড়াইয়া, সে চির-দিন দেহ ডিঙ্গাইয়া, 'ক্ষেত্র' ছাড়াইয়া ক্ষেত্রজ্ঞ দেহী আত্মার দিকেই দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। তাহার সাক্ষ্য যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বারাণসী, মিথিলা, হৃষীকেশ, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা, নালন্দ, রাজগৃহ, অজান্তা, কেনারী, ইলোর, পাহাড়পুর, নবদ্বীপ,

বিক্রমপুর প্রভৃতি শিক্ষাপীঠের শতশত শিক্ষায়তনে, বিদ্যালয়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। "Mithila, Nuddea and Vikrampur were sparks from fire that had been Nalanda. Benares, Hrishikesh, Nasik and Ujjain still remain to testify to us of a time when the life of mind and spirit ranked above temporal good in the minds of the forefathers. They were parts of an immense conflagration of learning which it should be the business of India's sons once more to set alight."—Foot Falls of Indian History, Sister Nivedita, p. 246. অর্থাৎ :—যে অগ্নি নালন্দরূপে ছিল তাহারই অগ্নিকণাসমূহ মিথিলা, নদীয়া ও বিক্রমপুর। বারাণসী, হৃষীকেশ, নাসিক ও উজ্জৈনী এখনও আমাদিগকে সেই সময়ের সাক্ষ্য দিতেছে, যখন পূর্ব্বপুরুষগণের মনে পার্থিব মঙ্গলের অনেক উচ্চে মন ও অধ্যাত্মজীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতের এই শিক্ষাদীক্ষা, ভাবপরম্পরা, culture, tradition, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মেই নিহিত ; আর এই সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত, প্রতিপালিত, পরিবর্দ্ধিত। লক্ষ্যটা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া লক্ষ্যটাই দুষ্ট নহে। আমার শরীর ও মনে রোগ হইয়াছে বলিয়া শরীর ও মনটাকে অস্বীকার করা মানে মৃত্যু, আত্মহত্যা। ভারতের শিক্ষা-সাধনার শরীর ও মনরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অস্বীকার

করা মানে আত্মহত্যা ও ব্রহ্মহত্যা উভয়ই। বর্ত্তমান দেশ কালের আধারে বা প্রতিষ্ঠানে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগ্নস্বাস্থ্যকে স্বাস্থ্যশালী করাই বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্মালোকের এই স্তিমিত প্রদীপ লইয়া হে ছাত্র-ছাত্রী, হে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী আবার তোমাদিগকেই ঐ আদর্শকে প্রোজ্জ্বল, ভাস্বর, প্রাণদায়ক করিতে হইবে। পাঠশালা, মক্তাব, স্কুল, কলেজে আবার পরাবিদ্যাপীঠ ব্রহ্ম-চর্য্য আশ্রম প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আসিয়াছে। ইহা ছাড়া কল্যাণের আর পথ নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

(৭) ভারতের আদর্শ ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়া: সকলকে ব্রহ্মভাবাপন্ন করা।

T. L. Vaswaniর সুরে সুর মিলাইয়া আজ আমাদের ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে, আমাদের younger generation, তরুণ দলকে বলিতে হইবে ঃ—"You are the builders of tomorrow. By you may our broken, bleeding nation be healed. But on this one condition that you are loyal to the Indian Ideal. One of the grandest ideals known to history is the Indian Ideal. One of its marks is simplicity. Greece worshipped beauty. India loved simplicity. To be simple is to be beautiful. In her students

India can have a splendid material for the building of her future if they will be simple. And the basis of simple life is Brahmacharjya. It was the fundamental virtue of the Aryan student. The student of to-day has forgotten Brahmacharjya. There is "Bhog" in his dress, diet and daily life. I ask you to practice Brahmacharjya. It will build your bodies and minds. It will build your character. There is no virtue without strength. Our society needs strong, able-bodied men. Weakness has been our sin. On the basis of Brahmacharjya let us rebuild our society." অর্থাৎ :—তোমরাই আগামী কল্যের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। তোমাদের দ্বারাই আমাদের ভগ্ন, রক্তাক্ত জাতি সুস্থ হইতে পারে—কেবল এই এক নিয়মে যে, তোমরা ভারতীয় আদর্শের ভক্ত থাকিবে। ইতিহাসে জ্ঞাত মহত্তম আদর্শসমূহের মধ্যে ভারতীয় আদর্শ একটা। ইহার একটা লক্ষণ সরলতা। গ্রীস্ সৌন্দর্য্যের পূজা করিয়াছিল, ভারত সরলতাকে ভালবাসিয়াছিল। সরল হওয়াই সুন্দর হওয়া। তাহারা যদি সরল হয় তবে ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ম্মাণে তাহার ছাত্রগণেতে ভারত একটী অত্যুজ্জ্বল উপকরণ পাইতে পারে। আর সরল জীবনের ভিত্তিই ব্রহ্মচর্য্য। ইহাই আর্য্য ছাত্রের মূল ধর্ম্ম ছিল। আজিকার

ছাত্র ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়াছে। তাহার পোষাকে, খাদ্যে এবং দৈনন্দিন জীবনে "ভোগ"। আমি তোমাদিগকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে বলি। ইহা তোমাদের শরীরসকল ও মন সকল গঠন করিবে। ইহা তোমাদের চরিত্র গঠন করিবে। শক্তি ব্যতিরেকে কোনও ধর্ম্ম নাই। আমাদের সমাজ দৃঢ়, সক্ষমদেহী মানুষ চায়। দুর্ব্বলতাই আমাদের পাপ হইয়া আসিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের ভিত্তিতেই আমাদের সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে দাও।

জার্ম্মানী, ইটালী, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ conscription বা বাধ্যতামূলক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের জাতির সমস্ত যুদ্ধক্ষম যুবকদিগকে যোদ্ধা করিয়া সমগ্র জাতিকে militarise বা ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এইরূপে mass বা জনসাধারণকে ক্ষত্রিয় করিয়া তাঁহারা পরম গৌরব অনুভব করিতেছেন। আবার ঐ সমস্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশকে commercialize বা বাণিজ্যতান্ত্রিক করিয়া mass বা জনসাধারণকে বৈশ্য করিয়াও অর্থলাভপূর্ব্বক পরম গৌরব ও সন্তোষ লাভ করিতেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সমস্ত জাতির militarization বা ক্ষত্রিয়ত্ব বিধান ও commercialization বা বৈশ্যত্ব বিধানের একটা বিরাট্ সাধনা দেখা যায়। কিন্তু ইহাদের কেহই সমগ্র জাতিকে spiritualize বা অধ্যাত্ম-

ভাবের ভাবুক Brahmanize বা ব্রাহ্মণভাবের ভাবুক বা Aristotleএর ভাষায় "Ethise" বা নৈতিক ভাবের ভাবুক করিতে চেষ্টা করেন নাই। সে পরিকল্পনা, সে প্রচেষ্টা, সে আদর্শানুসরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই করিয়াছিল। চারিবর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের প্রত্যেক বালক, কিশোরকে compulsory বা বাধ্যতা-মূলক ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ভিতর দিয়া Brahmanize বা ব্রহ্মভাবাপন্ন করিবার এক বিরাট্ চেষ্টা ভারত করিয়াছিল। তখনকার যুগের শূদ্র ছিলেন তাঁহারাই যাঁহারা Spiritually unfit বা আধ্যাত্মিকভাবে অনুপযুক্ত, "তামসাঃ জনাঃ" তামসিক জন, শোক প্রাপ্ত ("শোচতীতি শূদ্রঃ") ব্যক্তি। এই শূদ্রদিগের মধ্যে তখন অনেক ব্রাত্য ও পতিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিও ছিলেন। কিন্তু তখনও শূদ্রদিগের মধ্যে যাঁহারা Spiritually fit বা আধ্যাত্মিকভাবে উপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঋষিত্ব, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণাদির আচার্য্য হইয়াছেন।* বর্ত্তমান যুগে প্রকৃত পক্ষে ভারতের প্রায় সকলেই শূদ্র বা বিজিতদাস বা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যআদর্শহীন। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের আন্দোলন ও আয়োজন হইবে সমগ্র ভারতবাসী নরনারীকে spiritualize বা আধ্যাত্মিকভাবের ভাবুক করা, Brahmanize বা ব্রহ্মভাবের ভাবুক করা।

* এ বিষয়ে যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য জানিতে চাহেন তাঁহারা আমার লিখিত "জাতি কথা" (সাহায্য।৵০) পুস্তকপাঠ করিবেন।

অর্থাৎ আবার ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ভিতর দিয়া সমগ্র ভারত-বাসীকে ব্রাহ্মণভাবের শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক্ষেত্রে তাহারই প্রয়োগ, পরীক্ষা বা experiment করিতেছেন। এই প্রয়োগ পরীক্ষা বা experiment পাঠশালা, মক্তাব, স্কুল, কলেজ প্রভৃতির ভিতর, নিখিল ভারতের সমস্ত অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের ভিতর করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকার militarism বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও commercialism বা বৈশ্য ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান ভারতের ও নিগ্রোদের slavism বা শূদ্র ধর্ম্মের দ্বারা, দেশের অঙ্গপ্রতঙ্গ, দেশের মূল প্রাণ mass বা জনগণের সুখ শান্তি বিধান হয় নাই। এই Bankrupt বা দেউলিয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রনীতির বিরুদ্ধে ইউরোপ, আমেরিকার মণীষীরাই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে এই আন্দোলন আরও বিরাট্ আকার ধারণ করিবে। হে ভারত, তুমি কি এই ভ্রান্ত, দেউলিয়া নীতি গ্রহণ করিবে, না তোমার পৈতৃক ব্রাহ্মণত্ব ধন গ্রহণ করিয়া অর্থ, পরমার্থ উভয় ধনে ধনী হইবে? এস ভারতবাসী, এবার তুমি তোমার ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া ভারতকে এবং ভারতের ভিতর দিয়া পৃথিবীকে Brahmanise বা ব্রহ্মভাবাপন্ন করিয়া জগতের ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় রচিত কর এবং জগদ্বাসীকে Redeem, ত্রাণ করিয়া Messiah, জগদ্গুরু হও।

ধন ভিখারী আজিকালিকার এই বৈশ্য যুগে শঙ্কা, প্রশ্ন উঠিয়া থাকে :—ভিখারী ভারতকে ভিখারী, সংসার বিমুখ ব্রাহ্মণের পরমার্থ আদর্শ দিলে ভারতকে অর্থহীন চিরদারিদ্র্যে সংসারতুঃখে কালাতিপাত করিতে হইবে। এখানে গোড়াতেই একটা মস্ত ভুল রহিয়া যাইতেছে। সমগ্র জাতির সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন না ; আর যদি তাহা হয়ই তবে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া প্রত্যেকে এই ভূলোককে নবব্রহ্মলোকে পরিণত বা সমুন্নত করিবেন। ব্রহ্মানন্দ বিহারীর অর্থাভাব, সংসার তুঃখ যে পণ্ডিতের মূর্খতার ন্যায়, মুক্ত পুরুষের বদ্ধতার ন্যায়, অমরের মৃত্যুর ন্যায় একান্তই অযুক্ত, অসম্ভব। ভারতকে ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মভাবের পরমার্থ আদর্শে অনুপ্রাণিত করার মানে ব্রাহ্মণের তপস্যা, সংযম, শীল, চরিত্র, ধর্ম্ম, ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণভাবের আদর্শে অনুরঞ্জিত ও অনুপ্রাণিত করা। ইহার মানে এ নয় যে, কেহ যুদ্ধাদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম দ্বারা দেশরক্ষা, কৃষিশিল্প ব্যবসা বাণিজ্যাদি বৈশ্য-ধর্ম্ম দ্বারা দেশের অর্থসংস্থান এবং সেবাপরিচর্য্যাদি শূদ্র-ধর্ম্ম দ্বারা দেশ প্রতিপালন করিবেন না। ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে :—ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা, সংযম, পাণ্ডিত্য, চরিত্র, ধর্ম্ম, ব্রহ্মবিহার, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধাদি-দ্বারা দেশরক্ষা, কৃষিশিল্প ব্যবসা বাণিজ্যাদি দ্বারা দেশের অর্থ সংস্থান এবং সেবাপরিচর্য্যাদি দ্বারা দেশ প্রতিপালন করিলে

দেশবাসী সর্ব্বোত্তম ফললাভ করিবে। ইউরোপ আমেরিকাদির conscription বা বাধ্যতামূলক সামরিক নিয়মে পূর্ণবয়স্ক সকল বালক যুবকেরাই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিলেও ইহাদের অধিকাংশ যুদ্ধ না করিয়া কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্ম করে। সামরিক শিক্ষার দ্বারা তাহারা যে এক-যোগে কর্ম্ম করিবার সংহতি, দৃঢ়তা, সাহস, উদ্যম, কর্ম্মপ্রবণতা ইত্যাদি শিক্ষা করে, তাহা তাহাদিগের অন্যান্য সর্ব্বকর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া তাহাদিগকে অধিকতর সুফলপ্রদ করে। তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্ম বা গুণগ্রাম দ্বারা ভূষিত হইয়া ভারতবাসী মহাবীর যোদ্ধা, নিপুণ কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী ও পরিপক্ক কেরাণী বা সেবক হইয়া সর্ব্বতোভাবে ভারতকে সমুন্নত করিবে, যেমন সে জনক, রাম, যুধিষ্ঠির, অশোক, হর্ষবর্দ্ধন, বিক্রমাদিত্য, সমুদ্রগুপ্ত, আকবর প্রভৃতির সময়ে অনেকটা করিয়াছিল। পরিশ্রম, উদ্যোগ, সাহস, কর্ম্মকুশলতা, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি ভূষিত হইয়াই বহু বহু ব্যক্তি অর্থশালী ও সম্পদশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের চরিত্রে যে সব দোষ বা পাপ আছে তাহারদ্বারা তাঁহারা ধনী বা সম্পন্ন হন নাই। সংযম, উদ্যোগ, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারাই সকলে অর্থশালীও হইয়া থাকেন; লাম্পট্য, মদ্যপতা, চৌর্য্য, আলস্য, অমিতব্যয়িতা, পরমুখাপেক্ষতা প্রভৃতি অধর্ম্ম দ্বারা কেহই কোনদিন অর্থশালী হয়েন নাই বা হইবেন না;

ইতিহাস বরং সাক্ষ্য দেয় যে এ সব অধর্ম্ম বা অসদ্‌গুণ দ্বারা ভ্রষ্ট হইয়া শত সহস্র ধনকুবের একেবারে ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং ভিখারী ভারতকে যদি ধনিক ভারতে পরিণত করিতে হয়, তবে তাহাকে ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রহ্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তাহা করিতে হইবে; আর তাহা না করিয়া পাশ্চাত্যভাবে অন্য দেশ শোষণ করিয়া ভারতকে যদি ধনিক হইতে হয় তবে সে ইউরোপ আমেরিকার বিকৃত নকলমাত্র হইয়া অশেষ অশান্তিতে মগ্ন হইবে। অর্থ ও ভোগকে পরমার্থ ও অপবর্গ বা মোক্ষ দ্বারা সংযত, নিয়মিত ও পরিচালিত না করিলে অর্থ ও ভোগ হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে। তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বর্ত্তমান ভারত। বর্ত্তমান ভারতও যাহা কিছু উন্নতি করিতেছে তাহার মূলে আছে তাহার ত্যাগ, সংযম, উদ্যম, কর্ম্মকুশলতা, সাধুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি বা ধর্ম্ম। যে যুবক এই সব সদগুণ সম্পন্ন সে আর্থিক উন্নতিও করিতেছে। যে পরিবারের প্রধানগণ এইরূপ সদ্‌গুণসম্পন্ন তাহারা অর্থশালীও হইতেছে। যে সমাজ ও যে জাতি এইরূপ ধর্ম্মশালী তাহারা আর্থিক উন্নতিও করিতেছে। পরমার্থপথের পথিক হইলে অর্থশালীও যে হওয়া যায় তাহা একটু অনুধাবন করিয়া ইতিহাস পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণোচিত ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মভাবই আদর্শ। এই ব্রহ্মভাবের অনুশীলনেই জাতীয় মহৎ কল্যাণ নিহিত। ব্রহ্মবিদ্যা ভারতকে চিরদিন সেই পথ, সেই সন্ধানই দিয়া আসিয়াছে।

ভারতের বালক, ভারতের বালিকা, ভারতের যুবক, ভারতের যুবতী, এই ব্রহ্মবিদ্যা যে তোমাদেরই পৈতৃক সম্পত্তি ; ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম যে তোমাদেরই নিজস্ব আবাস, শ্রীনিকেতন। ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে ধর্ম্মনৈতিক, মানসিক ও শারীরিক উন্নতি তোমাদিগকে পুনরায় ব্রহ্মচর্য্যের ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। তপোবনের পুণ্যনিকেতনে, বিহার-চৈত্য-মঠে, মন্দিরে যদি তোমরা ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পার তবে উত্তম ; যদি তাহা না পার তবে প্রথমে ব্যক্তিগত ভাবে, individually, নিজ নিজ ব্যষ্টি জীবনে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত কর। দেখিবে এক নব প্রভার পূর্ণচ্ছটা তোমার সমগ্র জীবনটীকে মণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে ; নিটোল স্বাস্থ্যের ললামকান্তি ও তেজস্বী মনের স্বর্গীয় সুষমা তোমার ভিতর আনন্দ নিকেতন রচনা করিবে, যাহার অমিয়স্পর্শে হৃদয়ে হৃদয়ে নন্দনত্যুতি, অমর বৈভব খেলিবে, যাহার প্রদীপ্ত মহিমায় দিঙ্‌মণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিবে এবং বিজয়মণ্ডিত স্বাধীন ভারত আবার তাহার কৃষিশিল্পকলা, ব্যবসাবাণিজ্য, ধর্ম্মসাহিত্য, আনন্দ শান্তি জগতে বিতরণ করিয়া জগদ্বরেণ্য, জগদ্‌গুরু, জগদ্বন্ধু হইবে।

(৮) ব্রহ্মচর্য্য সাধনায় লাভ।

এস ভারতবাসী, এস গুরু, এস শিষ্য, এস শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্রী, ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা কর, তপস্যা কর।

"ন তপস্তপ ইত্যাহুর্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্"। অন্য তপস্যা তপস্যাই নহে, ব্রহ্মচর্য্যই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। "ব্রহ্মচর্য্যময়নানাম্" (চরকসংহিতা, সূত্রস্থানম্, ৩০অধ্যায়)। অর্থাৎ সাধনপথ সকলের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্টতম। তপস্যাদ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা-লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই ব্রহ্মলাভ করা যায়। "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"—মুণ্ডকোপনিষদ্। ১মু।১খ।৮। অর্থাৎ:—ব্রহ্ম তপস্যার দ্বারা উপচিত বা প্রবৃদ্ধ হন অর্থাৎ প্রকাশিত বা সাক্ষাৎকৃত হন। শুক্রনীতি বলিতেছেন "বিদ্যার্থং ব্রহ্মচারী স্যাৎ।" বিদ্যার নিমিত্ত ব্রহ্মচারী হইবে। মুণ্ডকোপনিষদ্ আরও বলিতেছেন:— "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।"—৩।১।৫। অর্থাৎ:—এই আত্মা নিত্য বা সর্ব্বদা সত্য, তপস্যা, সম্যগ্‌জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা লভ্য হন। প্রশ্নোপনিষদ্ বলিতেছেন:—"তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"— ১।১৫। অর্থাৎ:—তাঁহাদিগেরই এই ব্রহ্মলোক যাঁহাদিগেতে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও সত্য প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলিতেছেন:—"তদ্ য এবৈতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণানুবিন্দন্তি তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোক স্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"—ছান্দোগ্য, ৮ম প্রপাটক। ৪র্থ খণ্ড।২। অর্থাৎ:— যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা এই ব্রহ্মলোককে জানেন তাঁহারাই ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা সর্ব্বলোকেই

কামচারী হইতে পারেন। শঙ্করাচার্য্যদেব ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন ঃ—তত্রৈবং সত্যেতং যথোক্তং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেণ স্ত্রীবিষয়তৃষ্ণাত্যাগেন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুবিন্দন্তি স্বাত্মসংবেদ্যতামাপাদয়ন্তি এতেষামেব ব্রহ্মচর্য্যসাধনবতাং ব্রহ্মবিদামেষ ব্রহ্মলোকঃ। নান্যেষাং স্ত্রীবিষয়সম্পর্কজাত তৃষ্ণানাং ব্রহ্মবিদামপীত্যর্থঃ। তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতীত্যুক্তার্থম্। তস্মাৎ পরমেতৎ সাধনং ব্রহ্মচর্য্যং ব্রহ্মবিদামিত্যভিপ্রায়ঃ॥" অর্থাৎ ঃ—"যাঁহারা স্ত্রী-বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান ও শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সেই সকল ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনশালী ব্রহ্মজ্ঞানিদিগেরই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা স্ত্রীবিষয় সম্পর্কজাত তৃষ্ণাতে অভিভূত আছে, তাহাদিগের কদাচ সেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইতে পারে না। বিষয়তৃষ্ণাসক্ত ব্যক্তিরা ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেও (অর্থাৎ কেবল শাস্ত্র পড়িয়া পণ্ডিত হইলেও) তাহাদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা বিষয়তৃষ্ণাদিবিহীন হইয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বলোকেই কামচারী হইতে পারেন। অতএব জানা যায় যে, ব্রহ্মচর্য্যই ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মপ্রাপ্তির পরম-সাধন।"—শ্রীমহেশচন্দ্র পাল। পাতঞ্জল যোগদর্শন সাধনপাদে বলিতেছেন ঃ—"ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"২।৩৮। অর্থাৎ ঃ—ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় বীর্য্যলাভ হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও বলিতেছেন ঃ—"ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্যকরাণাম্"।— চরক-

সংহিতা, সূত্রস্থানম্, ২৫।৪১। অর্থাৎ ঃ—আয়ুবর্দ্ধকদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন ঃ—

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্‌বনে ধনং,
জিন্ন কোঞ্চাহব ঝায়ন্তি খীণমচ্ছেহব পল্ললে।১০।
অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্‌বনে ধনং,
সেন্তি চাপাতিখীণাহব পুরাণাণি অনুত্থ্নং ॥১০।
—ধম্মপদং, জরাবগ্‌গো একাদসমো, ১০—১১।

অর্থাৎ ঃ—ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিলে, যৌবনে ধনলাভ না করিলে অল্পমৎস্য পল্বলে যেমন জীর্ণ ক্রৌঞ্চ বিনষ্ট হয় সেইরূপ লোকে জীর্ণ হয়। ব্রহ্মচর্য্য আচরণ না করিয়া, যৌবনে ধনলাভ না করিয়া পুরাতন কথা সকল স্মরণ করিতে করিতে অতি ক্ষীণ ধনুর মত (বার্দ্ধক্যে) পড়িয়া থাকিতে হয়। মহাভারতে উদ্যোগ পর্ব্বে সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন ঃ—"বুদ্ধৌ বিলীনে মনসি প্রচিন্ত্যা বিদ্যা হি সা ব্রহ্মচর্য্যেণ লভ্যা।"—মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৪৪।২। অর্থাৎ মন বা সংকল্প (বিতর্ক বিচার) বুদ্ধিতে বিলীন হইলে পর সেই বুদ্ধিতে যে বিদ্যা প্রকৃষ্টরূপে বিবেচ্য হয় বা চিন্তিত মাত্র হয়, তাহা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই লভ্য। মহাভারত আরও বলিয়াছেন ঃ—

"এবং বসন্ সর্ব্বতো বর্দ্ধতীহ বহূন্ পুত্রাল্লঁভতে
চ প্রতিষ্ঠাম্।
বর্ষন্তি চাস্মৈ প্রদিশো দিশশ্চ বসন্ত্যস্মিন্ ব্রহ্মচর্য্যে
জনাশ্চ ॥১৯

এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবা দেবত্বমাপ্নুবন্।
ঋষয়শ্চ মহাভাগা ব্রহ্মলোকং মনীষিণঃ॥ ২০
গন্ধর্ব্বানামনেনৈব রূপমপ্সরসামভূৎ।
এতেন ব্রহ্মচর্য্যেণ সূর্য্যোঽপ্যহ্নায় জায়তে॥২১
—মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব, ৪৪।১৯—২১

অর্থাৎ ঃ—"যিনি এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া বহু পুত্র ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন; নানাদিগ্‌দেশস্থ ব্যক্তি তাঁহাকে অর্থ প্রদান করে ও অনেকে তাঁহার দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে দেবগণ দেবত্ব ও মনীষী মহর্ষিগণ ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সূর্য্যদেব ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবেই প্রতিনিয়ত উদিত হইতেছেন। যেমন লোকে চিন্তিত বস্তুপ্রদ চিন্তামণি লাভ করিয়া অভিলষিত অর্থ প্রদান করিতে পারে তদ্রূপ দেবাদি ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিয়া অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।"—৺কালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষস্থানাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসিস্থিতঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।১৪।

অর্থাৎ ঃ—গৃহাশ্রম আমার জঘন; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয়;

বানপ্রস্থ আমার বক্ষঃস্থল হইতে উৎপন্ন এবং সন্ন্যাস আমার শিরে স্থিত।

বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষার ভিত্তিভূমি, প্রাণমূল বলিয়াই শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের এত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ সাধকেরাই অনুধাবন করিয়া থাকেন যে এই মহিমা অতি-রঞ্জিত নহে। সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধু মহাপুরুষেরাই প্রকারান্তরে এই ব্রহ্মচারীধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এই ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষা নিরপেক্ষভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকেই দেওয়া যাইতে পারে। টোল, পাঠশালা, মক্তাব, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ প্রভৃতি সর্ব্বশিক্ষালয়েই এই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা জাতিধর্ম্ম নির্বিশেষে স্বচ্ছন্দে দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মচারী ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্য পালনে উচ্চাঙ্গ নির্ব্বাণ, মোক্ষ বা আধ্যাত্মিক লাভের কথা এবং নিম্নাঙ্গ শারীরিক ও মানসিক লাভের কথা আমরা পরে আলোচনা করিতেছি; কারণ তাহার পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার বিশেষ প্রয়োজন।

(৯) ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ।

ব্রহ্মচর্য্য মানে "ব্রহ্মণি চর্য্যা" (মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ২১৪ অধ্যায়, ৭ম শ্লোকের নীলকণ্ঠ টীকা)। ইহাই ব্রহ্ম-চর্য্যের মুখ্য অর্থ; বীর্য্যলাভ, কাম দমন,আশ্রম বিশেষ প্রভৃতি অর্থে ইহা অনেক স্থলে গৌণ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও, এই মুখ্য

বা প্রধান অর্থেই তাহার মূল প্রতিষ্ঠা। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্য্য মানে—মন, বাক্য, দেহ দ্বারা সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের সংযম। যে পর্য্যন্ত চিন্তার উপর এমন অধিকার না পাওয়া যায় যে, বিনা ইচ্ছায় মনে একটা চিন্তাও আসিবে না, ততক্ষণ সম্পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য হয় নাই। চিন্তা মাত্রই বিকার।" শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত "আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ"—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কৃত বঙ্গানুবাদ। ১ম খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ। মহাত্মা গান্ধী আরও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মচর্য্যের সম্পূর্ণ পালন মানে ব্রহ্মদর্শন।" ঐ, ৩৩৭ পৃঃ। ব্রহ্মে চর্য্যা, চরণ, আচরণ বা বিচরণ করাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে। অর্থাৎ সাময়িক বা সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বিভাবিত বা ভাবাপন্ন হইয়া থাকাকেই ব্রহ্মচর্য্য বলে।

উপনিষদাদি 'ব্রহ্ম' অর্থে প্রতিব্যক্তিরই অন্তরতম স্বরূপ আত্মাকে অথবা শ্রীভগবান্‌কে বুঝাইয়াছেন। "যদেব সাক্ষাদ-পরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ"—বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৫।১। অর্থাৎ ঃ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ স্বরূপ ব্রহ্ম, যাহা সর্ব্বান্তর আত্মা। "স বা এষ মহানজ আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময় প্রাণেষু য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিঞ্ছেতে সর্ব্বস্যবশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ"—বৃহদারণ্যক, ৪।৪।২৩। অর্থাৎ ঃ—এই যে প্রাণ মধ্যে বিজ্ঞানময় জন্মরহিত মহান্ আত্মা "হৃদয় পুণ্ডরীক মধ্যে" "বুদ্ধি বিজ্ঞান সহিত" (শঙ্কর) থাকেন, ইনি সকলের বশীকারক, নিয়ন্তা ও

অধিপতি। বৃহদারণ্যক অন্যত্রও বলিয়াছেন "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" (২।৫।১৯) অর্থাৎ এই (প্রত্যেক প্রাণীর) আত্মাই ব্রহ্ম। শ্রীমদ্ভাগবত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ বলিয়াছেন।

"বদন্তি তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১।২।১১

অর্থাৎ ঃ—তত্ত্ববিদেরা যাহাকে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব বলেন, তাহাই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান্ শব্দে অভিহিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উহাকেই কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ—

"এক মুখ্য তত্ত্ব তিন তাহার প্রকার ॥
অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণের স্বরূপ।
ব্রহ্মা, আত্মা, ভগবান্ তিন তার রূপ ॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ২য় পরিচ্ছেদ, ৪৩ শ্লোক। কোরাণ তাঁহাকেই আল্লা বলিয়াছেন। "কুল্ হো আল্লা হো আহাদ্"—কোরাণ, এখ্‌লাছ্ স্থরা, ১ আয়াত। অর্থাৎ ঃ—তুমি বল আল্লা অদ্বিতীয়। "লাম ইয়ালেদ্ ওয়ালাম্ হুউলাদ্।"—কোরাণ এখ্ লাছ স্থরা, ৩য় আয়াত। অর্থাৎ ঃ—আল্লা না জন্মিয়াছেন না জন্মিবেন। "ওয়ালাম্ ইয়াকুল্লাহু কফুওয়ান্ আহাদ্।" ঐ, ৪ আয়াত। অর্থাৎ ঃ— এবং তাঁহার সমকক্ষ কেহই নাই। "ওয়ালীল্লাহে মাফিছ ছামা ওয়াতে ওয়ামাফিল্ আর্‌জে ওয়া কান্নাল্লাহো বেকুল্লে

শাইয়ে ম্মোহিতা।" কোরাণ, নেসাসুরা, ১২৬ আয়াত। অর্থাৎ ঃ—এবং যাহা কিছু আস্মানে ও জগতে আছে তাহা সমস্তই খোদাতাল্লার জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং আল্লা প্রত্যেক বস্তু বেষ্টন করিয়া আছেন।

এই বৃহৎ, বিরাট্, সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবানের বা খোদাতাল্লার বা God এর বা ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার ভাবে, চিন্তায়, ধ্যানে দিবস যামিনীর যত অধিকাংশ সময় কাটান যাইতে পারে ততই আমাদের হৃদয়, মন বৃহৎ, বিরাট্, মহৎ ভাবাপন্ন হইবে। এই ব্রহ্ম ভাবের চর্য্যা, বিহার বা আচরণ, আপন আপন স্বধর্ম্মানুযায়ী পরমেশ্বরের পরিকল্পনা লইয়া হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন প্রভৃতি সকলেই করিতে পারেন। হিন্দু ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবরূপী শ্রীভগবানের, মুসলমান আল্লারূপী শ্রীভগবানের, বৌদ্ধ "ব্রহ্ম" রূপ শ্রীভগবানের এবং খ্রীষ্টান "God"রূপী শ্রীভগবানের, বৃহৎ, মহান্, সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মভাবে যদি অধিকাংশ সময় তন্ময় ও বিভোর হইয়া থাকিতে পারেন তবে তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণী যিনি ব্রহ্মে বিচরণ বা বিহার করিতেছেন। দিনের অধিকাংশ সময় ঐভাবে থাকিতে না পারিলেও ত্রিসন্ধ্যা বা পাঁচ ওয়াক্ত বা অন্ততঃ এক আধ ঘণ্টা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রায় সকলেই ব্রহ্মে বা শ্রীভগবানের বিরাট্ ভাবে বিচরণ বা বিহার করিতে পারেন। ঐরূপ সাময়িক নির্ম্মল সাত্ত্বিকভাবে কিছু সময় কাটাইয়া পরে অধ্যয়ন বা বিষয় কর্ম্মাদিতে

মনোযোগ দিলে অভিনিবেশ যে বেশী হয় তাহা কিছুদিন অভ্যাস করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। Sigmund Freud প্রমুখ Psycho-analyst বা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণবিদেরা মনোভাবের 'Sublimation' বা সমুন্নয়নের দ্বারা মনের যে সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়ন কল্পনা করিয়াছেন, আর্য্য হিন্দুর বা আর্য্য বৌদ্ধের ব্রহ্মচর্য্য বা "ব্রাহ্মকরণ" রূপ "Sublimation" দ্বারা তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর উন্নয়ন কল্পনা করা হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যের ন্যায় "ব্রাহ্মকরণ" বা "Sublimation" মনোজগতের এক বিরাট্, বিপুল দান ভারতীয় নরনারী আবার কবে হৃদয়ঙ্গম করিবেন ?

(১০) বিদ্যা ও ধর্ম্মসাধনার উচ্চাঙ্গ।

এই ব্রহ্মচর্য্য লাভের জন্যই বিদ্যা বা ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজন অথবা এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরম ধর্ম্মলাভ করা যায়। এই বিদ্যা বা ধর্ম্মলাভের প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রণালী পাতঞ্জল যোগসূত্রে উলিখিত হইয়াছে। ঐ যোগসূত্রের সাধনপাদে যে বৈজ্ঞানিক অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আছে তাহা সাধনে পরম কল্যাণ ও পরমার্থ লাভ হয় এবং ইহা সকল ধর্ম্মাবলম্বীই গ্রহণ করিয়া সাধন করিতে পারেন ; আর প্রকারান্তরে তাঁহারা ইহা করিয়াও থাকেন। অষ্টাঙ্গ যোগ যথা :—"যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম্-প্রত্যাহার-ধারণা-

ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।”—পাতঞ্জল যোগদর্শন, ২।২৯। অর্থাৎ ঃ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গ। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষ ধর্ম্ম পর্ব্বে ১৯৫, ২৪০, ২৭৩, ২৭৭, ৩০৬ অধ্যায় প্রভৃতিতে, শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়ে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়, ৬।১০—১৫, ১৮।৫১—৫৬ শ্লোক ইত্যাদিতে এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণের ২৯ অধ্যায়েও এই যোগের উপদেশ আছে। দত্তাত্রেয় সংহিতাতেও ইহার উপদেশ আছে। গোরক্ষসংহিতা যম ও নিয়ম পৃথক করিয়া ষড়ঙ্গ যোগ বলিয়াছেন। যথা ঃ—“আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা। ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥” অর্থাৎ ঃ—আসন, প্রাণ-সংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—ইহাকেই ষড়ঙ্গ যোগ বলা হয়। আমরা যোগদর্শন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টাঙ্গযোগ লইয়া তাহারই ব্যাখা করিলাম, কারণ ইহাদের মধ্যেই ধর্ম্মসাধনার সম্যক্ প্রণালী নিহিত আছে। অষ্টাঙ্গ যোগ ঃ—(১) যম ঃ—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য (জিতেন্দ্রিয়তা এই গৌণ অর্থে) ও অপরিগ্রহ (ভোগ-ত্যাগ) এই পাঁচটীকে যম কহে। (২) নিয়ম ঃ—শুচিতা (শারীরিক ও মানসিক), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (নাম জপ ও চিন্তা এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন) ও ঈশ্বর প্রণিধান (শ্রীভগবানের ধ্যান বা ভক্তি-বিশেষ) এই পাঁচটি নিয়ম। এই যম নিয়মকেই প্রকারান্তরে

মহাভারত, মনু, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র ধর্ম্ম বলিয়াছেন। মহাভারত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বে বলিয়াছেন :—

"আনৃশংস্যমহিংসা চাপ্রমাদঃ সংবিভাগিতা।
শ্রাদ্ধকর্ম্মাতিথেয়ঞ্চ সত্যমক্রোধ এব চ॥ ২৩
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মাঃ সাধরণা নৃপ॥ ২৪

—মহাভারত, শান্তি, মোক্ষ, ২৯৬৷২৩—২৪।

অর্থাৎ :—(পরাশর জনককে বলিলেন) অনৃশংসতা, অহিংসা, অপ্রমাদ, পোষ্যবর্গকে যথোচিত অংশ প্রদান, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, আতিথেয়তা, সত্য, অক্রোধ, স্বীয় পত্নীতে সন্তুষ্টি, শৌচ, অনসূয়তা, আত্মজ্ঞান ও তিতিক্ষা—এইগুলি, হে নৃপ, সাধারণ ধর্ম্ম। মনুও বলিয়াছেন :—

"চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমিভির্দ্বিজৈঃ।
দশলক্ষণকো ধর্ম্মঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ॥ ৯১
ধৃতিঃক্ষমাদমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী-র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ ৯২

—মনুসংহিতা, ৬৷৯১—৯২।

অর্থাৎ :—এই চারি আশ্রমবাসী দ্বিজাতিগণের এই দশ প্রকার ধর্ম্ম নিত্য প্রযত্নসহ সেবিতব্য। ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তি থাকিতেও অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয় সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (অচৌর্য্য), শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে

প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি দূর করিয়া সম্যক্ জ্ঞান লাভ), বিদ্যা (বিবেক বা আত্মজ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ—এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবত ও বলিয়াছেন ঃ—

অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধ লোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোঽয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২৭।২১।

অর্থাৎ ঃ—অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভ-ত্যাগ এবং ভূতগণের প্রিয় ও হিত সাধন চেষ্টা, সকল বর্ণেরই এই ধর্ম্ম। এই শীল ও চরিত্রের বিশুদ্ধিতারূপ ধর্ম্মই প্রকারান্তরে যম নিয়ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মের এই সনাতন ব্যাখ্যা ভুলিয়া যাওয়াতেই যত সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি সৃষ্টি হইয়াছে। শীল ও চরিত্রের বিশুদ্ধিতারূপ এই ধর্ম্ম সকল সম্প্রদায়েরই গৃহীত ও স্বীকৃত সার বস্তু। (৩) আসন ঃ—মস্তক, গ্রীবা ও মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া পদ্মাসন বা স্বস্তিকাসনাদিতে স্থিরভাবে সুখে উপবেশনকে আসন কহে। (৪) প্রাণায়াম ঃ—শ্বাসপ্রশ্বাসাদি বিধিপূর্ব্বক সংযমসহ চিন্তার কৌশল। (৫) প্রত্যাহার ঃ—ইন্দ্রিয় সকল যখন স্ববিষয় গ্রহণ না করিয়া চিত্তস্বরূপের অনুকরণ করে তখন প্রত্যাহার হয়। অর্থাৎ ঃ—মন যাহা বা যেরূপ ভাবে, ইন্দ্রিয় সকলও তাহাই বা তদ্রূপ দেখে, শোনে ইত্যাদি। মনু ইহাকেই "ইন্দ্রিয়নিগ্রহ" বলিয়াছেন। (৬) ধারণা ঃ—হৃদয়, মস্তকাদি কোনও দেশে

মনকে বান্ধা। (৭) ধ্যান ঃ—ধ্যেয় বস্তুতে মধুধারার ন্যায় মনের একতান ভাবে লাগিয়া থাকা। (৮) সমাধি ঃ—নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া ধ্যেয় বস্তুতে তন্ময় হইয়া ডুবিয়া যাওয়া রূপ চরম চিত্তস্থৈর্য্যের নাম সমাধি। শ্রীগীতাতেও (৬।১০—১৫) এই সাধনার উপদেশ আছে। ত্রিপিটকের সুত্ত পিটকে [দীঘনিকায়, মহাসতিপট্ঠান সুত্তন্ত—২২।২১ (বা ২।৩১১—৩১৩ পৃঃ); মজ্ঝিম-নিকায়, সচ্চ-বিভঙ্গসুত্তং, ১৪১ নং সুত্ত (বা ৩।২৫১—২৫২ পৃঃ), সংযুত্তনিকায়, ৪৫।৮।৩-১০) ইত্যাদিতে বুদ্ধদেবও প্রকারান্তরে এই সাধনেরই উপদেশ দিয়াছেন। বুদ্ধদেব ত্রিপিটকের নানা স্থলে যে "অরিয়ো অট্ঠঙ্গিগো মগ্গো" বা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপদেশ দিয়াছেন তাহা এই ঃ—(১) "সম্মা দিট্ঠি" অর্থাৎ সম্যক্ দৃষ্টি। দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখনিরোধগামীমার্গের জ্ঞানকে সম্যক্ দৃষ্টি কহে। (২) "সম্মা সঙ্কপ্পো" অর্থাৎ সম্যক্ সঙ্কল্প। নৈষ্কাম্য বা কামভোগ-ত্যাগ সঙ্কল্প, অব্যাপাদ বা অনিষ্ট চিন্তাহীন সঙ্কল্প এবং অবি-হিংসা বা হিংসাশূন্য সঙ্কল্পকে সম্যক্ সঙ্কল্প বলে। (৩) "সম্মা বাচা" অর্থাৎ সম্যক্ বাক্য। মিথ্যা, পিশুন (ক্রূর), পরুষ-বাক্য এবং সম্প্রলাপ বা বাচালতা হইতে বিরতিকে সম্যক্ বাক্য বলে। (৪) "সম্মা কম্মন্তো" অর্থাৎ সম্যক্ কর্ম্মান্ত বা ব্যবসায় ("conduct" বা "behaviour")। প্রাণাঘাত, অদত্ত বস্তুগ্রহণ (চুরি) ও অব্রহ্মচর্য্য হইতে বিরতিই সম্যক্ কর্ম্মান্ত। (৫)

"সম্মা আজীবো" অর্থাৎ সম্যক্ আজীব বা জীবিকা। মিথ্যা জীবিকা ত্যাগ করিয়া সম্যক্ বা সত্য জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাকে সম্যক্ আজীব বা জীবিকা বলে। (৬) "সম্মা ব্যায়ামো" অর্থাৎ সম্যক্ ব্যায়াম বা বীর্য্য। অনুৎপন্ন অকুশল পাপধর্ম্ম যাহাতে না ওঠে, উৎপন্ন অকুশল পাপ ধর্ম্মের ত্যাগ, অনুৎপন্ন কুশল ধর্ম্ম উৎপন্নের চেষ্টা বা বীর্য্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্ম্মের যাহাতে স্থিতি ও বিপুলভাবে পরিপূর্ণতা লাভ হয় তাহার জন্য অভিলাষ, চেষ্টা, বীর্য্য ও চিত্তের গ্রহণকে সম্যক্ ব্যায়াম বলে। (৭) "সম্মা সতি" অর্থাৎ সম্যক্ স্মৃতি। কায়ে, সুখ-দুঃখবোধে, চিত্তে ও ধর্ম্মে তাহাদের ক্রিয়া-সকল সর্ব্বদা স্মৃতিযুক্ত হইয়া দেখিয়া যাওয়ার নাম সম্যক্-স্মৃতি। ইহাকে "সম্প্রজন্য"ও বলে। (৮) "সম্মা সমাধি" অর্থাৎ সম্যক্ সমাধি। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার বিখ্যাত বৌদ্ধ ধ্যান বিশেষকে সম্যক্ সমাধি বলে। ইহাই বৌদ্ধ আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং ইহা অষ্টাঙ্গ যোগেরই প্রকারান্তর। বিদ্যা ও ধর্ম্ম সাধনার এই সমস্ত উচ্চাঙ্গ সাধন উপদেশ সমূহ অভিজ্ঞ সাধক বা আচার্য্যের নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয়। আগ্রহশীল উপযুক্ত শিক্ষার্থীকে আমরাও শিক্ষা দিতে পারি। প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষায় এই সমস্ত উচ্চ সোপানের বিবরণ দিলে বালকবালিকারা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না; এই কারণে উচ্চ আদর্শের এই উচ্চ সোপানের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সামান্যভাবে

নিম্নতম সোপান সমূহের কথা বলিতেছি। কিন্তু এই নিম্ন সোপানসমূহ ক্রমোচ্চ সোপানসমূহের যে নিম্নাঙ্গ ইহা ভুলিয়া গেলে আমরা পথভ্রষ্ট ও পতিত হইব। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, কি মুসলমান, কি শিখ, কি জৈন, কি খৃষ্টান, কি পুরুষ, কি নারী, সকলেই যে এই বৈজ্ঞানিক যোগসাধন প্রণালী গ্রহণ করিয়া শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরমোন্নতি বিধান করিতে পারেন তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

(১১) বিদ্যা ও ধর্ম্ম-সাধনার নিম্নাঙ্গ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিদ্যা দ্বারা আমরা বিবেক জ্ঞান বা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া আত্মসাক্ষাৎকার, নির্ব্বাণ বা মোক্ষসিদ্ধি প্রাপ্ত হইব। যম নিয়মাদি ধর্ম্মাচরণ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ করিয়া পরে সেই উচ্চতম সোপান বিদ্যালাভ করিব। ওই উচ্চতম সোপান লাভ করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ধর্ম্ম-সমূহ পালন করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। সংক্ষেপতঃ, যাহাতে আমাদের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য বিধান হয়, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শীল ও চরিত্রের উন্নতির দ্বারা যাহাতে প্রতি পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও কল্যাণ

সাধিত হইতে পারে তাহাই বিদ্যা ও ধর্ম্মসাধনার নিম্নাঙ্গ। এই একান্ত প্রয়োজনীয় নিম্ন সোপান সমূহ অতিক্রম করিয়া কেহই উচ্চতম সোপানে যাইতে পারে না; এই কারণে আমরা এখন বিদ্যা ও ধর্ম্মসাধনার নিম্নাঙ্গ সমূহ ক্রমান্বয়ে নির্দ্দেশ করিব।

(১২) ব্রহ্মচর্য্য পালনে শারীরিক ও মানসিক উন্নতি।

ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম সাধনায় শরীরের প্রতিও সবিশেষ দৃষ্টি আছে। "শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"। ধর্ম্মসাধনার আদি বা মূলই শরীর। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং মূলমুত্তমম্।" ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও-মোক্ষের আরোগ্যই উত্তম মূল। শরীরের উন্নতিতে মনের উন্নতি এবং মনের উন্নতিতে শরীরের উন্নতি; ইহারা উভয়েই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রকৃত শারীরিক কল্যাণ যে কিসে হয় তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। চরক সংহিতা এ বিষয়ে আমাদিগকে যে হিতোপদেশ দিয়াছেন তাহা পালন করিলে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে। আয়ুর্ব্বেদের এই হিতোপদেশের মূলও ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মচর্য্য। "গুরুভোজনং দুর্ব্বিপাকানাম্, এক ভোজনং সুখপরিণামকরাণাং, স্ত্রীপ্রসঙ্গঃ শোষকরাণাং, শুক্রবেগনিগ্রহঃ ষাণ্ড্যকরাণাং, পরাভ্যতনমন্নমশ্রদ্ধাজননানাম্। অনশনমায়ুষো হ্রাস করাণাং, প্রমিতাশনং কর্শনীয়ানাম্, অজীর্ণাধ্যাশনং গ্রহণীদূষণানাং,

বিষমাশনমগ্নিবৈষম্যকরাণাং, বিরুদ্ধ বীর্য্যাশনং নিন্দিত ব্যাধি করাণাং, প্রশমঃ পথ্যানাম্, আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাম্ ॥ ৪০ ।
মিথ্যাযোগো ব্যাধিমুখানাং, রজস্বলাভিগমনমলক্ষ্মীমুখানাং, ব্রহ্মচর্য্যমায়ুষ্য করাণাং, সঙ্কল্পো বৃষ্যাণাং, দৌর্ম্মনস্যমবৃষ্যাণাং, অযথাবলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং, বিষাদো রোগবর্দ্ধনানাং, স্নানং শ্রমহরাণাং, হর্ষঃ প্রীণনাণাং,শোকঃ শোষণানাং,নির্ব্বৃত্তিঃ পুষ্টিকরাণাং, পুষ্টিঃস্বপ্নকরাণাং, স্বপ্নস্তন্দ্রাকরাণাম্ ॥ ৪১ ।— চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্, ২৫-অধ্যায় । ৪০-৪১ । অর্থাৎ :— দুষ্পরিপাকদিগের মধ্যে গুরুভোজন ; উত্তমরূপে জীর্ণকরদিগের মধ্যে একাহার ; যক্ষ্মাকারকদিগের মধ্যে স্ত্রীপ্রসঙ্গ ; ক্লীবতাকারকদিগের মধ্যে শুক্রবেগ ধারণ ; অন্নে ঘৃণাজনকদিগের মধ্যে পরাহ্নতন (বাসী) অন্ন ; আয়ুহ্রাসকারকদিগের মধ্যে উপবাস ; কৃশতাকারকদিগের মধ্যে ক্ষুধাবশেষ ভোজন ; গ্রহণীদোষকারকদিগের মধ্যে অজীর্ণ থাকিতে পুনর্ভোজন ; অগ্নিবৈষম্য কারকদিগের মধ্যে বিষম (অসময়ে অধিক বা অল্প) ভোজন ; কুষ্ঠাদি নিন্দিত ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে দুগ্ধমৎস্য-মাংসাদি বিরুদ্ধ দ্রব্যসমূহের একত্র ভোজন ; হিতকরদিগের মধ্যে শান্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অপথ্যের মধ্যে আয়াস (অতিরিক্ত পরিশ্রম) প্রধান । ৪০ । ব্যাধিকারকদিগের মধ্যে আহারবিহারাদির মিথ্যা যোগ (অনিয়ম) অলক্ষ্মীজনকদিগের মধ্যে রজস্বলাগমন ; আয়ুর্বর্দ্ধকদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য, বৃষ্যদিগের (সুস্থের পক্ষে ওজস্কর পদার্থ সমূহের)

মধ্যে সঙ্কল্প সাধন; অবৃষ্যদিগের মধ্যে দৌর্ম্মনস্য (মনের অস্ফূর্ত্তি); প্রাণহন্তাকারকদিগের মধ্যে বলের অধিক কার্য্য-করণ; রোগবর্দ্ধনদিগের মধ্যে বিষাদ; শ্রমহরদিগের মধ্যে স্নান; প্রীতিকারক দিগের মধ্যে হর্ষ; শোষণকারকদিগের মধ্যে শোক; পুষ্টিকারকদিগের মধ্যে সন্তোষ; নিদ্রাকরদিগের মধ্যে পুষ্টি এবং তন্দ্রাকারকদিগের মধ্যে নিদ্রা উত্তম। এই সব পরিপালনে শারীরিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি হইবে, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধিত হইবে। সুস্থব্যক্তি তাহাকেই বলা যায় যাহার "mens sana in corpore sano" বা "sound mind in a sound body" অর্থাৎ যাহার সুস্থ দেহে সুস্থ মন আছে। সর্ব্বদা উন্নত ভাবরাজ্যে থাকার ফলে শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিতে পারে না। ধর্ম্মলাভে সন্তোষ ও সুখ হৃদয়ে বিরাজ করে; তাহার ফলে শরীর নিরাময় ও সুস্থ থাকে। ধম্মপদে বুদ্ধদেবও আমাদিগকে বলিতেছেন—

"আরোগ্য পরমালাভা সন্তুট্ঠি পরমং ধনং।
বিস্সাস পরমাঞাতী নিব্বাণং পরমং সুখং ॥"

—ধম্মপদ, সুখবগ্গো, ৮।

অর্থাৎ :—আরোগ্য পরমলাভ, সন্তুষ্টি পরমধন, বিশ্বাস পরমজ্ঞাতি, নির্ব্বাণ পরমসুখ। যোগাদি ধর্ম্মসাধনা আমাদিগকে এই শিক্ষাই দেয়।

যোগাদি ধর্ম্ম সাধনায় মনের একাগ্রতাশক্তি অসাধারণ-রূপে বৃদ্ধিপায়। এই একাগ্রতা (এক অগ্রতা) শক্তিরই নিম্নরূপান্তর "will power"। ব্রহ্মচর্য্য পালনে কামাদি রিপু সংযত রাখায় কেবল যে শরীর ভাল থাকে তাহা নহে; ব্রহ্মচর্য্য পালনে মন সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবাপন্ন থাকার চেষ্টায় থাকায় মনের ইচ্ছাশক্তি একাগ্র হওয়ায় তাহার দৃঢ়তা খুবই বাড়ে। ভোগ-বিলাস-ত্যাগী ধর্ম্মাচারী ব্রহ্মচারীর প্রয়োজন খুব কম, আকাঙ্খার দাবানল তাঁহার প্রাণ পোড়ায়না, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকায় শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা সহজেই রক্ষা করিতে পারেন। কঠোরতায় অভ্যস্ত ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারী কষ্টসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, মিতব্যয়ী, উদ্যমশীল, সংযত ও পবিত্রচেতা হওয়ায় আর্থিক বা সাংসারিক হিসাবেও তিনি সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনপাত করেন। এরূপ চরিত্রবান্ ধর্ম্মপরায়ণ ব্রহ্মচারী স্কুল কলেজে অধ্যয়নশীল হইলে পরীক্ষাতেও যে সর্ব্বোত্তম ফললাভ করেন তাহার সাক্ষ্য বিশ্ব-বিত্যালয়ের পরীক্ষা সমূহই দিয়া থাকে। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মানুষ যতখানি সুখশান্তি পায় তাহা কেবল ধর্ম্ম বলেই, যে ধর্ম্ম, চরিত্রের পূর্ণ বিশুদ্ধতারূপ ব্রহ্মচর্য্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে চৌর্য্য, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার প্রভৃতি-দ্বারাও তো অনেকে সুখশান্তি লাভ করিয়া থাকেন। এইসব

মতবাদীরা ভুলিয়া যান যে চোর, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক, লম্পট প্রভৃতিরও অনেক সদ্‌গুণ বা ধর্ম্ম থাকে যাহার বলে কতক পরিমাণে তাঁহারা সুখশান্তির অধিকারী হন; কিন্তু তাঁহাদের সদ্‌গুণসমূহের সহিত যদি ঐ সব অসদ্‌গুণ না থাকিত তবে তাঁহারা আরও সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারিতেন। ডাক্তার 'রাঃ' মদ্যপ বলিয়াই উত্তম আইনজীবী হন নাই; তিনি উত্তম আইনজীবী ছিলেন বলিয়াই মদ্যপতার দুঃখ ততটা পান নাই এবং তিনি মদ্যপ না হইলে আরও প্রভূত অর্থ আরও দীর্ঘকাল রোজগার করিয়া দেশসেবায় দান করিতে পারিতেন, আর তাঁহার আইন ব্যবসায়ও আরও উন্নত হইত। কি ব্যক্তিগত ভাবে, কি পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিকভাবে ধর্ম্ম জীবনের মূলভিত্তি ব্রহ্মচর্য্য পালনে আমরা সর্ব্বতোভাবে শারীরিক ও মানসিক কল্যাণই প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

(১৩) ব্রহ্মচর্য্য পালনে অসাধারণ শারীরিক ও মানসিক শক্তিলাভ।

স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে যে "will power" বা প্রবল ইচ্ছা শক্তির সবিশেষ প্রয়োজন তাহা Eugene Sandow তাঁহার "Strength and How to obtain it" গ্রন্থে বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন যে,

শারীরিক বলে "সংযম" করিলে হস্তীর ন্যায় বলশালী হওয়া যায়। "বলেষু হস্তিবলাদীনি", যোগসূত্র, ৩।২৪। অর্থাৎ বলে "সংযম" করিলে হস্তীআদির ন্যায় বল হয়। এই তথ্যই ব্যায়ামবীরেরা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং দেখাইতেছেন। "বীর্য্যং বলবর্দ্ধনানাং" (চরকসংহিতা, সূত্রস্থানম্, ৩০ অধ্যায়) অর্থাৎ বলবর্দ্ধন উপায় সকলের মধ্যে বীর্য্য সংরক্ষণ একটী শ্রেষ্ঠ উপায়। কলিকাতার ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (I. M. S.—Retired), শান্তিপুরের শ্যামসুন্দর গোস্বামী, কলিকাতার ভীমভবানী, গোবর (যতীন গুহ), প্রফেসার মোহন সি, আর, ডি, নাইডু, বাঙ্গালোরের প্রফেসার এম, ভি, কৃষ্ণরাও, মাদ্রাজের ডাক্তার ইউ, রাম, রাও (M. L. C.), প্রফেসার রামমূর্ত্তি, জেবিস্কো-জেতা জগজ্জয়ী পালোয়ান (world champion) গামা, টমাস ইঞ্চ (Thomas Inch), এডওয়ার্ড এ্যাষ্টন পালাম (Edward Aston Pallam), ড্যাঙ্ক (Dank), আমেরিকার লায়নেল ষ্ট্রং ফোর্ট (Lionel Strongfort,) এ্যান্টনী ম্যাটিসেক (Antone Matysek), প্রফেসার টিটাস (Prof. Titus) বার্ণার ম্যাকফ্যাডেন (Berner Macfadden), মূলার (Muller) প্রভৃতি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য ব্যায়ামবিদেরা তাঁহাদের ব্যায়াম চর্চ্চায় "will power" (দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি), "deep breathing" (দীর্ঘশ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ) এবং "concentration" বা মনের একাগ্রভাবের প্রাধান্য স্বীকার

করিয়াছেন। যোগশাস্ত্রের ধারণাধ্যানসমাধি সমন্বিত "সংযমের" ইহা অতি নিম্নাঙ্গ। P. H. Ling উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে ব্যায়াম চর্চ্চার Swedish system পাশ্চাত্য জগতে খুব প্রচলিত। মূলারের (J. P. Muller) "My System"এ খালিহাতে যন্ত্রসাহায্যবিনা যে উত্তম ব্যায়াম শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহাও খুব প্রচলিত। ইঁহারাও প্রকারান্তরে মনঃসংযোগ ও দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের সমর্থন করিয়াছেন। Sandow, Terry, Muller, Titus প্রভৃতি তাঁহাদের Systemএ will power ও deep breathing বা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও দীর্ঘশ্বাস গ্রহণের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ইঁহারা যে সমস্ত প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা প্রাণায়াম ধারণাদি যোগ সাধনার অতি নিম্নাঙ্গ। ব্রহ্মচারী হইয়া যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি সাধন যাঁহারা করিয়াছেন, তাঁহারাই যোগ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ধারণাধ্যান-সমাধিত্রয়যুক্ত সংযমের সাধনায় মানুষ ইহকালেই অসাধারণ দৈবীশক্তি সম্পন্ন যে হয় তাহা সাধকদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। যাঁহারা ধারণা ধ্যানাদিপরায়ণ তাঁহাদিগের ভিতর একটা অদ্ভূত শক্তির সৃষ্টি হয়। ইহাকেই ওজো শক্তি বা তপস্যার তেজ বলে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইহাকেই "Human Magnetism" বা মানবীয় চুম্বকশক্তি বলিয়া বুঝাইতে চাহেন। আমেরিকার বিখ্যাত hypnotist Prof.

Elmer Ellsworth Knowles ইহাকে "Personal Magnetism" (ব্যক্তি সম্বন্ধীয় চুম্বক বা আকর্ষণী শক্তি) বা "Vital force" (প্রাণ শক্তি) বলিয়াছেন। এই ওজোশক্তিই ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে শাস্ত্রবিখ্যাত ব্রহ্মতেজে পরিণত হয়। এই ওজো শক্তি বা তেজ যাহার যত বেশী সে ততো সুস্থ থাকে ; তাহার মনে ততোই বল থাকে। যম নিয়মাদি যোগ সাধনার দ্বারা ইহা সর্ব্বতোভাবে লাভ করা যায় এবং ইহার ফলে মহৎ কল্যাণ লাভ হয়। ছাত্র, শিক্ষক, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী সকলকেই এই শিক্ষা গ্রহণ করাইতে পারিলে দেশময় কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সব শিক্ষা দীক্ষা দুই চারি ছত্রে দুই চারি দিনে দিবার নয়। উপযুক্ত আচার্য্য বা শিক্ষকের নিকট দীর্ঘকাল ধরিয়া শিক্ষা ও সাধনা করা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। তাহা যাঁহারা না পারিবেন তাঁহারা স্বামী ধৰ্ম্মমেঘ আরণ্যের "যোগ সোপান," শ্রীবিনয় কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "ধৰ্ম্ম পরিচয়" শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "ব্রহ্মচর্য্য," নিগমানন্দ পরমহংসের "ব্রহ্মচর্য্য সাধন" এবং "যোগীগুরু", শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের "ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা" এবং "যোগ ও সাধন," শ্রীরঘুনন্দনের "ছাত্রজীবন", শ্রীমৎ মহানামব্রত দাসের "ব্রহ্মচর্য্যতত্ত্বজ্যোতিঃ", মহাত্মা গান্ধীর "A Guide to Health" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক উপকৃত হইবেন। যাঁহারা যোগ সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় বিশদরূপে জানিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীমৎস্বামী

হরিহরানন্দ আরণ্যকৃত "পাতঞ্জল যোগ দর্শন" (প্রাপ্তিস্থান—"ম্যানেজার, 'কাপিলমঠ', মধুপুর, E. I. R.") পাঠ করিলে পরম উপকৃত হইবেন। এই সব যাঁহারা না পারিবেন তাঁহারা শারীরিক উন্নতির জন্য অন্ততঃ আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে যথাসাধ্য সংযত হইয়া প্রতিদিন ব্যায়ামচর্চ্চা করিবেন এবং যথাসাধ্য যম (অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ বা ভোগত্যাগ—এই ৫টি যম) এবং নিয়ম (শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় বা ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ও শ্রীভগবানের নাম জপ, এবং ঈশ্বর প্রণিধান—এই ৫টি নিয়ম) পালন করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাতেও প্রভূত কল্যাণ হইবে।

(১৪) দেশীয় শরীর চর্চ্চার উপকারিতা; বিদেশীয় খেলাদির অপকারিতা।

ভারতীয় এবং বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য যেরূপ ভগ্ন হইয়াছে, তাহাদের দেহ যষ্টি যেরূপ কীটদষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষাই সর্ব্বপ্রথম চিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাস্থ্যভরা ললামমাধুরীর জীর্ণ কঙ্কালটুকু লইয়া বাঙ্গালী যে জীবন সংগ্রামে কেবল হটিয়াই যাইতেছে। উচ্চবর্ণ অপেক্ষা নিম্নবর্ণদিগের স্বাস্থ্য অনেক ভাল, কারণ তাঁহাদিগকে নানাভাবে শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে হয়। ইহাতে প্রকারান্তরে তাঁহাদের ব্যায়াম হয়। স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে হইলে উচ্চবর্ণের লোকদিগের হয় নিম্নবর্ণের

জীবিকা অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা ব্যায়াম চর্চ্চা করিতে হয়। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজনে উচ্চবর্ণের লোকদিগের কৃষি শিল্পাদি শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। ইহা না করিলে ব্যায়াম চর্চ্চা ছাড়া তাহাদের স্বাস্থ্যোন্নতির আর অন্য পথ নাই।

এই জন্য বালকবালিকা যুবকযুবতীদিগের ডন, বৈঠক, কুস্তি, যুযুৎসু, ডাম্বেল, মুগুর, প্যারালেল বারাদিতে ক্রীড়া, লাঠি ও অসি ছোরা খেলাদি সাহায্যে ব্যায়াম করার বিশেষ প্রয়োজন। ফুটবল খেলা ব্রহ্মচর্য্যের হানিজনক এবং গরীব ভারতবাসীর পক্ষে অতীব ব্যয়সাধ্য। ফুটবল খেলায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হয়,কারণ ইহা বলাতিরিক্ত ব্যসনে পরিণত হয়। চরকসংহিতা বলিয়াছেন—"অযথা বলমারম্ভঃ প্রাণোপরোধিনাং", সূত্রস্থানম্, ২৫।৪১ অর্থাৎ ঃ—প্রাণোপরোধী পদার্থের মধ্যে বলাতিরিক্ত কার্য্যারম্ভ শ্রেষ্ঠ। ঐ সংহিতা আরও বলিয়াছেন ঃ—"আয়াসঃ সর্ব্বাপথ্যানাম্।" চরকসংহিতা,সূত্রস্থানম,২৫।৪০। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অপথ্যের মধ্যে আয়াস (অতিরিক্ত পরিশ্রম) প্রধান। ফুটবল খেলোয়ারদিগের সহিত কুস্তিগীর, ডন, বৈঠক, যুযুৎসু, ডাম্বেল, মুগুরাদি খেলোয়ারদিগের তুলনা করিলেই ফুটবল খেলার অপকারিতা বেশ প্রতীয়মান হইবে। ফুটবল খেলায় যে অর্থ অপচয় হয় তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা বর্ষাকালে কলিকাতায় গড়ের মাঠেই দেখা যায়। ইহাও একরূপ নেশার ব্যসনে

পরিণত হইয়াছে। ফুটবল খেলায় চরিত্রের ও অনেক অবনতি হয় কারণ ইহাতে ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, ছলনা, কপটতাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির উত্তেজনা হয়। এই বৈদেশিক খেলা না খেলিয়া হাডুডু, চিবুড়ি, দাড়িকোট, গোল্লাছুট প্রভৃতি স্বদেশী খেলা ভাল। সন্তরণও একটী অত্যুত্তম এবং উপকারী ব্যায়াম। বাঙ্গালীর এ বিষয়ে কৃতিত্ব সাহেবদের অপেক্ষা অনেক বেশী। কোদালাদি দ্বারা মাটি কোপাইয়া গাছগাছালী জন্মান একটী সুন্দর ব্যায়াম। সুন্দর ফুলের ও রসাল ফলের রস মাধুরী চিত্তের মাধুর্য্য রসও বাড়াইয়া থাকে। কুড়ালী দ্বারা কাঠ ফাঁড়াও একটী সুন্দর উপকারী ব্যায়াম। ইহাদিগের দ্বারা গৃহস্থেরও যথেষ্ট লাভ হয়। ইহা Dignity of manual labour বা কায়িক শ্রমের মর্য্যাদা শিক্ষার একটী সুন্দর উপকরণ। উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে বর্ণ বৈষম্য ঘুচাইয়া সাম্য আনিতে কায়িক শ্রম অতীব ফলপ্রদ। এই জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার (Soviet Russia) সবাইকে শ্রমজীবী হইতে বলা হইয়াছে। ছাত্রদিগকে দলবদ্ধ করিয়া গ্রামের রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করান, খানা ডোবাদি গর্ত্তভরাট করান, জঙ্গল পরিষ্কার করান, প্রভৃতি কাজে লিপ্ত করিতে পারিলে দেশের ও গ্রামের প্রভূত মঙ্গলও হয়। শিক্ষকদিগকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের (আদি, ৩।১৮—১৯) "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিক্ষাণ না যায়।"—এই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে।

এই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা social service বা সমাজসেবা, manual labour বা কায়িক শ্রম, exercise বা ব্যায়াম, monetary gain বা আর্থিক লাভ, recreation বা বিশ্রাম (মানসিক) সব বেশ একাধারে হইতে পারে। মুক্ত বাতাস ও খোলা রৌদ্রে নগ্নশরীরে ব্যায়াম করা খুব হিতজনক। আলো ও বাতাস শরীরে খুব লাগাইতে শিক্ষা দিতে হইবে। কবি রবীন্দ্রের ভাষায় আমাদিগকে বলিতে হইবে—"বাতাস জল আকাশ আলো সবারে কবে বাসিব ভালো। হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে"। জল, আলো ও বাতাস আমাদিগের জীবন তুল্য। অধিকাংশ অসুখবিসুখ দূষিত জলবায়ু ব্যবহারের ফলে এবং স্বচ্ছন্দ আলোর অভাবে হয়। প্রকৃতির এই প্রধান তিনটী দানকে আমরা যে কিরূপ অপব্যবহার করিতেছি তাহা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর "Guide to Health" গ্রন্থে এ বিষয় বেশ আলোচিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষায় জল, আলো ও বাতাস যে কতখানি মূল্যবান্ তাহা ইহা হইতে কিছু হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই পুস্তক খানি প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষকের পড়া উচিত।

(১৫) স্বাস্থ্যরক্ষার মূলকথা।

পক্ষী রব করিতেছিল ঃ—"কোহ্রুক্, কোহ্রুক্, কোহ্রুক্।" ধন্বন্তরী উত্তর করিলেন ঃ—

"জীর্ণে হিতমিতভোজী শতপদগামী ব্যায়ামী।
অবিজিত মূত্রপুরীষী সোঽরুক্, সোঽরুক্, সোঽরুক্" ॥

অর্থাৎ :—ভুক্তান্ন জীর্ণ হইলে যে হিতকর ও পরিমিত ভোজন করে, আহারান্তে শত পদ ধীরভাবে যায় (Cf. "After dinner rest a while, after supper walk a mile" অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর এবং নৈশ আহারের পর এক মাইল ভ্রমণ কর), যে ব্যায়াম করে এবং যে মলমূত্রের বেগ ধারণ না করে, সেই অরোগী, সেই অরোগী, সেই অরোগী। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—"উপদ্রবাংস্তথা রোগান্ হিতজীর্ণমিতাশনাৎ।"—মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৭৩।৮। অর্থাৎ শারীরিক উপদ্রব ও রোগ সমূহকে হিত, পরিমিত এবং জীর্ণ হইলে পর কৃত এইরূপ আহারের দ্বারা দূর করিবে। ফলমূলাদি নিরামিষ সাত্ত্বিক আহারই কল্যাণপ্রদ। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিতেছেন :—"আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাঃ স্মৃতিঃ স্মৃতি লম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।"—৭ম প্রপাটক, ২৬ খণ্ড। অর্থাৎ :—আহার শুদ্ধি দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি বা বুদ্ধির নির্ম্মলতা হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ধ্রুবাস্মৃতি বা নিশ্চলা বৃত্তি অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধি হয় এবং ঐরূপ স্মৃতি লাভ হইলে গ্রন্থী সমূহের বা সংস্কার সমূহের ক্ষয় হইয়া মোক্ষ হয়। কিরূপ আহার শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক এবং পরম উপকারী সে সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"ওজস্করং শরীরস্য চেতসঃ পরিতোষদম্।
ধর্ম্মভাবোদ্দীপনং যৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
শরীরং চীয়তে যেন ক্ষীয়তে রোগ সন্ততিঃ।
সন্মতি র্জায়তে যস্মাৎ তৎ সুপথ্যতমং বিদুঃ॥
ইহামুত্র সুখং যস্মাৎ তদেবাশ্নন প্রযত্নতঃ।
আয়ুষ্কামেন হাতব্যং তদন্যদ্ গরলং যথা॥"

অর্থাৎ :—যাহা শরীরের ওজস্কর, চিত্তের পরিতোষকর ও যাহাতে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয় তাহাই সুপথ্যতম। যাহার দ্বারা শরীর বর্দ্ধিত হয়, রোগ সমূহ ক্ষয় পায় এবং যাহা হইতে সংমতি জন্মে তাহাই সুপথ্যতম। যাহা হইতে ইহ ও পর কালে সুখ হয় তাহাই যত্নপূর্ব্বক আহার করিয়া আয়ুর নিমিত্ত ভোজন করিবে; ইহা ছাড়া অন্য সমস্ত বিষের ন্যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের ভেদ দেখাইয়া বলিতেছেন :—

আয়ুঃ সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষ বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ৯
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামস প্রিয়ম্॥ ১০
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৭ অ, ৮—১০ শ্লোক।

অর্থাৎ :—আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক,

রসযুক্ত, স্নিগ্ধ (ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ যুক্ত), স্থির ও হৃদ্য আহার সকল সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। ৮। আর অতিকটু, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতিরুক্ষ, অতি বিদাহী, দুঃখশোক রোগপ্রদ আহার সকল রাজসিকগণের প্রিয়। ৯। আর যাতযাম, গতরস, পূতি, পর্য্যুষিত, উচ্ছিষ্ট ও অমেধ্য (দূষিত মাংসরূপ) যে খাদ্য, তাহা তামসিকগণের প্রিয়। ১০।

মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "Guide to Health" পুস্তকের ৫ম অধ্যায়ে বলিতেছেন :—"From this many scientists have concluded that man is intended to live, not on meat, not even on vegetables but chiefly on roots and fruits. Scientists have found out by experiments that fruits have in them all the elements that are required for man's sustenance." অর্থাৎ :— ইহা হইতে বহু বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মানুষ মাংসের দ্বারা, এমনকি শাকসব্জীর দ্বারা জীবন ধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট না হইয়া প্রধানতঃ ফলমূলের দ্বারা জীবন ধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছেন যে ফলের মধ্যে মানুষের জীবন ধারণের উপযোগী সমস্ত মূল পদার্থই আছে। Dr. Haig এবং Dr. Kingsford বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে আমিষ খাদ্য মানুষের ধাতুর উপযোগী নহে।

সমস্ত দিক্ বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে স্বাস্থ্য রক্ষার মূল কথা হইতেছে এই যে, সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার, পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, পরিমিত ভাবে আহার করিলে প্রায় অধিকাংশ রোগই হইবে না, বা হইলে সামান্য হইবে। পাশ্চাত্য ডাক্তারেরাও বলেন যে, প্রায় শতকরা ৯৫টী রোগ আহারের দোষের জন্যই হইয়া থাকে।

(১৬) নিরামিষ আহারের উপকারিতা।

কালের পরিবর্ত্তনে এই নিরামিষ আহারের দেশেও নিরামিষ আহারের উপকারিতা বোঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছে ; কারণ পাশ্চাত্যের অনেক কদর্য্য দোষের ন্যায় মৎস্য-লুব্ধতার সঙ্গে মাংস লোলুপতাও "মছলী খোর" বাঙ্গালীকে পাইয়া বসিতেছে। মাছ-মাংস খাইয়া বাঙ্গালী যতটা বাক্য-বীর বা তর্কবীর হইয়াছে ততটা যদি কর্ম্মবীর বা যুদ্ধবীর হইত, তবে বাঙ্গালী জগৎসভায় দুর্ব্বল বলিয়া হেয় হইত না। এই জন্য পৃথক্ করিয়া একটু নিরামিষ আহারের উপকারিতার কথা বলি।

বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ, চীন এবং জাপানের অধিকাংশ এবং স্কচ্, ইটালীয়ান্, আইরীশ এবং রাশিয়ানদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকের নিরামিষ আহারই প্রধান। চাইনীজ এবং জাপানীজদিগের প্রধান খাদ্য ভাত, আইরীশদিগের প্রধান খাদ্য গোলআলু, স্কচদের প্রধান খাদ্য

জইয়ের আটা (oat meal), ইটালীয়ানদের প্রধান খাদ্য ছিয়াই বা ময়দার কাই হইতে প্রস্তুত পিষ্টকবিশেষ (Macaroni) এবং রাশিয়ান ও অন্যান্য অনেক দেশের প্রধান খাদ্য রুটী। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জগতের অধিকাংশ লোকের প্রধান খাদ্য সাধারণতঃ নিরামিষ। ফলমূলাদি নিরামিষ আহারই যে প্রকৃত কল্যাণপ্রদ, তাহা বহু পাশ্চাত্য মনীষীও প্রমাণ করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং নানাবিধ প্রমাণ হইতে Dr. O. L. M. Abramowski, M. D. বলিতেছেন :—"I advocate fruit diet not only because man is a fruit eater, anatomically and physiologically, but because my experience as a patient and Physician has proved the beneficial influence of the natural food on healthy as well as sick people." অর্থাৎ :—ব্যবচ্ছেদ বিদ্যা ও শারীর স্থান বিদ্যা হিসাবে মানুষ কেবল ফলভোজী বলিয়াই আমি ফলাহার সমর্থন করি না; ইহা ছাড়া আরও কারণ এই যে, রোগী ও চিকিৎসকরূপে আমার অভিজ্ঞতা, সুস্থ ও রুগ্ন ব্যক্তির উপর স্বাভাবিক খাদ্যের (ফল ভোজনের) হিতকর প্রভাব প্রমাণিত করিয়াছে। Dr. Josian Oldfield বলেন, "To day there is the scientific fact assured that man belongs not to the flesh eaters but to the fruit eaters."

অর্থাৎ ঃ—আজিকালি এই বৈজ্ঞানিক তথ্য নিশ্চিত যে মানুষ মাংসভোজীর অন্তর্গত নহে, কিন্তু ফলভোজীর অন্তর্গত। বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ J. P. Muller বলেন ঃ—"Remember that whole meal bread, potatoes, vegetables (only steamed or very little cooked), raw fruits and nuts give one more strength and less gout than roast meat and beef steak with onions"—My System, p. 26. অর্থাৎ ঃ—মনে রাখিও যে ভূষিদার আটার রুটী, আলু, শাক, সব্জী (কেবল বাষ্পপক্ক বা খুব কম পক্ক বা সিদ্ধ), কাঁচা ফল ও বাদামাদি, পেঁয়াজ-যুক্ত শূল্য মাংস ও গোমাংস খণ্ড অপেক্ষা একজনকে অধিকতর শক্তি এবং স্বল্পতর গ্রন্থিবাত দেয়। খৃষ্ট শিষ্য বিখ্যাত St. Paul ও বলিয়াছিলেন ঃ—"But meat commendeth us not to God : for neither, if we eat, are we the better ; neither, if we eat not, are we the worse."—The First Epistle of Paul the Apostle to the Corinthians, ৪।৪ অর্থাৎ ঃ—মাংস আমাদিগকে ভগবানের নিকট ভাল বলিয়া সেফারিস্ করে না ; কারণ আমরা যদি উহা খাই তবে তাহাতে অধিক ভাল হই না ; আর যদি আমরা উহা না খাই তবে অধিক মন্দও হই না। পারস্য পুস্তক 'তেজকর্‌তোল আউলিয়া'র অনুবাদ 'তাপস মালা'য় আছে ঃ—মালেক দিনার দমস্কী (হোসেন বসোরীর সহচর) বলেন ঃ—

"আমি বিশ বৎসরের মধ্যে এক দিনও মাংস ভক্ষণ করি নাই; অথচ আমার বুদ্ধি দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর।"—তাপস মালা, ২য় ভাগ (৫ম সং), ২০ পৃঃ। বিখ্যাত সর্ব্ব-দেশীয় সাধুমহাপুরুষগণ ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মজীবন প্রতিপালনে এই সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বলিয়াছেন। * মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়ে, শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধে ১৭ অধ্যায়ে, বৃহন্নারদীয় পুরাণের ২২ অধ্যায়ে এ বিষয়ে যে বিধি নিষেধ আছে তাহা ইচ্ছা করিলে অনেকে দেখিতে পারেন।

অবশ্য এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে মানসিক সংযমই প্রধান; আহার কেবল ইহার সহায়ক। কিন্তু মনকে সংযত ও শুদ্ধ না করিয়া কেবল সাত্ত্বিক আহার করিলে শরীর অনেকটা তুলনায় ভাল থাকিবে বটে, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মজীবন লাভে ঐ আহার মাত্র বেশী সহায়ক হইবে না। সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে বা ধর্ম্মভাবে থাকিবার চেষ্টা মানসিক বা মনের ব্যাপার; সুতরাং আহারাদি শারীরিক বা শরীরের ব্যাপার দ্বারা মানসিক শুদ্ধতা বা ধর্ম্মভাব লাভ সম্পূর্ণ বা বেশী হইতে পারে না। মনোময় ধর্ম্মভাবের জন্য মানসিক আহার বা সচ্চিন্তারই ব্যবস্থার প্রয়োজন। পূর্ব্বোদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের "আহার শুদ্ধি" অর্থে এজন্য ইন্দ্রিয়ের

* এ বিষয়ে যাঁহারা আরও যুক্তি প্রমাণ চাহেন তাঁহারা মৎপ্রণীত "বিদ্যা-শিক্ষা ও সাধনা" নামক পুস্তক দেখিবেন।

দ্বারা বিষয় গ্রহণ না করাও বুঝাইয়াছে। ধর্ম্মজীবন লাভে মানসিক ভাব বলীয়ান্ হইলেও শারীরিক ব্যাপারও উপেক্ষনীয় নহে—এই কথা বুঝাইবার জন্য আমরা সাত্ত্বিক আহারের ও উপবাসের উপকারিতার কথা বলিতেছি। এখন আমরা উপবাসের উপকারিতার কথা বলিব।

(১৭) উপবাসের উপকারিতা।

আমাদের উদ্দেশ্য যখন বিদ্যা বা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য শরীর ও মন শুদ্ধ করা তখন অত্যধিক আহারের দ্বারা যখন ইহারা অশুদ্ধ ও দূষিত হইয়া পড়ে তখন তাহা হইতে বিরতির প্রশ্নই উঠে। বাঁচিবার জন্যই আমরা যখন খাই এবং খাওয়ার জন্য যখন বাঁচি না, তখন আহারকে এরূপ নিয়মিত করিতে হইবে যাহাতে ঐ বাঁচাটা বিড়ম্বিত না হইয়া পড়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতেরা সকলেই একবাক্যে আহার সংযমের প্রশংসা করিয়াছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুই বারের বেশী আহার্য্য গ্রহণ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে—ইহা বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ ও ব্যায়ামবীর J. P. Muller সাহেবেরই মত। একাদশীর উপবাস, অমাবস্যাপূর্ণিমার নিশিপালন যে খুব কল্যাণপ্রদ তাহা যাঁহারা পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সাক্ষ্য দিবেন। Count Leo Tolstoy বলিয়াছেন:—"Just as the first condition of a good life is self control, so the first condition

of a life of self control is fasting.—" Essays and letters, P. 78.। অর্থাৎ সজ্জীবনের প্রথম নিয়ম যেমন আত্মসংযম তদ্রূপ আত্মসংযমময় জীবনের প্রথম নিয়ম হইতেছে উপবাস। Chicago Universityর Physiologyর প্রফেসার, এ, জে, কার্লসন (A. J. Carlson) বৃদ্ধত্ব প্রতিরোধ করিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। উহা আর কিছুই নহে ঃ—উপবাস। তাঁহার Laboratory বা রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহে তিন জন প্রৌঢ় ব্যক্তি ১৫ দিন উপবাসের ফলে কিরূপ অদ্ভুত শক্তিসামর্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন ঃ—"They found the metabolic rate amazingly increased. Their tissues when they resumed eating consumed as much as those of youths of 15. In terms of basal metabolism their age was nearer 12 than 40." অর্থাৎ ঃ—তাঁহারা শারীরিক, রাসায়নিক শক্তি বিশেষ * পরিমাণকে বিস্ময়কররূপে বর্দ্ধিত দেখিলেন। তাঁহারা যখন পুনরায় ভোজন আরম্ভ করিলেন তখন তাঁহাদের দৈহিক উপদানসমূহ পনর বৎসর বয়স্ক যুবকেরা যে পরিমাণ জীর্ণ করিতে পারে সেই পরিমাণ জীর্ণ করিতে লাগিল। তলদেশীয় শারীরিক পুষ্টিসাধক ক্রিয়াবিশেষের হিসাবে তাঁহাদের বয়স ৪০

* Metabolism—শারীরিক যে ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা দেহের সজীব মূল পদার্থসমূহ রক্ত হইতে নিজ নিজ পোষণ বস্তু লয়।

বৎসর অপেক্ষা ১২ বৎসরের সন্নিকটতর হইয়াছিল। তিনি আরও বলিতেছেন ঃ—"We have established that fasting brings the tissues back to more youthful conditions though the precise mechanism by which the changes in the gastric secretions are induced is yet unknown." অর্থাৎ ঃ—আমরা ইহা সংস্থাপিত করিয়াছি যে উপবাস শারীরযন্ত্রসমূহকে পুনরায় অধিকতর যৌবনোপযোগী অবস্থায় আনয়ন করে, যদিও ঠিক যে যন্ত্রনির্ম্মাণপদ্ধতি দ্বারা পাকস্থল সম্বন্ধীয় রসনিঃসারণের পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হয় তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। বহুদর্শী ডাক্তার ডিওয়ের (Dr. Deway) fasting সম্বন্ধীয় গ্রন্থেও ইহার সমর্থন আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি সর্ব্বধর্ম্মেই এই উপবাসের ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনার দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহারের সঙ্গে সঙ্গে উপবাসও অবলম্বন করিতে হইবে। হিন্দুর "উপবাস" অবশ্য কেবল পাশ্চাত্য দেশের fasting মাত্র নহে। 'উপ' মানে শ্রীভগবানের সমীপে ; সুতরাং উপবাস মানে শ্রীভগবচ্চিন্তা দ্বারা ভগবৎ সমীপে বাস অর্থাৎ ভগবদ্ভাবে অবস্থান। বৈষ্ণবেরা এইজন্য ইহাকে "হরিবাসর" বলেন। শীল ও চরিত্র শুদ্ধ রাখিয়া শ্রীভগবানের চিন্তাদি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক আহার বিরতিই আর্য্য হিন্দু বা বৌদ্ধ উপবাস। এইরূপ

উপবাসের দ্বারাই শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ কল্যাণ সাধিত হয়।

(১৮) নিদ্রাসংযম।

ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্ম সাধনায় মনকে ও মস্তিষ্ককে সাত্ত্বিক গুণসম্পন্ন করিবার জন্য এবং দেহকে লঘু ও সুস্থ রাখিবার জন্য নিদ্রা বিষয়েও আমাদিগকে খুব সংযত হইতে হইবে। অতিরিক্ত নিদ্রায় তমোগুণ বৃদ্ধি পায়। আলস্য, জড়তা, অগ্নিমান্দ্য, শিরোরোগ, বাত ব্যাধি প্রভৃতি অতিরিক্ত ও অপরিমিত নিদ্রার অবশ্যম্ভাবী ফল। "আহার, নিদ্রা, ভয়, যতো বাড়াও ততো হয়।" ৺ প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের "The First Book of Reading"এ আছে—"If you wish to be stout and strong, get up at five, go to bed at nine, keep your skin clean, eat plain food, breathe pure air and play for some time at the end of school hours." অল্প কথার মধ্যে ইহা স্বাস্থ্যরক্ষার একটী অমূল্য উপদেশ। কয়জন শিক্ষক বা ছাত্র এই উপদেশ কার্য্যে পালন করেন? সাধারণতঃ ৯টা বা ১০টার সময় শুইয়া রাত্রি ৪টা বা ৫টার মধ্যে অথবা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করা প্রভৃত কল্যাণপ্রদ। প্রত্যূষের বাতাস শুদ্ধ, নির্ম্মল, সত্ত্বগুণবর্দ্ধক এবং শান্তিপ্রদ। সুশ্রুতসংহিতা, শারীরস্থান, ৪র্থ অধ্যায়ে

বলিতেছেন ঃ—"দিবানিদ্রা দেহের বিকার স্বরূপ অতি কদর্য্য কর্ম্ম। ইহাতে নিদ্রিত ব্যক্তির অধর্ম্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হয়। দোষের প্রকোপ হেতু কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ্দ (গায়ের কামড়ানি), অরুচি, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ জন্মে। রাত্রি কালেও জাগরণ করিলে বায়ু পিত্ত জন্য ঐ সকল উপদ্রবই জন্মে। অতএব রাত্রি জাগরণ ও দিবানিদ্রা বর্জ্জন করিবে। ইহারা উভয়েই দোষকর, অতএব পরিমিতরূপে নিদ্রা যাইবে। নিদ্রা পরিমিত হইলে দেহ অরোগ ও বলবর্ণযুক্ত হয়, স্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাবে থাকে, শ্রীমান হয়, মন প্রফুল্ল হয় এবং একশত বৎসর জীবিত থাকে।" তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন ঃ—"দিবা স্বপ্নং ন কুর্ব্বীত" অর্থাৎ দিবসে ঘুমাইবে না; "আয়ুক্ষয়ো দিবানিদ্রা"। শয্যার নিমিত্ত শক্ত ও অনাড়ম্বর বিছানাই প্রশস্ত। শয়ন বিলাসীদের বাত ব্যাধি অনিবার্য্য। অন্যের ব্যবহৃত শয্যাবিছানাদি কখনও ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ তাঁহাদের নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি থাকিতে পারে। শুদ্ধ ও শুচিমনে ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে শয়ন ও উত্থান শ্রেয়স্কর: কারণ দিবসের প্রথম ও শেষ চিন্তা আমাদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করে। ব্রহ্মচর্য্য পালনাদি দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপনে এই সব নিয়ম পালন না করিলে অগ্রসর হওয়া যায় না।

(১৯) বসনবিলাসত্যাগ।

শয়ন বিলাসের ন্যায় বসন বিলাসও ব্রহ্মচারী এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তির পরিহার্য্য। বসনভূষণে সাদাসিদা হইতে হইবে। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর বেশ ভূষা কিরূপ হইবে, তাহাদের আহার বিহার কিরূপ হইবে তাহার কিঞ্চিন্নমুনা উপনয়ন সংস্কারের পরই কয়েক দিনের নিয়ম পালনে দেখা যায়। বেদে ব্রহ্মচারিণীদিগেরও উপনয়ন সংস্কারের বিধান আছে। পাহাড়পুরে এবং দিনাজপুরের মণ্ডোরায় বহু প্রাচীন স্ত্রীমূর্ত্তির গলার যজ্ঞসূত্র আছে। ব্রহ্মচারীর এই নিয়ম ২৪ বা ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পালনীয়; আর ব্রহ্মচারিণীদিগের বিবাহ কাল পর্য্যন্ত পালনীয়। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাজসজ্জা, পোষাকপরিচ্ছদ যত ঢিলে, খোলা ও অল্প হয় ততই ভাল। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর একটী বিশিষ্ট বন্ধু বলিয়াছিলেন —"It is only India that knows how to honour great men in rags." অর্থাৎ ঃ—কেবলমাত্র ভারতবর্ষই ছিন্নবস্ত্র পরিহিত মহাপুরুষ দিগকে কেমন করিয়া সম্মান করিতে হয় তাহা জানে। ভারতের আদর্শ—মুনি, ঋষি, যতি, ব্রহ্মচারী, শ্রমণ, ভিক্ষুকের purest simplicity বা শুদ্ধতম সরলতা। গ্রীস সৌন্দর্য্যের উপাসনা করিয়াছিল; রোম ক্ষাত্রশক্তির আরাধনা করিয়াছিল। জার্ম্মানী নীট্শের (Nietzsche) আদর্শে "Will to power" বা শক্তি-

লাভ সঙ্কল্পের সাধনা করিয়াছিল; ফরাসী "intellectual honesty" বা বুদ্ধির সততার পূজারী; ইংরাজ তাহার "Sportsmanlike spirit" বা খেলোয়ার জনোচিতভাবের গর্ব্ব করে; আর ভারতের মূলমন্ত্র ঃ—"ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ", একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব প্রাপ্ত হও, "a will to sacrifice" ত্যাগের সঙ্কল্প, বা "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ", একমাত্র কৌপীনধারীই ভাগ্যবান্। ভারতের সনাতন আদর্শ ঃ—"সুরবরমন্দির তরুতল বাসঃ, শয্যাভূ-তলমজিনং বাসঃ। সর্ব্ব পরিগ্রহ ভোগ-ত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥" —শঙ্করাচার্য্যদেবের মোহমুদ্গর। অর্থাৎ ঃ—দেবমন্দিরে ও তরুতলে বাস, ভূতলে শয্যা, মৃগচর্ম্ম পরিধেয় এবং সর্ব্বপরিগ্রহ ভোগ-ত্যাগ, সুখের উপর কাহার না বিরাগ জন্মায়। সর্ব্বত্যাগরূপ কৌপীন মাহাত্ম্য কেবল ভারতেরই কলকণ্ঠ গাহিয়াছে ঃ—"বেদান্ত বাক্যেষু সদা রমন্তো ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ। অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ মূলংতরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ। কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"।—কৌপীন পঞ্চকম্। অর্থাৎ ঃ—বেদান্ত বাক্যে যিনি সদা রমণ করেন, ভিক্ষান্নমাত্রে যিনি তুষ্ট থাকেন এবং শোকহীন অন্তঃকরণে যিনি বিচরণ করেন এইরূপ কৌপীনধারী ব্যক্তিই ভাগ্যবান্। যিনি কেবলমাত্র তরুমূল আশ্রয় করেন, পাণিদ্বয়কে ভোজনের নিমিত্ত মাত্র

নিয়োজিত করেন না ও স্ত্রীকে কন্থার ন্যায় যিনি কুৎসা করেন, এইরূপ কৌপীনধারী ব্যক্তিই ভাগ্যবান্। ভারতের ছিল ইহাই mission বা প্রেরণা। জীর্ণ চীর পরিহিত St. Francis of Assisi, চাদরমাত্রাবৃত গ্রীক পণ্ডিত সোক্রেটীস্ (Socrates) সরল, সামান্য পোষাকপরিচ্ছদের মাহাত্ম্য দেখাইয়া গিয়াছেন। আর ভারতে কপিল, গার্গী, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, জাহ্নবা, রামানুজ, রামানন্দ, রামদাস, নানক, কবীর, রূপ, সনাতন, মীরাবাঈ, তুকারাম, তুলসীদাস, দাদু, রুইদাস, ত্রৈলিঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী, দয়ানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুনো রমানাথ, বিদ্যাসাগর, তিলক, অরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতি সহস্র সহস্র আচার্য্য শিক্ষক plain living and high thinking বা সাদাসিদে জীবনে উচ্চ চিন্তার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তোমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা হে ছাত্র, ছাত্রী, হে শিক্ষক, হে শিক্ষয়িত্রী তোমরা পালন করিবে না? অন্নহীন দেশে পোষাকের আড়ম্বর যে বিড়ম্বনারই রূপান্তর।

(২০) চা, ধূমপানাদি ত্যাগ।

বিলাসিতার আর একটী মায়া, মোহ ছাত্র ও শিক্ষক-মহলে আজকাল খুব প্রচলিত দেখা যায়। চা, কফি, পান, দোক্তা, জরদা, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, নস্যাদি আজকাল

অনেকেরই নিত্য প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মাতৃজাতির অনেকের মধ্যেও ইহার কতকগুলি বিষ ঢুকিয়াছে। ইহাদের ছদ্ম বিষের ক্রিয়ায় পেট, বুক ও মাথা যে কতজনের চিরজীবনের মত খারাপ হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য অনেক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসকই দিতেছেন। এই সমস্ত নেশার ফলে অধিকাংশ ব্যক্তিই কুক্রিয়াসক্ত হইয়া থাকেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার "Guide to Health"এর ৩৮ পৃষ্ঠে বলিতেছেন "It is also a matter of common experience that smokers are often tempted to commit all sorts of crimes." অর্থাৎ :—ইহা সাধারণ অভিজ্ঞতার বিষয় যে ধূমপানকারীরা সর্ব্ববিধ পাপকার্য্য করিতে অধিকাংশ সময় প্রলুব্ধ হয়। Horace Greeley বলিয়াছেন, "When a man begins to smoke he immediately becomes a hog" অর্থাৎ :—যখন কোনও মানুষ ধূমপান করিতে আরম্ভ করে সে তৎক্ষণাৎ শূকর হইয়া দাঁড়ায়। কাউণ্ট লিও টলষ্টয় (Count Leo Tolstoy) বিশ্বাস করিতেন যে মদের প্রভাব হইতেও তামাকের প্রভাব সূক্ষ্ম ও দুর্নিবার। তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামক একপ্রকার বিষ আছে; তাহাতে শরীর খুবই খারাপ করে। সংযম ব্যতিরেকে ধর্ম্মপথে উন্নত হওয়া যায় না। শরীরের ও মনের হানিকর এই সব নেশায় সংযম অবলম্বন করা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মদ্যপ

সর্ব্বত্রই নিন্দিত ও ঘৃণিত। কিন্তু চাখোর ও তামাক খোর সমাজের ছাড়পত্র পাইয়াছে। যে সমাজ, যে পরিবার চা ও তামাককে 'ভদ্রতার অঙ্গ' করিয়াছেন তাঁহারা যদি ভদ্র তবে অভদ্র কি চা ও তামাক ত্যাগীরা?

(২১) কাম দমন ও শুক্রধারণ।

সাধন শাস্ত্র ও সাধক সাধুমহাপুরুষেরা এক বাক্যে কামকাঞ্চন ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনার প্রধান অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আজিকালিকার কিশোর কিশোরী ও যুবক যুবতী মহলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বড় বেশী। ইহাদের ষড়রিপুর মধ্যে কাম রিপুর প্রাবল্য বড়ই লক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্মের প্রধান ও প্রাথমিক সোপান ব্রহ্মচর্য্যপালনে যে বীর্য্য লাভ হয় সেই বীর্য্য বা শুক্র প্রায় সমস্ত ছাত্রই অস্বাভাবিক উপায়ে ক্ষয় করিতেছে। হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুনাদি নিদারুণ পাপ যে কত লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে এবং শত শত শিক্ষককে করাল কবলে পিষ্ট করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ছাত্রদিগকে এই মহা ধ্বংস হইতে রক্ষা না করিলে আর কোন কল্যাণ নাই। স্কুল কলেজের দুর্নীতির আবহাওয়ায় আশঙ্কা হয় যে ছাত্রীদিগের মধ্যেও এই জাতীয় প্রচ্ছন্ন পাপ পাছে ঢোকে। ইহার একমাত্র ঔষধ ব্রহ্মচর্য্যের ব্রতকথা প্রত্যেকের নিকট প্রচার

করা। একবিন্দু শুক্র বহুবিন্দু রক্তের সার পদার্থ। এই বিন্দু বা শুক্রক্ষয়েই মৃত্যু। "মরণং বিন্দু পাতেন, জীবনং বিন্দু-ধারণাৎ।"—শিব সংহিতা। দত্তাত্রেয় বলিতেছেন—"যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি। আত্মক্ষয়ো বিন্দুহানাদ-সামর্থ্যঞ্চ জায়তে।" অর্থাৎ শুক্রপাতেই মরণ আর শুক্র ধারণেই জীবন। সঙ্গম করিলে তাহার শুক্র নষ্ট হয় এবং আত্মক্ষয় ও অসামর্থ্য জন্মে। Dr. Nicholas লিখিয়াছেন—"The suspension of the use of the generative organs is attended with a notable increase of bodily and mental vigour and spirited life." অর্থাৎ—জননেন্দ্রিয় সমূহের ব্যবহার বিরামে শারীরিক ও মানসিক তেজের এবং শক্তিময় জীবনের সবিশেষ বৃদ্ধি হয়। Dr. Lewes লিখিয়াছেন:—"All eminent physiologists agree that the most precious atoms of the blood enter into the composition of the semen." অর্থাৎ:—সমস্ত বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন যে রক্তের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ অণুসমূহ শুক্রনির্ম্মাণে প্রযুক্ত হয়। Dr. Falarette লিখিয়াছেন:—"Debility of intellect and specially of the memory characterises the mental alienation of the licentious." অর্থাৎ বুদ্ধির, বিশেষতঃ স্মৃতি শক্তির দৌর্ব্বল্য, লম্পট-দিগের মানসিক বিচ্যুতি নির্দ্দেশ করে। Glasgow

Universityর Physiology'র (শারীর স্থান বিদ্যার) বিখ্যাত প্রফেসার John G. M. Kendrick বলিয়াছেন—"The illicit satisfaction of nascent passion is not only a moral fault, it is a terrible injury to the body." অর্থাৎ ঃ—বর্দ্ধনশীল (নবযুবক যুবতীদিগের) কামরাগের অবৈধ বা নিষিদ্ধ তৃপ্তি সাধন কেবল যে নৈতিক দোষ তাহা নহে; ইহা শরীরের ভয়ানক ক্ষতিকারক। এই শুক্র বা সারধাতু যে কি মূল্যবান্ পদার্থ, ইহার রক্ষণ ও ধারণাতে যে কি মহৎ কল্যাণ সাধিত হয় তাহা কিশোর কিশোরী, যুবক যুবতী ও ছাত্র ছাত্রীদিগকে বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। শিব সংহিতায় মহাদেব বলিয়াছেন ঃ—

"সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিধ্যতি ভূতলে
যস্য প্রসাদান্মহিমা মমাপ্যেতাদৃশোভবেৎ॥"

অর্থাৎ ঃ—যাহার প্রসাদে আমার এতাদৃশ মহিমা সেই মহারত্নরূপ বিন্দু বা শুক্র ধারণ সিদ্ধ হইলে এই ভূতলে কি না সিদ্ধ হয়? এই সমস্ত কথা ছাত্রছাত্রীদিগকে শুনাইতে হইবে। পিতা, মাতা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, অভিভাবক, অভিভাবিকা সকলকেই লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া উহাদের রোগ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রকৃত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনুসংহিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে—"ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিত। কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি

ব্রতমাত্মনঃ"।—২।১৮০। অর্থাৎ ঃ—কদাচ রেতঃ ক্ষরণ করিও না। কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় তাঁহারা সন্তান, ছাত্র-দিগকে বলিবেন—

"রেতো নাবকিরেজ্জাতু ব্রহ্মব্রতধরঃ স্বয়ম্।
অবকীর্ণেঽবগাহ্যাপ্সু যতাসুস্ত্রিপদাং জপেৎ॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।১৭।২৫।

অর্থাৎ ঃ—ব্রহ্মব্রতধর বা ব্রহ্মচারী কখনও রেতঃপাত করিবেন না; উহা স্বয়ং স্খলিত হইলে জলে অবগাহন বা স্নান করিয়া প্রাণায়ম পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবেন। শাস্ত্রকারগণ এসব কথা বলিতে লজ্জা করেন নাই; সাধু-মহাপুরুষেরাও করেন না। আমরা লজ্জা করিব? যে দেশের মাতাও পুত্রকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন সে দেশে এই দুর্ব্বলতার লজ্জা কি লজ্জাকর নহে? মাতা ময়নামতী পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন।

"পন্তের ১ সম্বল লাগি কি ধন রাখিবা
রতন ২ খুশিয়া ৩ গেলে হাড়াইবা প্রাণ॥

* * * *

সেই দিন ঘরিণী ৪ তুঞ্চি ৫ না করিবা উল্লা ৬॥
উল্লা ৬ কৈলে ঘাগুরি ৭ দণ্ডেক পাইবা সুক ৮।
শিশু ছাওাল ৯ নিয়া শরীরে হইব রোগ ॥

অখনে না বুঝ রাজা বুঝিবা পহ্নামে ১০ ।
শুকনায় ডুবিব নৌকা মনের ভরমে ১১ ॥
কচুপাতার জল যেন করে টলমল ।
তেন মতে যাবে তোহ্মার ১২ যৌবন সকল ॥
নল খাগ কাটীলে যে হেন পড়ে পানী ।
তেন মত হইব বাপ তোহ্মার জোওানি ১৩ ॥

—ভবানী দাসের ময়নামতীর গান ।

প্রত্যেকের নিজ জীবনের এত বড় একটা সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার-কে ধামা চাপা রাখিবার মতটা একান্তই অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতা প্রসূত। কোন কোন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের চিরকুমার প্রধান শিক্ষকের বা অন্যান্য শিক্ষকদিগের এবং অনেক কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপকদিগের এইরূপ ধামা চাপা দিবার বুদ্ধি আছে। তাঁহাদের এই ধামা চাপা দিবার প্রবৃত্তিটা বর্ত্তমান Psycho-analysis বা মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণপ্রণালীও সমর্থন করে না। এই জন্য কিছু দীর্ঘ হইলেও তাঁহাদের একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতের উক্তি উদ্ধৃত করিলাম। T. W. Mitchell, M. D. বলিয়াছেন—"Perhaps the most

১ পন্তের = পথের। ২ রতন = শুক্র। ৩ খুশিয়া = খসিয়া। ৪ ঘরিণী = ঘরণী। ৫ তুহ্মি = তুমি। ৬ উল্লা = সহবাস। ৭ ঘাগুরি = ভুক্ত-ভোগী (?)। ৮ সুক্ = সুখ। ৯ ছাওাল = ছেলে। ১০ পহ্নামে = পরিণামে। ১১ ভরমে = ভ্রমে। ১২ তোহ্মার = তোমার। ১৩ জোওানি = যৌবন।

important error to be avoided is the inculcation of excessive shame concerning any of the bodily organs or functions. The close connection between the organs of excretion and those of reproduction and between the impulses associated with these functions in childhood and those of normal adult sexual life, leads to an extension of the feeling of shame until every thing sexual, even the word itself, comes to be regarded as shameful or disgusting. How widespread is this result of our traditional training needs no demonstration. It is an integral part of the cultural life of our time. And yet, if we can bring ourselves to consider the matter dispassionately, it must seem strange that grown up people should feel (p. 166.) abashed at any reference to what lies behind so much of human life.

The evil effects of this attitude are not commonly realised.…For the repressions of childhood are continued into adolescence with unabated force and the oversensitive shrinking from the facts of life, which is the natural out-

come of childhood's training, is reinforced by the conspiracy of silence on these matters which is entered into by those whose duty it should be to guide and to instruct. The victims of this conspiracy often bitterly reproach their parents and educators for having failed to prepare them for what life was to bring. But the parents and educaters are the victims of the same tradition; they themselves suffer from the very repressions which their training tends to perpetuate."—The Psychology of Medicine by T. W. Mitchell, M.D. pp. 166—167. অর্থাৎ:—শারীরিক ইন্দ্রিয়সমূহের বা তাহাদের কার্য্যকলাপের কোনও কিছু সম্বন্ধে অত্যধিক লজ্জার সংস্কারই বোধ হয় বর্জ্জনীয় সর্ব্বপ্রধান ভ্রম। মলনিঃসারণ ও প্রজনন ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত এবং বাল্যের ও বয়ঃস্থের স্বাভাবিক কাম-জীবনের ক্রিয়া-কলাপের উত্তেজনার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঐ লজ্জা বোধকে বর্দ্ধিত করে যে পর্য্যন্ত না যাহা কিছু কাম সম্বন্ধীয়, এমন কি ঐ শব্দটী পর্য্যন্ত, লজ্জাকর ও কদর্য্য বলিয়া বিবেচিত না হয়। পরম্পরা ক্রমে আমাদের শিক্ষার এই ফল যে কত বিস্তৃত তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা আমাদের সময়ের সভ্য জীবনের একটা অক্ষুণ্ণ অংশ। অথচ আমরা যদি পক্ষপাতশূন্য ভাবে এবিষয়ে

চিন্তা করিতে পারি তবে ইহা অবশ্যই আশ্চর্য্য বোধ হইবে যে এতখানি মানব-জীবনের পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিতে পূর্ণবয়স্কেরা লজ্জিত হইবে। এই ভাবের কুফল সমূহ সাধারণতঃ উপলব্ধ হয় না।...কারণ বাল্যকালের শাসন সমূহ কিশোরাবস্থায়ও অপ্রশমিত শক্তিতে চালিত হয় এবং বাল্যকালের শিক্ষার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ জীবনের ঘটনাবলী হইতে অতি লজ্জাশীল সঙ্কোচ এই সমস্ত বিষয়ে নীরবতার ষড়যন্ত্র দ্বারা পুনঃ প্রবলীকৃত হয় তাহাদের দ্বারাই, যাহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে চালনা করা ও শিক্ষা দেওয়া। এই চক্রান্তের বধ্য বা বিড়ম্বিত ব্যক্তিরা অনেক সময় জীবনে যাহা আনিতে হইয়াছিল তাহার জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিতে ত্রুটী হওয়ায় তাহাদের পিতামাতা ও শিক্ষকদিগকে কটুভাবে তিরস্কার করে। কিন্তু ঐ পিতামাতা ও শিক্ষকগণ ওই একই প্রকার বধ্য বা বিড়ম্বিত ব্যক্তি; তাঁহারা নিজেরাই ঠিক সেই সমস্ত দমন সমূহ হইতে কষ্ট পাইতেছেন যাহা তাঁহাদের শিক্ষা চিরস্থায়ী করিতে প্রবৃত্ত।

হস্তমৈথুনাদি বিষময় বিষম পাপ ছাত্রমহলে যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে তাহা অতীব ভয়াবহ। ইহার একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র প্রকৃত বিদ্যার উন্মেষার্থে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার অনেক কদর্য্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-হীনতা বা ধর্ম্মহীনতা রূপ শিক্ষাবিষ ভারতবাসীর অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিতে বসিয়াছে। আধুনিক ছাত্রদিগের ভগ্নস্বাস্থ্য,

morbid constitution (অস্সুস্থ শরীর), নষ্টচরিত্র দেখিলে মন বেদনাতুর হইয়া উঠে, হৃদয় আতঙ্কে ভরিয়া উঠে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংবাদ (Health Reports) অনুযায়ী প্রত্যেক ৩টী ছেলের মধ্যে ২টীর স্বাস্থ্য খারাপ। আমি খুব বিশেষ ভাবেই জানি যে ছাত্রমহলে ৮।১০ বৎসর বয়স্ক বালক হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত যুবকের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই হস্তমৈথুনাদি কুক্রিয়াসক্ত এবং অনেকে, বিশেষতঃ কলেজের ছাত্রেরা, বেশ্যাগমন পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। Mr. H. C. Mukherji M. A. Ph. D. (Inspector of Colleges, Calcutta University) ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে Senate House হইতে 'কাপিল মঠে' * লেখেন :—"I was informed on unimpeachable medical authority that 70 to 75 per cent venereal cases treated in the outdoor dispensaries of Calcutta are contracted by students of higher school classes and of colleges. অর্থাৎ :—দোষারোপাতীত চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমি জানিয়া ছিলাম যে কলিকাতার বাহ্য চিকিৎসালয় সমূহে যে সমস্ত সঙ্গম বা উপদংশ সম্বন্ধীয় অবস্থা চিকিৎসিত হয় তাহার শতকরা ৭০ হইতে ৭৫ ভাগ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের

* আমি তখন মধুপুরে ঐ 'কাপিল মঠে' এবং আচার্য্য স্বামীজীর সহিত পরামর্শ করিয়া পত্রোত্তর আমিই দিই।

ছাত্রদের দ্বারা কৃত। হায় রে সর্ব্বনাশ! বিদ্যালয় ছাত্র, এই কি তোমার নারকীয় পরিণতি, প্রাণঘাতী পিশাচবৃত্তি! বাঙ্গলার বনভবনের কুসুমচয় পাপড়ীতে পাপড়ীতে কীটদষ্ট! বাঙ্গলার বংশদুলাল বংশের বুকে বুকে একি অভিশাপের, জীবন্ত নরকের কালানল জ্বালিয়া দিল! আর বাঙ্গলার বংশদুলালী ছাত্রীদল? ছাত্রমহলে পাপের সংক্রামক আবহাওয়া যখন এত প্রবল তখন ওই প্রাণক্ষয়কারী যক্ষ্মাবীজ যে পরিবারের, সমাজের আকাশ বাতাস ভরপূর করিয়া ছাত্রীমহলেও প্রবেশ করিবে—ইহা নিশ্চয়! আশঙ্কা হয় ছিন্নমস্তা মায়েরা বুঝিবা নিজের রুধির পানেই উন্মাদিনী হইয়া উঠিতেছে! মরুর বুকে করুণা নির্ঝরিণীর অস্তিত্ব যদি বিলুপ্ত হয় তবে সাহারার হাহাকারে শস্যশ্যামলা বাঙ্গলা মরা মরুর অভিশাপে ধূধূ করিবে। ওগো বাঙ্গলার শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, জনক জননী, নরনারী, তোমাদেরই চোখের উপর, একেবারে কোলের মাঝে এই শ্মশান মরণের প্রেত অভিনয় আর কত দেখিবে? ছারখার করা এই কালানল, এই কামানল কে নিভাইবে? ছাত্রদিগের এই বিষম বিষ, তীব্র হলাহল কোন্ নীলকণ্ঠ দূর করিবেন? এই Hopeless band বা নিরাশ দলের বিরুদ্ধে একদল 'Band of hope' বা আশাপূর্ণ দল চাই। ভারতের সনাতন সাধনা তাঁহাদিগকেই ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণী বলিয়াছে। এক দল খাঁটী ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর দল ভারত এখন চায়—ব্রহ্মচর্য্যই তাহাদের ব্রত, ব্রহ্মচর্য্যই তাহাদের

সাধনা, তপস্যা; ব্রহ্মচর্য্য তাহাদের—শাক্তের কামরূপ, কামাখ্যা; মুসলমানের মক্কা, মদিনা; খৃষ্টানের বেথ্‌লেহাম, জেরুজালেম; শৈবের বারাণসী; বৌদ্ধের কপিলবাস্তু, লুম্বিনী, কুশীনারা, রাজগীর, বোধিদ্রুম; বৈষ্ণবের নদীয়া, বৃন্দাবন; সর্ব্বধর্ম্মের কুম্ভ মেলায় হরিদ্বার, প্রয়াগ; কর্ম্মজ্ঞানভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম; ভুবনমঙ্গল মহাউদ্ধারণ লীলায় মহাসঙ্কীর্ত্তন।

(২২) সদ্‌গ্রন্থপাঠরূপ সৎসঙ্গে ভাবের বোধন। কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থ।

বিদ্যার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে ধর্ম্মপ্রাণ সাধক ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারিণীর, সিদ্ধ মুনি, ঋষি, যোগীর জীবন বেদ এবং সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধু মহাপুরুষদিগের জীবনচরিত, কথামৃত, বেদবাণী, আপ্তবাক্য, Inspired talks (অনুপ্রাণিত বাক্যাবলী) Holy messages (পবিত্র সংবাদসমূহ) প্রভৃতি মনোযোগপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে হইবে। ইহাকেই শাস্ত্র-স্বাধ্যায় আখ্যা দিয়াছেন, যাহা সাধকের নিত্য সহচর পরম কল্যাণমিত্র। সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফল কিছুদিন নিয়মমত পাঠ করিলেই উপলব্ধি করা যাইবে। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নাটক নভেল উপন্যাস নবন্যাস বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন "নভেল নাটক ছুঁইতে দেওয়া উচিত নয়"—ভারতীয় নারী, ৮৪ পৃঃ। নাটক, নভেল, থিয়েটার, বায়স্কোপ

(এক ঘায় বাইশ কোপ ?) 'টকি' যে কত যুবক যুবতীর সর্ব্বনাশ করিয়াছে ও করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঘরে অন্নাভাব, গ্রাসাচ্ছদনের অভাব, জঠরাগুণ নিভাইতে ও লজ্জা নিবারণ করিতে; কিন্তু 'টকি' দেখিতে অর্থাভাব হয় না। উন্মাদ! তোমার এক নাম 'টকী' দর্শক। পেটে হাহাকার, প্রাণে হাহাকার, সংসারে দাবানল, শত দেনার নাগপাশে দেহমন আড়ষ্ট, পিষ্ট, জীবন্মৃত, তবুও নেশাখোর নেশার বিষে প্রাণের বিষ ঢাকিতে যায়! আহাম্মক টকী নেশাখোর! মদেও স্ফূর্ত্তি আছে! কিন্তু পরিণাম! সহস্র জ্বালার দাবদহন দেহে মনে প্রাণে জীবনে! এইজন্য রাশিয়ার মনীষী টলষ্টয় বলিয়াছেন :—"I can no longer pursue amusements which are oil to the fire of amorous sensuality—the reading of romances, and the most of the poetry, listening to music, attendance at theatres and balls,—amusements that once seemed to me elevated and refining, but which I now see to be injurious."—My Religion by Count Lyof N. Tolstoy (Translated by Huntington Smith), p. 251. অর্থাৎ :—উপন্যাসসমূহের ও অধিকাংশ কবিতাসমূহের অধ্যয়ন, সঙ্গীত শ্রবণ, থিয়েটার ও নাচের মজলিস—এই সমস্ত আমোদসমূহ, যাহা এক সময়ে আমার নিকট উন্নত ও নির্ম্মলকারক বলিয়া

বোধ হইয়াছিল কিন্তু যাহা এখন আমি ক্ষতিকারক দেখিতেছি—কামজ ইন্দ্রিয় আসক্তিরূপ আগুণে তৈলের ন্যায় সেই সমস্ত আমোদসমূহ আর আমি অনুসরণ করিতে পারি না। বিখ্যাত দার্শনিক শোপেনহাবার বলিয়াছেন যে মানুষে যে এত আমোদপ্রমোদ বিলাসিতায় মত্ত হয়, তাহার কারণ "Vacuity of soul" বা আত্মশূন্যতা। (The Wisdom of Life, by Schopenhaur Chapt. II. p. 24 দ্রষ্টব্য।) উচ্চ দিব্য আদর্শ পূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ পাঠে মন নিবিষ্ট হইলে এই সমস্ত নিকৃষ্ট উপন্যাসাদিতে আর নেশা জমিবে না। ভাবের নেশা নাই বলিয়াই তো আজ অভাবের নেশা প্রাণমন জুড়িয়া বসিয়াছে। আত্মভাবের প্রাণ-পিপাসা নাই বলিয়াই তো আত্মহত্যার পিপাসা ভূতের মতন ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। আত্মভাবের প্রাণদবোধন সদ্‌গ্রন্থের পত্রে পত্রে কত না রেখাপাতে উজ্জ্বল, উদ্দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ভাবান্ধ! একবার চোখ খুলিয়া দেখ। নিম্নে কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থের নাম দিলাম যাহা অধ্যয়ন করা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য এবং যাহা পাঠ করিলে প্রত্যেকেই প্রভূত কল্যাণ লাভ করিবেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ছাত্রছাত্রীদিগের উপযোগী হইলেও স্কুল সমূহের ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় জন্মান সঙ্গত।

বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ. মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্‌ ভাগবতাদি পুরাণ, সংহিতা, গীতা, চণ্ডী. কোরাণ, বাইবেল,

ধম্মপদ, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শিশির ঘোষের অমিয় নিমাই-চরিত, বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী, রামকৃষ্ণসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী ও উপদেশ, বারদীর ব্রহ্মচারী, ত্রৈলিঙ্গ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির জীবনী ও বাণী, শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থাবলী, গুরুগ্রন্থ সাহেব, নাভাজীর ভক্তমাল, তাপসমালা (পারস্যপুস্তক তেজ করতোল আউলিয়ার বঙ্গানুবাদ), তত্ত্বরত্নমালা (পারস্য পুস্তক 'মন্তেকোওয়র' ও 'মস্‌নবি মৌলবী রোম' হইতে সঙ্কলিত), বিষাদসিন্ধু, কবীর তুলসীদাস ও মীরাবাইয়ের দোঁহাবলী, রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের নীলাচলে ব্রজমাধুরী, গম্ভীরায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী, অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ, কেশব সেন মহাশয়ের জীবনবেদ ও বক্তৃতাবলী, যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী, বেদান্তদর্শন, মধুপুরস্থ কাপিলমঠের পাতঞ্জল যোগদর্শন, যোগসোপান, ধর্ম্মচর্য্যাদি গ্রন্থাবলী, Sir Arthur Conan Dyle এবং Sir Oliver Lodgeএর Spiritualism সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী, সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা, জন্মান্তর রহস্য, যোগ ও সাধনা, Of the Imitation of Christ, Meditations of Marcus Aurelius (ইংরাজী) অথবা সম্রাট মার্কাস অরিলিয়াস আণ্টোনী নামের আত্মজীবনী (মূল গ্রীক হইতে শ্রীরজনীকান্ত গুহ কর্ত্তৃক বাঙ্গালায় অনূদিত), C. F. Andrewsএর To The Students, লালা লাজপত রায়ের The Problem

of National Education in India প্রভৃতি, মহাত্মা গান্ধীর সাপ্তাহিক Young India, আত্মকথা (শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত) প্রভৃতি জীবনী ও উপদেশ এবং খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত গান্ধীসাহিত্যসমূহ (শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের অনুবাদ), R. W. Trineএর In Tune with the Infinite, Sister Niveditaর Religion and Dharma, Studies from an Eastern Home, Cradle Tales of Hinduism, My Master as I saw him, Footfalls of Indian History, C. W. Leadbeaterএর On the other side of Death অথবা ইহার বঙ্গানুবাদ 'পরলোক' by শ্রীহরিদাস বিদ্যাবিনোদ, রমেশচন্দ্রের Ancient India, ম্যাক্স্ মুলারের India—what can it teach us? যোগী রামচরকের 'Hatha Yoga or the Yogi Philosophy of Physical well being' ও তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থাবলী (published by Yogi publication society, (Masonic Temple, Chicago, Ill.), অরবিন্দ এবং প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের গ্রন্থাবলী, বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্ম্ম-প্রবন্ধাদি, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি, বোলপুর ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের 'শান্তি নিকেতন' পুস্তিকাবলী, শরত চক্রবর্ত্তীর স্বামী শিষ্য সংবাদ, সাধুনাগ মহাশয়, জীবনীসংগ্রহ, শতজীবনী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর শ্রীশ্রীসদ্গুরুপ্রসঙ্গ (৪ খণ্ড)

Richard A. Armstrongএর God and the soul, Joseph Mazziniর The Duties of Man, Carlyle, Emerson, Ruskin, Kingsley, Morris, Count Leo Tolstoy প্রভৃতির গ্রন্থাবলী, Smilesএর Essays, যদুনাথ সরকারের শিবাজী, চৈতন্য, বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ীর সম্রাট আকবর, মহাভারতমঞ্জরী, Rhys Davidsএর 'Dialogues of Buddha' Edmund Holmesএর 'The Creed of Buddha' প্রভৃতি বুদ্ধ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী, সত্যচরণ শাস্ত্রীর শিবাজীর জীবনচরিত, প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্ঞান ও কর্ম্ম, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু ও কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রবন্ধাবলী এবং সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বপ্রকারের সাধু মহাপুরুষের জীবনী ও বাণী। আমার প্রণীত "জাতিকথা", "পরশমণি" "শুদ্ধামাধুরী" "পল্লীবোধন" "শ্রীশ্রীজগবন্ধুদর্শন" এবং "বিদ্যা-শিক্ষা ও সাধনা" প্রভৃতি পুস্তক পাঠেও ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী শিক্ষকেরা যে প্রভূত উপকৃত হইবেন—ইহা আমার এবং অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস। এই সমস্ত পুস্তক হইতে ছাত্রদিগকে কিছু কিছু অংশ সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। শিক্ষক মহাশয়েরা ও শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ারা নাটক নভেল না পড়িয়া এগুলিও যদি গলাধঃকরণ করেন তবে mental dyspepsia বা মানসিক মন্দাগ্নির হাত এড়াইতে পারিবেন, কারণ এগুলি tonic বা বলকারী ঔষধ। বিজ্ঞাপনের

আড়ম্বর নাই, খাইয়া দেখুন। বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থাদির নাম করা গেল না।

রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের মধ্যে একাধারে সর্ব্বশিক্ষা ও উপদেশ নিহিত আছে যাহার দ্বারা আত্মার বা আমাদের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যুগযুগান্ত ধরিয়া রামায়ণ মহাভারত হিন্দুর আধ্যাত্মিক খাদ্য যোগাইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যোগাইবে। Rev. C.F. Andrews, Young Indiaতে (১১।১২।১৯২৪ তারিখের) লিখিয়াছেন— "These two great Epic poems (The Ramayan and the Mahabharat) have probably done more to cheer the hearts and keep up the courage and dignity of manhood and womanhood among millions of simple Indian people than any other Indian poetry. Even today they form the staple of education for countless members of the village folk, who can neither read nor write but can learn the Ramayan by heart and rejoice in the recitation of the Bhagabatgita." অর্থাৎ :— এই দুইখানি মহাকাব্য (রামায়ণ ও মহাভারত) অন্য কোনও ভারতীয় কাব্য হইতে কোটী কোটী সরল ভারতীয় লোকদিগের পুরুষত্বের ও স্ত্রীত্বের সাহস ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে এবং তাহাদিগের অন্তঃকরণকে প্রফুল্ল করিতে সম্ভবতঃ

অধিকতর কার্য্য করিয়াছে। এমন কি আজিও যাহারা লিখিতে পড়িতে ানেনা কিন্তু যাহারা রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিতে শিক্ষা করে এবং ভগবদ্গীতা পুনরাবৃত্তি করিতে আনন্দ পায় এরূপ অসংখ্য গ্রামবাসীদের শিক্ষার প্রধান দ্রব্যরূপে তাহারা অবস্থিত।

(২৩) Selections বা সাহিত্য চয়নের প্রকৃতি।

স্কুল কলেজে গীতা, কোরাণ, বাইবেল ও ধম্মপদ প্রভৃতি হইতে সার সঙ্কলন করিয়া একখানি Selections বা চয়ন compulsory study বা বাধ্যতামূলক পাঠ্য করা উচিত। আমার এই পুস্তিকা খানি পাঠ্য তালিকা ভুক্ত করিলে সে উদ্দেশ্য কিছু সাধিত হইবে কি না তাহার বিচার কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং পাঠক পাঠিকারাই করিবেন। ইহাতে অন্ততঃ অনেক মহাজন বাণী এবং উদ্ধৃত বাক্যের (Quotations) সহিত তাঁহারা পরিচিত হইবেন, যাহা একত্রে দুর্লভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে বাঙ্গলা এবং ইংরাজী Selections করিয়াছেন তাহার মধ্যে এইরূপ ধরণের Seclections থাকা উচিত। তাহা না করিলে পৃথক্ একখানি উন্নত ভাবের Selections করা উচিত। পাঠ্য-তালিকা নির্দ্দেশ বা স্থির করিবার সময় সেই সমস্ত পুস্তকই নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যাহাতে ছাত্রছাত্রীদিগের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক,

পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরম কল্যাণ লাভ হইতে পারে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ইংরাজী Matriculation Selections (Prose) অপেক্ষা Sister Niveditaর Cradle Tales of Hinduism এবং শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগীর 'Anecdotes of Indian life' এবং 'Sacred Tales of India' অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর পুস্তক। রূপরসগন্ধ মাধুর্য্যের শুভ্র, শুচি, দিব্য আদর্শে যে পুষ্প চয়ন হয় তাহাই দেবতার পূজায় লাগে। সাহিত্য কানন হইতেও ঐরূপ দিব্য আদর্শের চয়নিকায় Selections রূপ ফুলের সাজি ভরিয়া উঠুক।

(২৪) গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরীর প্রকৃতি।

এই জন্য লাইব্রেরীটাকে বাজে নাটক, নভেল, উপন্যাস, নবন্যাস, আদিরসের কবিতাদি দিয়া না ভরিয়া কৃষি শিল্পাদি সম্বন্ধীয় পুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে সাধু মহাপুরুষগণের জীবনী, বাণী, ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি পরিপূর্ণ এবং শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রদ সদ্‌গ্রন্থরাজি দ্বারা ভরিতে হইবে। এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থের সদ্‌ব্যবহারে প্রাণদ, জ্বলন্ত উৎসাহ দিতে হইবে, হে লাইব্রেরী পুরোহিত, বাণীসেবক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, তোমাদিগকেই নিজে পড়িয়া ও পড়াইয়া শুনাইয়া। এমন একটী পাঠাগার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে

যেখানে ছাত্রেরা ও ছাত্রীরা যথেচ্ছ পুস্তক লইয়া দেখিতে ও পড়িতে পারে। এই সঙ্গে ভাল দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাদি অধ্যয়নার্থ রক্ষিত হইলে তাহা ছাত্র-ছাত্রীদিগের পঠনশীলতা বর্দ্ধিত করিবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যহ একটী ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। এক একটী শিক্ষকের বা শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে একএকটী শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ যথেচ্ছ পাঠ করিবে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষক মহাশয় বা শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া তাহাদের পাঠফল অনুযায়ী মন্তব্য লিখিয়া প্রধান শিক্ষকের বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট দিবেন। তিনি ছাত্র বা ছাত্রীদিগকে বাৎসরিক পরীক্ষোত্তীর্ণ করিবার সময় উহা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাদিগকে উত্তীর্ণ করিবেন। এইরূপ করিলে ছাত্রদের পাঠাগার ব্যবহার ও অধ্যয়নশীলতা বর্দ্ধিত হইবে। আর তাহাদের সাধারণ জ্ঞানবর্দ্ধনে বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ পাঠ্যগণ্ডী হইতে বিস্তৃততর ক্ষেত্র পাইয়া তাহারা প্রচুর শস্যভক্ষণে অধিকতর বলশালী হইবে 'ধর্ম্মের ষাঁড়ে'র ন্যায়।

(২ অনুকল্প বিধান :

বর্ত্তমান পদ্ধতি বা অবস্থার মধ্যে যতটুকু অদল বদল করা যায় এইরূপ suggestions বা প্রস্তাব আজকালকার practical educationists বা কর্ম্মী শিক্ষাবিদেরা চাহেন। তাঁহারা চাহেন "ধরি মাছ না ছুঁই পানি"। তাঁহারা বলেন "মধু

অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ” নীতি অনুযায়ী কিছু অনুকল্পে বিধান কর। এই অনুকল্পের ব্যবস্থাকে তাঁহারা Practical suggestions বা কার্য্যকর প্রস্তাব বলেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে—“There can be no half truths” অর্থাৎ অর্দ্ধ-সত্যকে মিথ্যাই বলে, এবং “There can be no truce with sin” অর্থাৎ পাপের সঙ্গে সন্ধি করা মানে পাপী হইয়া পাপ সমর্থন করা। ব্রণের বা স্ফোটকের পাপ বীজ যদি রহিয়াই গেল তবে নিরাময় সম্পূর্ণ হইবার আশা কোথায়? উন্নত ও মহৎ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করাই মহত্ত্ব। “He who aims at the sky shoots higher than he that means the tree” অর্থাৎ:—যে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে সে, যে গাছের দিকে লক্ষ্য করে তাহাপেক্ষা অধিকতর উচ্চে তীর ছুড়িয়া থাকে। আমরা উচ্চ আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে বলিব—“আমরা হীন, দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ”। জগতের সমস্ত grandest ideals বা মহোচ্চ আদর্শসমূহ প্রথমে impracticable বা অসাধ্য থাকে, কিন্তু পরে দেখা যায় যে সেগুলি quite practicable বা সম্পূর্ণ সাধ্য। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস তাহার ভূরি ভূরি সাক্ষ্য দিতেছে। আসল কথা আমাদিগের চরিত্রগত দুর্ব্বলতা, উদ্যমঅধ্যবসায়হীনতা এবং Slave mentality বা দাস মনোভাবই আমাদিগের প্রধান অন্তরায়। যাহা হউক আমি ও একটি অনুকল্প ব্যবস্থা দিলাম। যাঁহারা অমৃত বা বিশুদ্ধ

মধু যোগাড় করিতে পারিবেন না তাঁহারা এই 'চিটেগুড়' দিয়াই অগত্যা কার্য্যোদ্ধার করিবেন। অনুকল্প বিধানের দিনচর্য্যাতেও আমরা মহদুপকার পাইব যদি তাহা **কার্য্যতঃ** করি।

(২৬) দিনচর্য্যা।

শীত ও গ্রীষ্মকাল ভেদে শেষ রাত্রিতে ৪॥০ হইতে ৫॥০ টার মধ্যে শ্রীভগবানের চিন্তা করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া শীতল জল দ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়া চোখেমুখে ১০।১২ বার জলের ঝাপ্‌টা দিবে। তৎপর মস্তক, চক্ষু, কর্ণ ও উপরের শরীর কাপড়ে ঢাকিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহনকালে মলমূত্র ত্যাগ করিবে। পায়খানা অপেক্ষা খোলা মাঠ বা নিত্য নূতন স্থানে 'বৈড়ালিক বৃত্তি' প্রশস্ত। তাহার পর 'দাঁতন কাঠি' বা গুড়ার দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিয়া মুখ ধুইবে ও জিব্‌ 'ছুলিবে'। তাহার পর ডন, বৈঠক, কুস্তি, ডাম্বেল, মুগুরাদি দ্বারা কিছু সময় ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে। অতঃপর কিছু সময় বিশ্রাম করিবার পর সহ্য হইলে ৫টা ৫॥০টার মধ্যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তৈলহীন প্রাতঃ-স্নান অথবা ভিজা গামোছা দ্বারা গাত্র মার্জ্জনা করিবে। ইহার পর অর্দ্ধঘণ্টা কাল ঈশ্বরচিন্তা, নমাজ, সন্ধ্যা বা ধ্যানাদি করিবে। তৎপর ৯। বা ৯॥ পর্য্যন্ত স্কুল বা কলেজপাঠ্য

অধ্যয়ন করিবে। প্রাতঃস্নান না করিয়া থাকিলে এই সময় আহারের পূর্ব্বে স্নান করিবে। ১০॥ বা ১১টায় বিদ্যালয়ে যাইয়া অবহিত চিত্ত হইয়া শিক্ষকের শিক্ষাদান গ্রহণ করিবে। প্রতি শুক্রবারে যে দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা মুসলমান ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদের ধর্ম্মকার্য্যের জন্য আইনতঃ নির্দ্দিষ্ট থাকে, সে সময়টা হিন্দু খৃষ্টানাদি অমুসল-মান ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা তাঁহাদের নিজ নিজ বা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ধর্ম্ম প্রসঙ্গাদি করিয়া কাটাইলে খুবই ভাল হয়। অমুসলমানেরা এই সময়টা কেন যে অপচয় করেন তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? মুসলমান ছাত্রেরা যে সময় অধ্যয়ন করেন সে সময় যেমন তাঁহারা খেলিয়া বেড়ান না সেইরূপ মুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা যে সময়ে ধর্ম্মোপার্জ্জন করেন সে সময় কি অমুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা ধর্ম্মোপার্জ্জন না করিয়া আলস্য, বৃথা বাক্যব্যয়াদি অধর্ম্মোপার্জ্জন করিবেন? অতঃপর বৈকাল ৪টার পর বাটী আসিয়া সন্ধ্যা ৫॥টা বা ৬টা পর্য্যন্ত ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যপ্রদ ক্রীড়া-কৌতুকাদি দ্বারা অঙ্গ সঞ্চালন করিবে। যাহাদিগের সময় কম বা যাহারা ততো সবল নহে তাহারা দুই বেলা ব্যায়াম চর্চ্চা না করিয়া একবেলা ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিন ব্যতিরেকে অন্য সব দিনেই সপ্তাহে ছয়দিন ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে। ব্যায়ামের উপকারিতা অনেক। ডাক্তার রুজের ভাষাতেই বলি :—"Exercise is essential to the

preservation of health, inactivity is a potent cause of wasting and degeneration. The vigour and equality of circulation, the functions of the skin and the aeration of the blood are all promoted by muscular activity which thus keeps up a proper balance and relation with the important organs of the body ."—Dr. Roose M.D. On Exercise p 80 অর্থাৎ:—ব্যায়াম স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক; আলস্য (কর্ম্মহীনতা) ক্ষয় ও অধঃপতনের শক্তিশালী কারণ। সঞ্চালনের শক্তি ও সমতা, চর্ম্মের ক্রিয়াকলাপ ও রক্তের বায়ুপূর্ণতা সমস্তই মাংসপেশীর কর্ম্মের দ্বারা বর্দ্ধিত হয় এবং ইহার দ্বারা শরীরের প্রধান ইন্দ্রিয়গুলির সহিত সম্বন্ধ ও উপযুক্ত সমতা রক্ষিত হয়। সুশ্রুত সংহিতা "কল্পস্থানে"র "চিকিৎসিত স্থান" এর চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে ব্যায়ামের উপকারিতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদও দেওয়া গেল—"ব্যায়ামকার্য্যের দ্বারা অতিভোজন জন্য রোগ জন্মে না ও শরীরের সচ্ছন্দতা জন্মে। ব্যায়াম করিলে দেহে সুখ অনুভূত হয়, স্নিগ্ধ হয়, সর্ব্বদেহ সমভাবে বৃদ্ধি পায় ও কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং দীপ্তাগ্নি, নিরালস্য, হর্ষতা, লঘুতা, নির্ম্মলতা, ও শ্রমক্লম পিপাসা শীত উষ্ণ এই সকল ক্লেশের সহিষ্ণুতা, শরীরের এই গুণগুলি জন্মে। ব্যায়ামের দ্বারা আরোগ্যলাভ হয়, এবং দেহের স্থূলতা অপকর্ষণের

পক্ষে ব্যায়ামের সদৃশ আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে শত্রু সমস্ত ভয় করে, এবং জরা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা শরীরের মাংস দৃঢ় হয় এবং শরীরে রোগ জন্মে না। বয়স রূপ বা গুণ না থাকিলেও ইহার দ্বারা বিরুদ্ধ ভোজন নিত্য নির্দ্দোষে পরিপাক পায়। আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বকালেই ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। বলবান্ ও স্নিগ্ধ ভোজনশীল ব্যক্তির পক্ষে শীতকালে ও বসন্ত কালে ইহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বলের অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে ব্যায়াম কর্ত্তব্য। ইহার অন্যথা হইলে শরীর নাশ পায়। হৃদয়স্থ বায়ু মুখে আসিতে আরম্ভ করিলেই (হাঁপাইতে আরম্ভ করিলে) বলের অর্দ্ধ পরিমাণ ব্যায়াম করা হইল জানিবে। বয়স, বল, শরীর, দেশ, কাল ও ভক্ষ্য-দ্রব্য এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম করিবে, তাহা না করিলে রোগ জন্মে। রক্তপিত্ত রোগী, কৃশ, শোষরোগী, শ্বাস, কাশ ও ক্ষতরোগী, ইহাদিগের পক্ষে ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। আহারান্তে বা স্ত্রী সহবাসে ক্ষীণ হইলে ও ভ্রমার্ত্ত হইলে ব্যায়াম করিবে না।”

ফুটবল ক্রীড়া আদৌ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে, এই জন্য ইহাকে যেন কেহ ব্যায়ামের অন্তর্গত না করেন। ব্যায়ামান্তে উদ্বর্ত্তন (অঙ্গলেপ), উদ্‌ঘর্ষণ, ও উৎসাদন, (মার্জ্জন) বিশেষ হিতকর। ইংরাজীতে ইহাদিগকে massage (অঙ্গ মর্দ্দন) বলে। সুশ্রুত ইহার উপকারিতা

সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—"উদ্বর্ত্তন (অঙ্গলেপ) বায়ুশান্তিকর, কফমেদের সাম্যকর, অঙ্গের স্থিরতা সম্পাদক ও ত্বকের প্রসাদক। উদ্‌ঘর্ষণ ও উৎসাদনের দ্বারা শিরামুখ পরিষ্কৃত হয়, ত্বকস্থ অগ্নি (উষ্ণতা) উত্তেজিত হয়। উৎসাদনের (মার্জ্জন) দ্বারা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের শরীরে কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের প্রহর্ষণ সৌভাগ্য ও লঘুতা প্রভৃতি গুণ জন্মে। উদ্‌ঘর্ষণ দ্বারা কণ্ডূ কোঠ ও বায়ুর শান্তি হয়, উরুদ্বয়ের স্থৈর্য্যতা ও লঘুতা জন্মে এবং স্তম্ভ ও মলরোগ নাশ হয়, ত্বকস্থ অগ্নি উত্তেজিত হয় এবং শিরামুখ হইতে উষ্ণতা নিঃসৃত হয়।"—সুশ্রুত, কল্প স্থান, চিকিৎসিত স্থান, ২৪ অধ্যায়। অঙ্গমর্দ্দনান্তে স্নান বা ভিজা গামোছা দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবে। তৎপর অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় সন্ধ্যা, নমাজ উপসনাদিতে দিবে। সন্ধ্যা ৬৷৷৹ হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন ও তৎপরে দিবসের আহার হইতে স্বল্প আহার গ্রহণ এবং বিশ্রামান্তে দশটায় শয়ন। শয়নের পূর্ব্বে কিছু ঠাণ্ডা জল খাইয়া শয়ন করিলে মলমূত্র পরিষ্কার ভাবে বাহির হইয়া যাইবে। দিবসের আহারে ফলমূলাধিক্য থাকা খুব উপকারী। নিরামিষ আহার নিতান্ত না পারিলে এক সময়ে বা একপাতে দুধ ও মৎস্যমাংস ভোজন করিবে না। উহা বিরুদ্ধবীর্য্য খাদ্য এবং পেটের পীড়াদি অপকার জনক। বাসী, পচা বা উচ্ছিষ্ট ভোজন অতীব অপকারী; এজন্য উহা নিষিদ্ধ। দক্ষিণ নাসায় নিশ্বাস

বহন কালে ভোজন বিধেয় কারণ ইহাতে খাদ্য ভাল হজম হয়। ৫ ঘণ্টা হইতে ৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বয়স ভেদে প্রতিদিন নিদ্রা যাইবে। নিত্য কিছু সময় সদ্‌গ্রন্থ পাঠ পরম হিতকর। নিশা জাগরণ ও অসুস্থাবস্থা ব্যতিরেকে অন্য অবস্থায় দিবা-নিদ্রা যাইবেনা।

সর্ব্বতোভাবে মৈথুন চিন্তা হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা করিবে। মনে রাখিবে "যাঁহা কাম তাঁহা নঁহি রাম যাঁহা রাম তাঁহা নঁহি কাম। রবি রজনী দুঁহু নেঁহি বৈঠে এক ঠাম॥" মনে রাখিবে—"তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"—শ্রীচণ্ডী, দেবী মাহাত্ম্যে উত্তম চরিত্রে একাদশ মাহাত্ম্যম্, ৬। অর্থাৎ ঃ—হে দেবি, জগতে চতুঃষষ্টি কলাযুক্ত (অর্থাৎ পাতিব্রত্যাদি ধর্ম্ম ও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় নৈপুণ্য যুক্ত ব্রহ্মাণী আদি) সমস্ত নারীগণ তোমারই ভেদ বা অংশ। মনে রাখিবে—"মাতৃবৎ পরদারেষু" অর্থাৎ পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে। "যত্র নারী তত্র গৌরী", "যত্র জীব তত্র শিব"। প্রত্যেকের জীবনে মনে প্রাণে সত্য, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ জন্মাইতে হইবে। সর্ব্বদা সৎসঙ্গে সৎকথা, সদুপদেশ আলোচনা করিবে। শয়ন বিলাস, ভোজন বিলাস, বসন বিলাসাদি সর্ব্ববিধ বিলাস ত্যাগ করিবে কারণ এগুলিও প্রকারান্তরে কামোদ্দীপক।

সঙ্গে সঙ্গে সকলকে অহিংসা পরায়ণ ও সত্যবাদী হইতে

হইবে এবং চৌর্য্য ভাব ত্যাগ করিতে হইবে। সামান্য সামান্য কারণে বালক বালিকারা ক্লাশের মধ্যে বা বাহিরে যাহাতে মারামারি ঝগড়া কলহাদি না করে তাহার প্রচেষ্টা সকলকেই করিতে হইবে। বিড়াল, শৃগাল ও কুকুরের এই হিংসা বৃত্তিতে যদি ছাত্র ছাত্রীরা রত হয় তবে বিড়াল, শৃগাল ও কুকুর আর কাহাকে কহে? বালক বালিকারা অত্যধিক পরিমাণে মিথ্যাবাদী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিথ্যা কথা বলিতে তাহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। মিথ্যা কথা বলিয়া যে তাহাদের ক্ষতি আছে তাহা ক্লাশে 'এক ঘ'রে' করিয়া, জরিমানাদি শাস্তি দিয়া এবং পুরস্কারাদি না দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে এবং সত্যকথা বলিয়া যে তাহাদের লাভ আছে;ইহা শিক্ষকদিগকে **কার্য্যতঃ** সম্মান ও উৎসাহদান, জরিমানাদি মাপ ও পুরস্কার বিতরণাদি দ্বারা বুঝাইতে হইবে। সব বিদ্যালয়েই পাপের শাস্তি যত রকমে আছে পুণ্যের পুরস্কার তত প্রকারে তত রকমে থাকিলে পাপ আপনি কমিয়া যাইত। পেন্সিল, কলম, কালি, কাগজ, খাতা, বই, ছাতা প্রভৃতি চুরি ছাত্রেরা ও ছাত্রীরা সব স্কুলেই প্রায় অবাধে করিতেছে। এগুলি যে নিন্দনীয় জঘন্য বৃত্তি ইহাও **কার্যত্যঃ** তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে। অবশ্য অভিভাবকেরা এবং শিক্ষকেরা ও শিক্ষয়িত্রীরা যদি হিংসা, মিথ্যা, চৌর্য্যাদি ত্যাগ না করেন **কার্য্যে এবং জীবনে**, তবে ছাত্রছাত্রীদিগকে বা সন্তান-

দিগকে ঐ সব **মৌখিক** শিক্ষা দেওয়া কেবল প্রবঞ্চনা ও ভণ্ডামি মাত্র।

(২৭) মুষ্টিযোগ।

পি, এম, বাগ্‌ছীর ডাইরেক্টরী পঞ্জিকায় যে ঋতুচর্য্যা, কার্ত্তিক বসুর স্বাস্থ্য ধর্ম্ম গৃহ পঞ্জিকায় ও গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব উপদেশ আছে তাহা পালন করিবে। পবন বিজয় স্বরোদয় শাস্ত্রানুযায়ী প্রত্যহ দিবাভাগে বাম নাসায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসায় শ্বাস বহন রাখিতে পারিলে নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। ঋতু হরিতকী সেবনেও শরীর বেশ সুস্থ ও নীরোগ থাকে। ঋতু হরিতকী সেবনের বিধি ঃ—শরত কালে চিনির সহিত, হেমন্তে শুঁঠের গুঁড়ার সহিত, শীতকালে পিপুল চূর্ণের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত, গ্রীষ্মকালে ইক্ষু গুড়ের সহিত এবং বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত দৈনন্দিন একটী হরিতকী প্রাতঃকালে খালি পেটে ভক্ষণ করিবে। দুধ খাওয়ার পরই হরিতকী ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কবিরাজী শাস্ত্রের 'রসায়ন' অধিকারের ঔষধগুলি সেবনে সবিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহাতে সকলেই প্রভূত উপকার পাইবে। চারা শিমুল গাছের শিকড়ের চূর্ণ বা বড় শিমুল গাছের মূলের রস, শত মূলীর রস, ভূমি কুষ্মাণ্ড চূর্ণ, আলকুশী বীজ চূর্ণ, অশ্বগন্ধা চূর্ণ প্রভৃতি দুগ্ধ ও চিনির সহিত

সেবনে বল, বীর্য্য, পুষ্টি বৃদ্ধি পায়। মাঝে মাঝে ব্রাহ্মী ঘৃত, অশ্বগন্ধারিষ্ট, দ্রাক্ষারিষ্ট, দশমূলারিষ্ট, চ্যবনপ্রাশ এবং মাখন মিশ্রী বা দুধের সর মিশ্রী বা বাদাম মিশ্রী সহ 'মকরধ্বজ' সেবন করা খুবই স্বাস্থ্যরক্ষাকর। কুসংসর্গে পড়িয়া ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় শরীরের সার ধাতু বা শুক্র নষ্ট করিয়া যাহারা অবশেষে স্বপ্নদোষ, ধাতু দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, শিরোরোগ, মেহরোগ, 'স্ত্রীরোগ' প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়া যৌবনের প্রভাতেই বার্দ্ধক্যের সন্ধ্যা আনিয়া ফেলিয়াছে তাহাদিগের কেবলমাত্র ঔষধাদিতে বিশেষ কোনও ফল হইবে না; তাহাদিগের একমাত্র অমোঘ ঔষধ **নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য**।

(২৮) ধর্ম্ম সমিতি গঠন।

প্রতিদিন শনিবারে অর্দ্ধেক স্কুলের পর একটী সমিতি বা সভা আহ্বান করিয়া সেই সময় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলনের সুযোগ ও অবসর প্রদান করিতে হইবে। শনিবারের প্রথমার্দ্ধ অধ্যয়নের ঘণ্টা গুলিও এই কার্য্যে নিয়োজিত করিলে উত্তম। ধর্ম্ম ও চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন যদি সকলেরই আন্তরিক অর্থ বা প্রয়োজন হয় তবে ঐ পরমার্থ সাধনের জন্য প্রতি সপ্তাহের চতুর্থাংশ দিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। অর্থ সাধনার চতুর্থাংশও পরমার্থ সাধনায় দিলে পরমার্থ অর্থ সাধনা অপেক্ষা

চারিগুণ কম প্রয়োজনীয়ই বিবেচিত হইতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল কর্ত্তৃপক্ষেরা ছাত্রছাত্রীদিগের ধর্ম্মনৈতিক উন্নতি যদি আন্তরিকভাবে চাহেন তবে সপ্তাহের দুই একদিন ইহার জন্য reserved বা সংরক্ষিত রাখা একান্তই প্রয়োজনীয়। এই দুই একদিন ধর্ম্মসমিতি বা ধর্ম্ম সভার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলে ছাত্রছাত্রীদিগের ধর্ম্মোন্নতি সম্বন্ধীয় আলোচনার ও অনুশীলনের সুযোগ ও সুবিধা অনেকটা হইবে। ছাত্রছাত্রীদিগের নৈতিক উন্নতিকেই প্রাধান্য দিতে হইবে এমন কি অধ্যয়নকালেও। গভর্ণমেণ্টও এইরূপ Suggestions বা ইঙ্গিত দিয়াছেন।* কিন্তু খুব কম স্কুলই তাহা অনুসরণ করিয়া চলে। শিক্ষকবর্গের দৃষ্টি এই দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করিতে হইবে। কাগজে কলমে যাহা আছে জীবনের রেখাপাতে যদি তাহা ফুটিয়া না উঠিল, তবে ঐ লেখার মূল্য কি? নিখিল নৈতিকভাবসমূহের জীবন্ত মূর্ত্তি ভাবঘনবিগ্রহ যে নর নারীর হৃদয় মন ইহা কি আমরা হৃদয় মন দিয়া উপলব্ধি করিব না? সেই হৃদয় মনের চিত্রপটে যে নীতি মুদ্রিত, অঙ্কিত, চিত্রিত না হইল তাহার শোভা কোথায়, প্রাণ কোথায়, ভাবরাগরস কোথায়?

* Rules and Orders of the Education Department, Bengal, 5th Edition, Chapter III—Schools দ্রষ্টব্য।

(২৯) সর্ব্বজনীন স্তবস্তোত্রে সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম সমন্বয় শিক্ষা।

সকাল ১০॥ বা ১১টার পূর্ব্বে ৫ মিনিটকাল আগে warning bell বা সতর্কের ঘণ্টা বাজিলেই ছাত্রছাত্রীদিগের ক্লাসে আসিয়া ৫।৭ মিনিটকাল অন্ততঃ ধীরস্থির ভাবে চক্ষু মুদিয়া নিজ নিজ ইষ্ট দেবদেবীর বা ভগবানের বা আল্লার ধারণা ধ্যান বা উপাসনা করিয়া পরে দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করা উচিত। ঐরূপ স্কুলের ছুটী হইলেই একটী স্তব বা স্তোত্র সমস্বরে উচ্চারণ করিয়া ভগবচ্চিন্তা করিতে করিতে স্কুল ভঙ্গ করা যাইতে পারে। সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের লীলানিকেতন ভারতবর্ষে এইরূপ সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর উপযোগী Universal prayer বা সর্ব্বজনীন স্তোত্রের অভাব নাই। সর্ব্বধর্ম্মেই অনেকগুলি বিষয় বা শিক্ষা অবিকল একরূপই আছে। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই শিক্ষাগুলি দেওয়া যাইতে পারে। টি, এল, ভাস্বানী কতকগুলি Similarities of religious teachings বা ধর্ম্ম শিক্ষার সাদৃশ্য দিয়াছেন। আমি আপাততঃ তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। স্থান ও সময় পাইলে দেখাইতে পারিতাম যে সমস্ত ধর্ম্মের মতমধ্যেই প্রধান প্রধান মূল সূত্র বা তত্ত্বগুলি এক সনাতন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাদিগের Soul বা আত্মা একরূপ, কেবল forms and ceremonies বা রূপ ও উৎসব, rites and

rituals অথবা আচার বা ব্যবহার দেশকালপাত্র-ভেদে বিভিন্ন হইয়াছে।

"All the world religions teach belief in prayer, immortality and the moral law. The idea of the "word" (the Logos) is found in Philo, in Clement of Alexandria, in the Vedas and the Gita. The doctrine of conscience, again, is beautifully expressed in the Mahabharat. Thou thinkest I am single and alone perceiving not the great Eternal sage who dwells within thy breast: Whatever wrong is done by thee, He sees and notes it all. The Buddha preaches over and over again the Dharma, the law of righteousness and loving service. "Know ye, O people ! that we are all brethren" says Muhammed. The Chinese sage gives the law, "Recompense injury with kindness" and Manu's words breathe the very spirit of the Sermon on the Mount : "Against an angry man let him not in return show anger : let him bless when he is cursed." So in the Buddhist Dhammapada we read : "Hatred does not cease by hatred at any time ; hatred ceases by

love." The Quran has the words "Seek again him who drags you away. Give to him who takes away from you; pardon him who injures you. And is not the following prayer of the ancient Persians an out pouring of the truly devout soul "Thou pure and all pervading spirit, manifest thyself in me as Light when I think, as Mercy when I act and when I speek as Truth, always Truth."—T. L. Vaswani. অর্থাৎ :—সমস্ত বিশ্বধর্ম্মই প্রার্থনায়, অমরত্বে ও নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস শিক্ষা দেয়। "শব্দের" জ্ঞান ফিলোতে, আলেকজান্দ্রিয়ার ক্লিমেণ্টে, বেদে ও গীতাতে দেখা যায়। এমন কি সদসৎ জ্ঞানের মত পর্য্যন্ত মহাভারতে সুন্দররূপে প্রকাশিত করা হইয়াছে। তোমার বক্ষে যে চিরন্তন মহর্ষি বাস করেন তাহাকে না দেখিয়া তুমি মনে কর : আমি একাকী, কেবল। তুমি যে কোন অন্যায়ই কর না কেন, তিনি তাহা সমস্তই দেখেন ও টুকিয়া রাখেন। বুদ্ধ বারংবার ধর্ম্ম এবং পবিত্রতা ও প্রেমময় সেবার বিধান প্রচার করিতেছেন। মহম্মদ বলেন : "হে মানবগণ, তোমরা জান যে আমরা সকলেই ভাই।" চীন ঋষি বিধান দিয়াছেন "দয়ার দ্বারা অপকারের প্রতিদান কর।" আর মন্নুর বাক্য সমূহ (যীশু খৃষ্টের) পর্ব্বতের উপরে উপদেশের মর্ম্মভাবই উচ্চারণ করিতেছে। "ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিদানে

ক্রোধ দেখাইও না। অভিশপ্ত হইলে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে দাও।" এইরূপ বৌদ্ধ ধম্মপদে আমরা পড়ি ; হিংসার দ্বারা কখনও হিংসা বিরত হয় না ; মৈত্রী দ্বারা হিংসা বিরত হয়। কোরাণে এইরূপ বাক্য আছে ঃ "যে তোমাকে জোরে টানিয়া লইয়া যায় পুনরায় তাহাকেই খোঁজ, যে তোমার নিকট হইতে হরণ করিয়া লয় তাহাকেই দান কর ; যে তোমার অপকার করে তাহাকে ক্ষমা কর"। প্রাচীন পারসীকদের এই নিম্নোক্ত প্রার্থনা কি সত্য সত্যই ভক্ত আত্মার এক অবদান নহে ? "হে পবিত্র সর্ব্বব্যাপী আত্মা, আমি যখন চিন্তা করি তখন তুমি আলোকরূপে, যখন কার্য্য করি তখন কৃপারূপে এবং যখন আমি কথা বলি তখন সত্য, সর্ব্বদা সত্যরূপে আমার কাছে তোমাকে প্রকাশ কর।" শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রীদিগকে আদর্শ হইয়া এই সমস্ত শিক্ষা দিতে হইবে। আদর্শ শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী বা গুরুগণই আদর্শ ছাত্র ছাত্রী বা শিষ্য শিষ্যা প্রস্তুত করিয়া থাকেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমা সভারে। আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিক্ষাণ না যায়।" —শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি, ৩।১৮,১৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও আমাদিগকে বলিয়াছেন ঃ—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্ত-দেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে।—৩।২১। অর্থাৎ ঃ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহা আচরণ করেন ইতর জনও তাহাই আচরণ করে। তিনি যাহা প্রমাণ করেন সাধারণ লোকও তাহাই অনুসরণ করে। সরকারী শিক্ষা

বিভাগও বলেন ঃ—"Example is, however, better than precept" and a teacher who is himself unpunctual or who is not highly respected for himself for his character, can not expect that his teachings about truth or punctuality will obtain much success. The Department has, therefore, always expected and will in future expect its teachers to set the example of a high character before the eyes of the pupils under them."—Rules and orders of the Education Department, Bengal, chapt III—Schools p. 32. অর্থাৎ ঃ—"আদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত আবার উত্তমতর।" এবং যে শিক্ষক ঠিক সময় পালন করেন না অথবা যিনি তাঁহার নিজ চরিত্রের স্বকীয় ভাবে বিশেষ সম্মানিত না হন, তিনি আশা করিতে পারেন না যে তাঁহার সত্য ও সময়ানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে উপদেশ বেশী সফল হইবে। এই শিক্ষা বিভাগ এই জন্য সর্ব্বদা আশা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন যে ইহার শিক্ষকগণ তাঁহাদের অধীনস্থ ছাত্রদিগের চক্ষুসম্মুখে উচ্চ চরিত্রের এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এইরূপ আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরা ধর্ম্মান্ধতা ও সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামী ত্যাগ করিয়া যদি সর্ব্বধর্ম্মমতেরই সার বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ হইয়া তাহা জীবনে আচরণে পরিপালন করেন

তবে সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ের বাস্তব দৃষ্টান্ত দেখিয়া ছাত্র-ছাত্রীরাও ধর্ম্মান্ধতা বা সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামী ত্যাগ করিবে।

(৩০) চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ শিক্ষককে শ্রেষ্ঠত্ব দান।

এই জন্য B. A., M. A., B. T., L. T. আদি উপাধি যেরূপ শিক্ষকতার qualifications বা গুণ বলিয়া বিবেচিত হয় তদ্রূপ character বা চরিত্ররূপ qualification বা গুণও চাই। এমন কি একজন graduate হইতে একজন undergraduate যদি বেশী চরিত্রবান্ হন, তবে সেই চরিত্রবান্ undergraduateকে preferencc বা অন্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইবে। প্রকৃত চরিত্রবান্, নীতিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তির আদর সর্ব্বাপেক্ষা বেশী না করিলে বিদ্যালয়ে এজাতীয় শিক্ষা প্রচলন করা অসম্ভব। মহাত্মা রামমোহন রায়ের বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক গর্ব্ব করিয়া বলিতেছিলেন—"I was at first a Deist and then became a Polytheist and I am now an Atheist." অর্থাৎ :—আমি প্রথমে একেশ্বরবাদী ছিলাম ও পরে বহুঈশ্বরবাদী হইয়াছিলাম এবং অধুনা আমি অনীশ্বরবাদী হইয়াছি। প্রত্যুত্তরে রামমোহন বলিয়াছিলেন—"and your next step is to turn a beast aud a beast should be turned out of the school." অর্থাৎ :—এবং তোমার পরের ক্রম হইবে

পশুতে পরিণত হওয়া এবং পশুকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করা কর্ত্তব্য।

নৈতিক চরিত্র হীন, কদাচারী, অলস, ব্যভিচারী ছাত্রের যেরূপ শাসন, বহিষ্করণাদি দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা আছে সেইরূপ নৈতিক চরিত্রহীন, ধর্ম্মহীন, বিলাসী বাবু শিক্ষক এবং অনুরূপা শিক্ষয়িত্রীদিগকেও অনাদর, পরিচালক সমিতির Vote of censure বা দোষজ্ঞাপক প্রস্তাব এবং কর্ম্ম হইতে অপসারণ প্রভৃতির দ্বারা সংশোধনের চেষ্টা করিতে হইবে। অন্য দিকে আবার ছাত্র-ছাত্রীদিগের অপরাধের জন্য কেবল দণ্ড বিধান না করিয়া তাহাদের নীতি, চরিত্র ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গুণগ্রামের জন্য প্রশংসা করিয়া, পুরস্কার দিয়া, অর্দ্ধবেতন লইয়া, বা অবৈতনিক করিয়া বা বৃত্তি দিয়া নানাভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মচারী হওয়ায় যে সাক্ষাৎ ভাবে আর্থিক ও পার্থিব লাভ আছে তাহা বিশেষভাবে দেখাইতে হইবে। ঐরূপ নীতি-পরায়ণ, চরিত্রবান্, ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষক এবং অনুরূপা শিক্ষয়িত্রীদিগকেও কার্য্যতঃ প্রশংসা দ্বারা, পুরস্কার দিয়া, বেতন বৃদ্ধি করিয়া নানাভাবে উৎসাহিত করিতে হইবে। শিক্ষালয়ে, সমাজে, রাষ্ট্রে, পাপীর, অপরাধীর দণ্ড বিধানের জন্য যে কোটী কোটী টাকা খরচ হয়, তাহা যদি পুণ্যশীল ধার্ম্মিকের পুরস্কার বিধানের জন্য ব্যয়িত হইত তবে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে পাপীর ও অপরাধীর সংখ্যাও কমিত এবং পুণ্যশীল

ধার্ম্মিকের সংখ্যাও বাড়িত। প্রাচীনকালে বৈদিক ঔপনিষদিক ও বৌদ্ধযুগে যাঁহারা ধর্ম্মাচার্য্য বা ধর্ম্মগুরু ছিলেন তাঁহারাই আবার পরা ও অপরা উভয় বিদ্যার শিক্ষক ছিলেন। তখনকার সমাজ, দেশ বা রাষ্ট্র তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বোচ্চ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া সমাজে, দেশে ও রাষ্ট্রে ধর্ম্মভাবকেই প্রবল করিয়া ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। যুগের পরিবর্ত্তন হইলেও অনুরূপ প্রচেষ্টার মূল্য যে কিছু মাত্র কমে নাই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে ধর্ম্মপ্রাণ আচার্য্য শিক্ষক এবং অনুরূপা শিক্ষয়িত্রীদিগকে সর্ব্বতোভাবে preference বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া। গান্ধীজীও বলিয়াছেন, "আমার কল্পনা ছিল যে, সাধারণ শিক্ষকের হাতে ছেলেদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে না। শিক্ষকের লেখা পড়া বিদ্যা কম থাকে থাকুক, কিন্তু তাঁহার চরিত্রবান্ হওয়া চাই।" —আত্ম-কথা বা সত্যের প্রয়োগ, ২য় খ, ২৭৩ পৃঃ।

(৩১) বর্ত্তমান শিক্ষার ক্রটী।

ঝোলা বা পাতলা গুড়ের এইরূপ অনুকল্প বিধানে কেবলমাত্র 'মোয়া মুড়কী' ভোজন চলিতে পারে; মিষ্টান্নাদি উত্তম ভোজনে ভাল গুড়ের ব্যবস্থা করাই সঙ্গত এবং স্বাস্থ্যপ্রদ। প্রকৃত নৈতিক ও ধর্ম্মশিক্ষা দিতে গেলে এবং

ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে হইলে আধুনিক এই Godless and immoral system of education বা অনীশ্বর ও অনৈতিক শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীই আমাদিগকে ধর্ম্মহীন, চরিত্রহীন, অর্থহীন ও স্বাস্থ্য-হীন করিয়াছে। ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে পড়িয়া ভারতীয় ছাত্র ও শিক্ষক ধর্ম্মশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে। Sir George Birdwood বলিয়াছেন:—"The Anglo-Indian Educational system has destroyed in Indians the love of their own literature, the quickening soul of a people and their delight in their own arts and worst of all their repose in their own traditional and national religion, has disgusted them with their own homes, their parents and their sisters, their very wives and brought discontent into every family so far as its baneful influences have reached." অর্থাৎ:— ইঙ্গ-ভারতীয় শিক্ষা প্রণালী ভারতীয়দের মধ্যে তাহাদের আপন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগকে, একটা জাতির সজীব আত্মাকে ও তাহাদের নিজ শিল্পের প্রতি আনন্দকে এবং সর্ব্বোপরি তাহাদের নিজ পরম্পরাগত জাতীয় ধর্ম্মেতে তাহাদের যে অবস্থান ছিল তাহার ধ্বংস করিয়াছে, তাহাদের

নিজ আবাস, পিতামাতা এবং ভগিনীর প্রতি, এমনকি তাহাদের স্ত্রীর প্রতি তাহাদের বিরক্তি জন্মাইয়াছে এবং যে পর্য্যন্ত এই বিষময় শিক্ষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে ততদূর পর্য্যন্ত প্রত্যেক পরিবারে অসন্তোষ আনিয়াছে।" অধ্যাপক ভাস্বানীও বলিয়াছেন—"The current system of education in this country is unpsychological. It takes little note of the Indian people. It shows little regard for the genius of India. Indian Universities have not been trustees of the mind of the people—" T. L. Vaswani in the A. B. Patrika of 4. 2. 1926. অর্থাৎ ঃ—"এই দেশের প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী মনোবিজ্ঞানের বিরোধী। ইহা ভারতীয় লোকদিগকে খুব কমই লক্ষ্য করে। ইহা ভারতীয় প্রতিভার প্রতি খুব কম আদরই দেখায়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ইহার লোকসমূহের মনের প্রতিভূ হইতে পারে নাই। "Mrs. Sumanta Mehta of Baroda appearing before the Bombay Uuiversity Reforms stated that the University had failed to build up character and turn out good citizens as it had no ideal before it and no corporate life. It was a dead machine for examining students and had neglected every thing that might create love and pride for

indegenous culture." অর্থাৎ বরোদার শ্রীমতী সুমন্তু মেহ্‌তা বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় চরিত্র গঠন করিতে এবং সৎ নাগরিক প্রস্তুত করিতে বিফল হইয়াছে, কারণ ইহার সম্মুখে কোনও আদর্শ ও একত্রীভূত জীবন নাই। ছাত্র-দিগের পরীক্ষার জন্য ইহা একটী মৃত যন্ত্রমাত্র ছিল এবং স্বদেশীয় শিক্ষার প্রতি যাহা কিছু প্রীতি ও গর্ব্ব জন্মাইতে পারিত তাহার সমস্তই ইহা অবহেলা করিয়াছে। অধ্যাপক স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন :—"the present educative system of Bengal stands as a living reproach."—All Bengal College and University Teachers' Conference. ৯ই আগষ্ট ১৯২৬ প্রদত্ত বক্তৃতা। অর্থাৎ :—বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী একটী জীবন্ত তিরস্কাররূপে দণ্ডায়মান। ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন :— A celebrated English poet of the eighteenth century said :—

"A little learning is a dangerous thing
Drink deep or taste not the Pierian Spring"

"To this I add that the education which is spreading among our people is worse than a little learning. The right sort of knowledge, which is rooted in the heart of the Indian people,

is a gift of God, and of those Rishis of olden times, who devoted their whole lives to the service of God. This is positive knowledge, which the education of the present day, which has no *heart* in it, gives a sort of negative knowledge. ··

Therefore, the most highly modern educated man in India of the present day is in reality an ignoramus in comparison with a rightly educated son of India, who may never in his life have crossed the threshold of Schools and Colleges." অর্থাৎ ঃ—অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত ইংরাজ কবি বলিয়াছেন; "সামান্য শিক্ষা ভয়ঙ্কর বস্তু। গভীর ভাবে পান কর; আর তাহা না হইলে বিদ্যা (সরস্বতী সম্বন্ধীয়) উৎসর আস্বাদমাত্র গ্রহণ করিও না"। ইহার সহিত আমি যোগ করি যে, যে শিক্ষা আমাদের মধ্যে প্রচারিত হইতেছে তাহা যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা হইতেও অধমতর। যে যথার্থ জ্ঞান ভারতীয় লোকদিগের হৃদয়ে নিহিত আছে তাহা ভগবানের এবং যে সমস্ত প্রাচীন ঋষিরা তাঁহাদের সমগ্র জীবন ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন তাঁহাদেরই দান। ইহাই নিশ্চিত জ্ঞান যাহা বর্ত্তমান শিক্ষা, যাহার ইহাতে হৃদয় নাই, একরূপ নেতিবোধক জ্ঞান রূপে দেয়। অতএব, যিনি কখনও তাঁহার নিজ জীবনে স্কুল কলেজের

দ্বারাতিক্রম করেন নাই এরূপ যথার্থ শিক্ষিত ভারত পুত্রের তুলনায় আজিকালিকার ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি নির্ব্বোধ মাত্র। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে অনুরূপ মতাবলী বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশ বাবু, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক শিক্ষকই নানা স্থানে নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। Sir John Woodroffeএর ভাষায় আমরা বর্ত্তমান system of education বা শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে "deracialised and denationalised" বা বিজাতীয় ও বিদেশীয় ভাবাপন্ন হইতেছি।

কার্য্যক্ষেত্রে বর্ত্তমান ইঙ্গ ভারতীয় (Anglo-Indian) শিক্ষা পদ্ধতির প্রধান দোষ সমূহ এই ঃ—(১) অর্থ বা ধন লাভের দিকে তাহার লক্ষ্য বদ্ধ থাকায় তাহা পরমার্থ বা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য হারাইয়াছে। (২) অর্থ বা ধন লাভের প্রচেষ্টা পথেও এই শিক্ষা কার্য্যকরী হয় নাই। (৩) ইহাতে স্বাস্থ্য হানিই আনিয়াছে স্বাস্থ্যগঠনচেষ্টা অবহেলা করিয়া। (৪) ইহা আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তির বিলোপ সাধন করিয়া পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিশৃঙ্খলতা আনিয়াছে। (৫) প্রত্যেক বালক বালিকার সংস্কার ও প্রত্যয় বা মানসিক প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও, শিক্ষার প্রকৃতি বা ছাঁচ একই প্রকার হওয়ায় ভারতবাসীর মনোরাজ্যের বিরাট্ মানসিক অপচয় বা intellectual wastage হইয়াছে।

(৩২) শিক্ষাদোষ সংশোধনের উপায়।

পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত সহযোগ রাখিয়া আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উন্নতি সহজ হইয়া থাকে। এই জন্য আমাদিগকে আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য দিতে হইবে বটে, কিন্তু ইহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই যে সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক, শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক ও ও রাষ্টিক উন্নতির শিক্ষা না দিলে আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্যক্ ও সম্পূর্ণ হইবে না। এই কথা মনে রাখিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির ওই প্রধান দোষ-সমূহ দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এখন আমরা সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিব।

প্রথমতঃ। আমাদের ইঙ্গভারতীয় বিদ্যালয়গুলি বিদ্যা বা পরমার্থ সাধনার উচ্চতম আদর্শ, আচরণ ও পরিকল্পনা হারাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতীয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মূল পরিকল্পনা ছিল ইংরাজ শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য কতকগুলি কেরাণী এবং সরকারী চাকর বা Government servants তৈরী করা। ইঙ্গ ভারতীয় (Anglo-Indian) শিক্ষার প্রাথমিক যুগে এই সরকারী চাকর এবং কেরাণীদিগের বেতনাদি আর্থিক সুবিধা এবং সরকারী সম্মান যখন অধিক হইতে লাগিল তখন হিন্দুরাই

প্রধানতঃ ইহার জন্য লোলুপ হইয়া পড়িল। তৎকালের হিন্দু আচার্য্য বা শিক্ষকগণের এরূপ আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি ছিল না যাহা দ্বারা অর্থ অপেক্ষা পরমার্থের সাধনা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তাঁহারা অনেক দিন হইতেই আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে অবনতির জঙ্গলে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভারতের আর্থিক বা পারমার্থিক কোন ক্ষুধাই মিটাইতে না পারায় অর্থ লাভের এই নূতন লোলুপতা জাতিকে পাইয়া বসিল। ফলে পরমার্থ বা আধ্যাত্মিক সাধনার আসন অর্থ সাধনা বে-দখল করিয়া বসিল। মুষ্টিমেয় কেরাণী এবং সরকারী চাকরের জন্য যখন অধিকাংশ হিন্দু ভারতবাসী ঝুঁকিয়া পড়িল তখন তাহারা তাহাদের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যাদিত হারাইলই, সঙ্গে সঙ্গে কেরাণী ও চাকুরী পদও দুর্লভ হইয়া পড়িল। এতদিন পরে হিন্দুর এই বিপুল ভ্রম ভাঙ্গিতেছে বটে কিন্তু আমাদের শিক্ষিতা মায়েরা, তপশীলভুক্ত জাতি সমূহের (Scheduled castes) ও মুসলমানের শিক্ষিতেরা আবার সেই ভ্রমে পড়িতেছেন। তাঁহারা মুষ্টিমেয় কেরাণী ও চাকর হইবার লোভে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যাদি অবহেলা করিতে বসিয়াছেন। কেরাণী ও সরকারী চাকরী সুলভ আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতাও ইঁহাদিগকে পাইয়া বসিতেছে। এই আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হিন্দু মুসলমান সকলকেই বুঝাইয়া দেওয়া যে শতকরা

বড় জোর মাত্র দশ বারটা কেরাণী বা সরকারী চাকর দ্বারা অবশিষ্ট শতকরা নব্বইটীর অর্থসংস্থান হইতে পারে না বা হইবে না। শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্যম, অধ্যবসায়, মিতব্যয়িতা, বিলাসবিরতি, ভোগহীনতা, সততা, সাধুতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণসম্পন্ন হইলেই তবে আবার ভারত প্রবুদ্ধ হইবে। মানসিক রোগের ঔষধ ও মানসিক, আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় শক্তিলাভের দ্বারাই আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা দূর করা সম্ভব হয়। আধ্যাত্মিক সাধনাতেই আধ্যাত্মিক ভারতের চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিবে বিজয়ের দিব্য বিভা, কণ্ঠে ফুটিয়া উঠিবে তাহার নব জাগরণের কলঝঙ্কার, বাহুতে আসিবে তাহার ভীম বল, বিপুল কর্ম্মশক্তি, আর বুকে মনে প্রাণে নাচিয়া উঠিবে তাহার দুর্জ্জয় শক্তি, অমোঘ বীর্য্য, দিব্য প্রেরণা।

দ্বিতীয়তঃ। পরমার্থ সাধনায় সাধকের প্রয়োজন খুব বেশী থাকিলেও অর্থ সাধনার সাধক আজকাল প্রায় সকলেই। অন্ন চিন্তা গরীয়সী ভিখারী ভারতের অন্নসমস্যাই, পোড়া পেটের চিন্তাটাই বড় প্রবল হইয়া দাঁড়ইয়াছে। অর্থ বা টাকা পয়সাদি ধন এই অন্নসমস্যা পূরণের প্রধান উপকরণ হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল প্রায় সকলেরই মুখে এক কথা, মনে এক কামনা, জীবনে এক বাসনা—কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিব। এই অর্থোপার্জ্জন সমস্যার সহিত পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যা অচ্ছেদ্যভাবে

বিজড়িত। এখানে তাহার বিশেষ আলোচনা সম্ভব নহে; কাজেই সংক্ষেপে কিছু বলিতে হইবে।

আমাদের স্কুল কলেজ নামধারী কারখানাগুলিতে বেশীর ভাগ কেবল চাকর ও কেরাণী তৈয়ারী হওয়ায় ইঁহারা অর্থাগমের নব নব পথ ও কৌশল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। আমাদের অর্থহীনতার প্রধান কারণ শিল্প ব্যবসা বাণিজ্যাদি লুপ্তপ্রায় হওয়ায়; এবং এইগুলি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে আমাদের শ্রমবিমুখতা, উদ্যোগহীনতা, অধ্যবসায় হীনতা, বিলাসিতা, আরাম প্রিয়তা এবং অত্যধিক চাকরী মমতা বশতঃ; আর চরিত্রের এই সব দোষ হইয়াছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লোপ পাওয়ায়। পাশ্চাত্যদেশীয় দিগের আধ্যাত্মিক যত দোষই থাকুক না কেন তাঁহারা শ্রমশীলতা, উদ্যোগ, অধ্যবসায়, কষ্টসহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, শৃঙ্খলা, মিতব্যয়িতা, চাকরীর আরামহীনতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বা মানসিক গুণ সম্পন্ন হইয়া অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিয়াছেন। দুর্জ্জয় মন লইয়া, অটুট সংকল্প, অচল অধ্যবসায় লইয়া, ভীম বিক্রম, হাড়ভাঙ্গা খাটুনী লইয়া যে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হয় সে নিশ্চয়ই জয়মাল্য লাভ করে। বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি ভারত-বাসীর এই সঙ্কল্প শক্তি, আত্মপ্রত্যয়, এই নিজেতে বিশ্বাস, এই মানসিক, আধ্যাত্মিক বলটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা যেমন শরীরের উৎকর্ষ সাধিত হয় তদ্রূপ মানসিক বা আধ্যাত্মিক বল লাভের দ্বারাই এই মানসিক

বা আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা দূর হইবে। এই জন্য ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা বালক বালিকাদিগকে শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, কর্ম্মঠ, বিলাসহীন, মিতব্যয়ী, সদালাপী, সদাচারী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রভৃতি করিলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সদ্‌গুণসম্পন্ন করিলে তাহারা মানসিক বা আধ্যাত্মিক বললাভের সহিত প্রচুর অর্থশালীও যে হইতে পারিবে ইহা সুনিশ্চিত। ভিতরের ধনে যে ধনী বাহিরের ধন তাহাকে সাদরে বরণ করে, জগতের ইতিহাস ইহাই শিক্ষা দেয়। এইরূপে আধ্যাত্মিক উন্নতির দ্বারা অর্থ সমস্যাও পূরণ হইবে।

একটী প্রশ্ন বা সমস্যা আজিকাল অধিকাংশ বালক-বালিকার, যুবক যুবতীর মস্তকে আসন জুড়িয়া বসিয়াছে। ইউরোপ আমেরিকাদির তুলনায় ভারতবর্ষ অপেক্ষাকৃত চরিত্রবান্, ধর্ম্মপ্রাণ। ইউরোপ আমেরিকাদি দেশের ন্যায় ভারতে মদ্যপতা, লাম্পট্য, কদাচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল-জুয়াচুরি ইত্যাদি নাই, তথাপি ভারত যখন দারিদ্র্যে, দাসত্বে অবনত, হেয়, তখন ভারতের এই জঘন্য দুর্দ্দশার জন্য তাহার চরিত্র ও ধর্ম্ম দায়ী ; সুতরাং চরিত্র ও ধর্ম্মের উচ্ছেদ, বিনাশ সাধন করিয়া পাশ্চাত্যের আদর্শে "যেন তেন প্রকারেণ" ভারতবর্ষ ধনী হউক। এই সিদ্ধান্তে কিছু ন্যায় দোষ আছে। ভারতের এই বর্ত্তমান জঘন্য দুর্দ্দশার জন্য তাহার চরিত্র ও ধর্ম্ম দায়ী এই প্রতিজ্ঞা বা premise টা সাধারণ ভাবে খুবই সত্য ; কিন্তু ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত বা conclusion আসে

না যে ওই দুর্দ্দশার জন্য তাহার চরিত্র ও ধর্ম্মের সমগ্র অংশ বা সব দিক্‌টাই দায়ী, দোষী। ন্যায় সঙ্গত প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইবে এই যে, চরিত্রে ও ধর্ম্মের যে অংশের দুর্ব্বলতা বশতঃ ভারতের অর্থহানি, দাসত্ব ইত্যাদি ঘটিয়াছে তাহারই সংশোধন করিয়া চরিত্র ও ধর্ম্মের সমগ্র অংশের পূর্ণ বিশুদ্ধত্ব সংস্থাপন করা। আমি মদ খাই না, গাঁজা খাঁই না, বদমায়েসী করি না, ব্যভিচার করি না, মিথ্যা প্রবঞ্চনা জালজুয়াচুরি করি না; কিন্তু আমি অলস, শ্রমবিমুখ, উদ্যোগহীন, অমিতব্যয়ী, কলহ-প্রিয়, পরমত অসহিষ্ণু, রূঢ়ভাষী, বিলাসী, এবং আমি অর্থহীন, পরের দাস। এখন আমার অর্থহীনতা ও দাসত্ব কি উপরোক্ত সদ্‌গুণরূপ ধর্ম্মের জন্য, না পরে উক্ত ঐ সব অসদ্‌গুণরূপ অধর্ম্মের জন্য? ন্যায়যুক্তিবিশিষ্ট সবাই বলিবেন—আমার অর্থহীনতা ও দাসত্বের কারণ আমার আলস্য, শ্রমবিমুখতা, উদ্যোগহীনতা, কলহপ্রিয়তা, পরমত অসহিষ্ণুতা, বিলাসিতা ইত্যাদি চরিত্রহীনতা ও অধর্ম্ম। আমাকে যদি ধনী ও প্রভু হইতে হয় তবে ঐ সমস্ত চরিত্র হীনতা ও অধর্ম্মের সংশোধন করিয়া আমাকে অনলস, শ্রম-শীল, উদ্যোগী, মিতব্যয়ী, মিলনপ্রিয়, পরমতসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী, বিলাসত্যাগী ইত্যাদি হইতে হইবে। তাহা না করিয়া আমি যদি কেবলমাত্র আমার চরিত্রের ও ধর্ম্মের সদ্‌গুণগুলিরই উচ্ছেদ ও বিনাশ সাধন করি তবে আমার দুর্দ্দশা আরও ঘনীভূত হইবে। অতএব ভিখারী ও দাস

ভারতবাসীকে ধনী ও প্রভু হইতে হইলে তাহাদের চরিত্রে ও ধর্ম্মে যে সমস্ত গলদ, ত্রুটী, দোষ আছে তাহারই সংশোধন ও বিশুদ্ধত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে পূর্ণ চরিত্রবান্ ও ধার্ম্মিক হইতে হইবে। ইহাই সমীচীন ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত।

তৃতীয়তঃ। যে শিক্ষার প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল কেরাণী ও সরকারী চাকর সৃষ্টি করা, তাহার উদ্দেশ্যে সামরিকভাবে দেহ গঠনের প্রয়োজন আদৌ থাকিতে পারে না। ফলে ভারতীয় শিক্ষায় স্বাস্থ্যরক্ষা, দেহ সংগঠন অবহেলিত হইতে লাগিল। স্কুল কলেজে বর্ত্তমানে ক্রীড়াদির আয়োজন অনেকটা হইলেও নিত্য নিয়মিত ব্যায়ামাদির দ্বারা শরীর সংগঠনের প্রচেষ্টা অতি সামান্য বা নামমাত্র হইতেছে। সুকুমার বালকবালিকার মাথায় কতকগুলি পুস্তকের বোঝা চাপাইয়া, আর মনে স্কুল কলেজের নিরানন্দ বন্দী জীবনের উদ্বেগ চাপাইয়া, গোগ্রাসে কতকগুলি গরম গরম বা বাসী অন্ন গলাধঃকরণ করাইয়া ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার বেগে শালা বা খোয়াড়ে আনিয়া তাহাদের যে বিদ্যাশিক্ষার অভিনয় হইতেছে তাহাতে না আছে দর্শকদিগের আনন্দ, না আছে অভিনেতাদের অর্থলাভ। অভিনেত্রী ছাত্রী ও ছাত্র অভিনেতাদের লভ্য কেবল হাড়ভাঙ্গা খাটুনী, প্রাণদলা অবসাদ; সংসার সমুদ্রে তাহারা জীর্ণতরী, জীবন সংগ্রামে তাহারা ভগ্নরথ, ভগ্নমনোরথ রথী, অস্ত্রহীন শ্রান্তক্লান্ত

পদাতিক ; সোনার স্বপন-নেশায় বিভোর, তাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবনযাত্রার পথের পাশে নর্দ্দমায় পড়িয়া যাইতেছে। স্কুল কলেজের বন্দীশালায় যাহারা পদার্পণ করে নাই তাহারা অশিক্ষিত হইলেও শারীরিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে থাকায় স্বাস্থ্য শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় নাই। বর্ত্তমান অবস্থায় স্কুল কলেজে স্বাস্থ্যশিক্ষার স্থান গ্রন্থশিক্ষার স্থান হইতে বেশী বা তুল্য না করিলে ভারত প্রেত পুরীতে পরিণত হইবে। নিত্য নিয়মিত ব্যায়ামাদি স্বাস্থ্যরক্ষণ শিক্ষার জন্য দৈনন্দিন কার্য্য তালিকায় বা routineএ দুই এক ঘণ্টা দিতে হইবে। শিক্ষকগণের বা staffএর অধিকাংশ যাহাতে ব্যায়ামবিদ্, স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞ হন তাহার বিধান করিতে হইবে। Military school বা সামরিক শিক্ষালয়ের সমস্ত শিক্ষকই যোদ্ধা বা যুদ্ধতত্ত্বজ্ঞ, তাহার সমস্ত শিক্ষাই যুদ্ধ সম্বন্ধীয়। বর্ত্তমান স্কুল কলেজগুলির অনেকাংশকে এইরূপ Physical culture school বা শরীর চর্চ্চালয়ে পরিণত করিলেও যে লাভ হইবে তাহা সকল দিক্ দিয়াই বর্ত্তমান অপেক্ষা প্রভূত মূল্যবান্ হইবে।

ভারত সন্তান! জগন্মাতার সব দেশের সব সন্তান বাঁচিতে জানে, বাঁচার জন্য মরিতেও জানে, আর তুমিই কেবল মরার জন্য শ্মশানমরণ বরণ করিবে? হা ধিক্। দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও দিব্যশ্রী বীরকেশরী বাঙ্গালীর প্রতিভা উজ্জ্বল নয়নে আননে, স্বাস্থ্য গৌরবে লীলায়িত বাহু

যুগলে ও সাহস বিক্রম বিস্তৃত বক্ষপাটে যে শক্তি নৃত্য করিত আজ তাহা অচল কাহার পাপে লর্ডমিণ্টোও বলিয়া ছিলেন "I never saw so handsome a race...These (বাঙ্গালীরা) are tall, muscular, athletic figures, perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models with great variety at the same time.—Extract from Lord Minto's letter dated 20th September, 1807 অর্থাৎ— এইরূপ সুশ্রী জাতি (বাঙ্গালী) আমি আর কখনই দেখিয়া ছিলাম না।......ইহারা (বাঙ্গালীরা) দীর্ঘ, মাংসপেশী বিশিষ্ট, বলবান্ আকৃতি সমূহ, সম্পূর্ণ মূর্ত্তি এবং চেহারার ও মুখমণ্ডলের যথাসম্ভব সুন্দরতম গঠন যুক্ত। মুখমণ্ডল ইউরোপীয় আদর্শের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর, অথচ সঙ্গে সঙ্গে বহু বিভিন্নতাযুক্ত। বীর দেহের শ্রীনিকেতন বাঙ্গালীর সেই দেহ আর বাঙ্গালী ছাত্র ছাত্রীদের এই দেহ কঙ্কাল! সেই বীরদেহের এই জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালচয়, তোমার নাম কি বাঙ্গালী? বাঙ্গালীরই পাপে, অধর্ম্মে বাঙ্গালীর শ্যাম তনু, Krishna-like form যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আজ বাঙ্গালী তাহা মনে প্রাণে বুঝিতেছে কই? শরীর ধর্ম্মের পুণ্য পালনেই আবার শীর্ণ তরু মুঞ্জরিবে, মৃত জীবননদে প্রাণশক্তির বিপুল বন্যা উচ্ছসিত আবেগে আবার ধাইবে।

চতুর্থতঃ। এখন আমরা বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির চতুর্থ প্রধান দোষ আলোচনা করিব।

পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিধি নিয়মের কঠোর শাসন যখন যথেচ্ছাচারিতায় পরিপূর্ণ হইয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে একেবারে নিপীড়িত করিতে চেষ্টা করে, তখন যাহারা ইহাদের বিরুদ্ধে জয়ধ্বজা তুলিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তখন তাহাদের প্রাণ শক্তির খুবই স্ফূরণ হয়। এই সব যথেচ্ছাচারমূলক প্রাণপীড়ক বিধি নিষেধের নিগড় ভাঙ্গিয়া জয় যাত্রায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, প্রবল হয়। এই ব্যক্তি স্বতন্ত্রতা যদি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগঠনমূলক বিষ্ণু শক্তিকে অবহেলা করিয়া কেবল ধ্বংসমূলক শিবশক্তিকে লইয়া নটরাজরঙ্গে তাণ্ডবে নাচিয়া উঠে তবে জীবন যাত্রার ভারকেন্দ্র অন্যদিকে অত্যধিক ঝুঁকিয়া পড়ায় জীবন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। ধ্বংসের নেশায় বিভোর এই সঙ্কীর্ণ-জীবনই আবার যথেচ্ছাচারী despot হইয়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পীড়া দেয়। ব্যক্তির স্বাধীনতার সহিত পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে সমঞ্জস ও অঙ্গাঙ্গী না করিলে পুনরায় অন্য অঙ্গে ব্যাধির প্রকোপ বিদ্রোহ আনিয়া সমগ্র দেহটার মৃত্যু ঘনাইয়া আনিবে। এই জন্য ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদিগকেও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত তাল মিলাইয়া একতালে সুস্বরিত করিতে হইবে। বিদ্রোহের নেশায় বিভোর বর্ত্তমান ছাত্রছাত্রীদের এই

পারিবারিক,সামাজিক ও রাষ্ট্রিক একতানতার দিকে, সঙ্ঘশক্তি গঠনের দিকে লক্ষ্য নাই। ফলে তাহারা প্রাচীনতায় জীর্ণ পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রিক শৃঙ্খলা ও একতানতা ভাঙ্গিতেছে বটে, কিন্তু শারদীয়া বা বাসন্তী নবীনতার শ্যাম সোহাগে পরিবারে,সমাজে ও রাষ্ট্রে মিলনরাখী বান্ধিবার প্রচেষ্টা ততোটা করিতেছে না। পিতামাতার সঙ্কীর্ণ স্নেহগণ্ডী তাহারা ডিঙ্গাইতেছে তাঁহাদের প্রতি একেবারে ভক্তিপ্রীতির বিলোপ সাধন করিয়া; সোদর সোদরার স্নেহপ্রীতির স্বার্থময় ক্ষুদ্র ডোর তাহারা ছিঁড়িয়াছে একবৃন্তে দুইটী ফুলের প্রীতিমধুময় সহযোগিতা অস্বীকার করিয়া, দ্বিগুণ রজ্জুর দৃঢ়তার কথা ভুলিয়া। নিজের পিতামাতাকে যে ভালবাসে না তাহার মুখে fatherland বা mother countryর প্রতি, ভারতমাতা বঙ্গমাতার প্রতি দেশপ্রেম কপটতার ভান বা প্রেমের ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নহে। নিজের ভাইবোনকে যে চোখের বিষ দেখে দেশের নরনারীকে ভ্রাতাভগিনী বলিয়া সম্বোধন করা তাহার পক্ষে বিদ্রূপের বিড়ম্বনামাত্র। যে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীকে তাহার প্রদত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র রূপে দেখে তাহার পক্ষে follower বা অনুচর সংগ্রহ করিয়া নায়ক বা নেতা সাজা যাত্রা, থিয়েটারের actor বা অভিনেতা, actress বা অভিনেত্রী সাজা ছাড়া আর কিছুই নহে। পরস্পরের ভক্তি প্রীতি স্নেহ বাৎসল্যে গলদ, দোষ, ক্রুটী আসিয়াছে বলিয়াই এই সব স্রোত

গুলিকে রুদ্ধ করার ন্যায় বোকামী আর নাই। বর্ত্তমান শিক্ষালয় গুলিতে আবার নূতন করিয়া নবভাবের প্রেরণা আনিয়া নবরস ধারার পুলক প্লাবন আনিয়া পিতৃভক্তি, মাতৃভক্তি, গুরুভক্তি, সোদরপ্রীতি, আত্মীয় বান্ধব প্রীতি, স্বজাতি প্রীতি, মানব প্রীতি প্রভৃতি শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্র ছাত্রীকে মনে প্রাণে বুঝাইতে হইবে—সে পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের, বিশ্বের প্রাণ ডোরে বান্ধা এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ; সমগ্র গাছটার সে একটা কাণ্ড বা শাখা বা ফল বা ফুল; এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ শরীরের সেও একটা সচেতন অঙ্গ। সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া এই "ব্রাহ্মীস্থিতি"ই ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য। তাই হিন্দু শিখাইয়াছেন "যত্র জীব তত্র শিব" "যত্র নারী তত্র গৌরী" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ওমিতি ব্রহ্ম ওমিতীদং সর্ব্বম্"—এ সমস্তই ব্রহ্মময়। পিতামাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, গুরু শিষ্য, শিক্ষক ছাত্র, শিক্ষয়িত্রী ছাত্রী, রাজা প্রজা সকলেই ব্রহ্মময় হইয়া পরস্পরকে ব্রহ্ম স্বরূপ ভাবনা করিবেন, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহপ্রীতি, করুণা বাৎসল্যাদি মধুরসে রসাল হইয়া। উপনিষদের ভাষায় তাই ছাত্র বালকদিগকে, ছাত্রী বালিকাদিগকে আবার শিখাইতে হইবে মনে, প্রাণে, জীবনে, আচরণে—"দেব পিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। মাতৃ দেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য্য দেবো ভব। অতিথি দেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কর্ম্মাণি

তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি।—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, ১।১১।২। অর্থাৎ:—দেব ও পিতৃপুরুষদিগের সন্তোষকর কার্য্য হইতে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। মাতাকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। পিতাকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। আচার্য্যকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। অতিথিকে উপাস্য দেবতা জ্ঞান করিবে। যে সমস্ত কর্ম্ম অনিন্দনীয় তাহাই অনুষ্ঠান করিবে। অন্যরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না। আমাদের যেগুলি সুচরিত সেইগুলিই তুমি অনুষ্ঠান করিবে, তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিবে না।

পঞ্চমতঃ। অবশেষে আমরা বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির পঞ্চম প্রধান দোষের আলোচনা করিতেছি।

প্রত্যেক বালকবালিকার আধ্যাত্মিক চরিত্র বা psychological temperament এবং mental constitution বা মানসিক গঠন বিভিন্ন। ইহাদের প্রত্যেকের সংস্কার, প্রত্যয়, প্রকৃতি, রুচি, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সর্ব্ববিধ বিভিন্ন রোগে একই পথ্য বা ঔষধের ব্যবস্থা কোনও বিজ্ঞ চিকিৎসক করেন না; অথচ ছাত্র ছাত্রীদের মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য একই মাত্র ঔষধের বা পথ্যের ব্যবস্থা করা হইতেছে। সকলকেই ইংরাজীতে সুপরিপক্ক হইয়া তবে পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হইতে হইবে। সকলকেই ইংরাজী অঙ্ক প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে হইবেই তাহাদের ঐ

সব বিষয়গুলি ভাল না লাগিলেও এবং অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক রুচি ও অধিকার থাকিলেও। ক্রীড়াপটু, ব্যায়ামপটু, কৃষিকুশলী, শিল্পকুশলী, ব্যবসাবাণিজ্যক্ষম, সাহিত্যকবিতারচনাপ্রিয়, চিত্র সঙ্গীতাদিতে নিপুণ বালক বালিকাদিগের ঐ ঐ বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিবার কোনও প্রচেষ্টা নাই। আছে কেবল সকলকেই এক কলে ফেলিয়া standardised বা এক ধরণের কতকগুলি পাশ নম্বর দেওয়া বা মার্কামারা পুতুল তৈরী করা। এই পাশ নম্বর দেওয়াতে বা মার্কামারাতেও আবার প্রকৃত গুণীর আদর না হইয়া আদর হয় তাহার তোতাপাখীত্বের বা মুখস্থগুণের। জীবনক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বা স্থানে আসিয়া যখন তাহারা পড়ে তখন তাহাদের ওই standardised বা এক ধরণের শিক্ষা বিভিন্ন পরিবেষ্টনের ও কর্ম্মক্ষেত্রের মধ্যে আদৌ কার্য্যকরী ও সঙ্গত হয় না। তাহাদের দশা, জলে বাঘ, ডাঙ্গায় কুমীর, গাছে মাছ, জলে পাখীর মতোই অদ্ভূত হইয়া দাঁড়ায়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানায় কেবল চাকর ও কেরাণীর ভাগই খুব বেশী তৈরী হইয়াছে। ইহাই উহার নিয়ম; কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, লেখক, কবি, চিত্রকর প্রভৃতি অন্যান্য যাহা তৈরী হইয়াছে তাহা ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম বা exception; আর "Exception proves the rule" অর্থাৎ ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণ করে।

শিক্ষার বাহন স্বজাতীয় মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে বিদেশীয় পরভাষায় সমস্ত শিক্ষালাভ করিতে যাওয়ায় যে দারুণ মানসিক অপচয় প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছে তাহার হিসাব নিকাশটুকু পর্য্যন্ত আমরা করিতেছি না। ইংরাজী নবীশ কবি মধুসূদন দত্তও বলিলেন "বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি মনের আশা ?" আর আমরা "denationalised" বা বিজাতীয় হইয়া বিজাতীয় ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাদেবীর যে মন্ত্র আওড়াইতেছি, তাহাতে না আছে প্রাণস্পর্শী ভক্তি, না আছে মন্ত্রার্থ পরিবোধ। সরস্বতীর আরাধনায় লক্ষ্মী যাহা কিছু তাহা যাইতেছে পুরোহিত ঠাকুরের ভাণ্ডারে দক্ষিণা, নৈবেদ্য, পূর্ণ-পাত্র, বস্ত্র, আচ্ছাদনাদিরূপে। পূজারীর আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল হইলে দেবীর প্রসাদ কিছু জোটে বটে, কিন্তু বিশ দিনের প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া একদিনের প্রসাদে মনের প্রসাদ যে নিতান্ত সামান্যই আসে। সমাবর্ত্তন উৎসবান্তের দীর্ঘকাল পরেও জমা খরচের যখন হিসাব নিকাশ আসে তখন দেখি ব্যয়ের অঙ্ক আয়ের অঙ্ক হইতে বহু গুণিত রহিয়াই যাইতেছে ; আর পূজারী ভাবে অভাবে দেউলিয়া হইতে বসিয়াছেন।

বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলির এই বিচিত্রতাহীন monotony বা একরূপ ভাবকে প্রাণবান্ করিতে হইলে তাহাকে বিভিন্ন খাদ্যে, বিভিন্ন রসধারায় পরিপুষ্ট করিতে হইবে তাহার আহরণ শক্তিকে সর্ব্বমুখী করিয়া। ইংরাজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, বাঙ্গালা প্রভৃতির অধিকাংশ বিষয়ে যে বালক বা

বালিকা সুপরিপক্ক সে যদি অন্য কোনও একটী বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয় তবে তাহাকেও উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বার মাসের কালিক মাপকাঠি দিয়া সকলকেই না মাপিয়া মানসিক শক্তিসামর্থ্যের মাপকাঠি দিয়া মাপিয়া ৮ বৎসরের স্থানে ৬।৭ বৎসরেও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করান যায় ; প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হওয়ার ৪ বৎসরের স্থানে ২।৩ বৎসরে বি, এ, বি, এস, সি প্রভৃতি পাশ করান যায়। আসল কথা বৎসরের মাপ কাঠি সৃষ্টি করা হইয়াছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাগমের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। ছাত্র-ছাত্রীদিগের মানসিক শক্তি সামর্থ্য, ব্যয় সংক্ষেপ, সময় বাঁচান এবং পারিবারিক ও সাংসারিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে উপরোক্ত রূপ বিধানই করিতে হইবে এবং কার্য্যতঃ তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে স্কুলে না পড়িয়াও বাড়ীতে অন্যের নিকট পড়িয়া বহু ছাত্র-ছাত্রী উপযুক্ত শিক্ষিত ও মানসিক শক্তিসামর্থ্যসম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ Private বা অস্বীকৃত গৃহ-বিদ্যালয়কে recognition বা স্বীকরণ দ্বারা সমর্থন না করিলে বিদ্যালাভ ভিখারী ভারতে কিরূপে বাড়িবে? এইজন্য ৫।৭ বা ১০।১২ জন ছাত্রছাত্রী লইয়া যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত বিদ্যালয় গড়িয়া তুলিবেন তাহাকে স্বীকরণ বা সমর্থন বা সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিতে হইবে। যে সমস্ত বিজ্ঞ, নিপুণ, কুশলী কৃষক, শিল্পী, ব্যবসায়ী, কলাবিদ্ প্রভৃতি লইয়া

এক একটা মণ্ডলী বা প্রতিষ্ঠান গ্রামে গ্রামে বা সহরে নগরে গড়িয়া উঠিবে তাহাদিগকে recognition বা স্বীকরণ দ্বারা এবং নানাভাবে উৎসাহ ও সমর্থন দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। এই সমস্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী বা বেসরকারী আর্থিক সাহায্যাদি দিতে হইবে; তাহা না পারিলে অন্ততঃ ইহাদিগের পথে কোনও কণ্টক স্থাপন না করিলে এবং উৎসাহাদি দ্বারা সমর্থন করিলেই এইগুলি জীবন্ত হইয়া চলন্ত হইবে। তুরস্কে তাহাই হইতেছে।

এই সব কারণে এই Anglo-Indian Educational system বা বর্ত্তমান ইঙ্গভারতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে প্রকৃত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিদ্যাশিক্ষা আমাদের স্কুল কলেজে স্থান পাইবে না।

(৩৩) শিক্ষায় স্বায়ত্তশাসন।

কিন্তু কে এই বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিবে? উত্তর সহজ:—অভিভাবক, অভিভাবিকা, শিক্ষক, শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র ছাত্রীরা নিজে নিজে। কি ভাবে? ইহারও উত্তর সহজ:—শিক্ষা-নীতিতে তাঁহাদের আত্মকর্ত্তৃত্ব বা স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত করিয়া। কিন্তু এইখানেই গুরুতর সমস্যা। সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্ত স্কুল-কলেজে, ইউনিভার্সি-টিতে, শিক্ষা সংসদে, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে যাহাতে এই তিনের

প্রতিনিধিগণ প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন তাহার জন্য বিপুল আন্দোলন, আয়োজন এবং "direct action" বা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আশু ফলপ্রদ কর্ম্ম করিতে হইবে। স্কুল কলেজের Managing Committee বা পরিচালক সমিতিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিদিগকে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন আসিয়াছে। শিক্ষা সংক্রান্ত এই সমস্ত সভাসমিতিতে বালকবালিকা, অভিভাবক অভিভাবিকা ও শিক্ষকশিক্ষয়িত্রী-দিগের নির্ব্বাচিত সদস্যেরা যদি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ হন তবে ঐ সব শিক্ষা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিও উহাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষালয়গুলিতে যদি বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, চরিত্রবান্ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ ছাত্র ও অনুরূপা ছাত্রী প্রস্তুত করা যায় তবে তাহারাই ভবিষ্যতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ও অভিভাবক অভি-ভাবিকা হইয়া পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহে এই সমুন্নত বিদ্যা ও ধর্ম্মের প্রভাব আনিবে এবং এই সব পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে প্রভাবান্বিত করিবে। শিক্ষানীতিকে এইরূপে প্রতি ব্যক্তির সহিত সমষ্টিরূপ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সহিত যোগযুক্ত ও পরস্পর সহযোগী না করিলে প্রকৃত শিক্ষাসমস্যা পূরণ হইবে না। নিখিল-ভারতীয় শিক্ষালয়সমূহের আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টার সহিত জাতীয় বা রাষ্ট্রিক আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টা অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

সুতরাং রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্তশাসনের সহিত সহযোগ রাখিয়া শিক্ষা সম্বন্ধীয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্ত্তন না করিলে প্রকৃত বিদ্যালয় গঠন বা এই বর্ত্তমান বিষময় শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না। এই কার্য্যের অগ্রণী বা নায়ক বা সেনাপতি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী বা আচার্য্য আচার্য্যাণীদিগকে হইতে হইবে, এবং ছাত্রছাত্রীদিগকে হইতে হইবে এই অভিযানের অনুচর, সহকর্ম্মী বা সেনা—আর অভিভাবক অভিভাবিকাদিগকে হইতে হইবে রসদবাহী Camp followers বা শিবির সেনা। উপযুক্ত নায়ক বা সেনাপতি যদি আসরে নামেন তবে, অনুচর বা রসদবাহীর অভাব হইবে না—ইহা নিশ্চয়। ছাত্রছাত্রী চম্ লইয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগের রণাঙ্গনে নামিবার আহ্বান আসিয়াছে। কিন্তু ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগের সে বলবীর্য্য, সে সাহস শক্তি কই? সে দেশপ্রাণতা, ধর্ম্মপ্রাণতা কই? সে সংহতি, একতানতা কই? সে সদাচার, সে ত্যাগ, সে নিষ্ঠা, সে সাধনা কই? এই সমস্ত গুণগ্রাম লাভ করিবার একমাত্র পথ ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মপালনে প্রকৃত বিদ্যা লাভ।

(৩৪) সাধুসঙ্গের প্রয়োজন।

আর এই ব্রহ্মচর্য্য ও ধর্ম্মলাভের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সোপান প্রকৃত ব্রহ্মচারী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির সাহচর্য্য ও সঙ্গলাভ। পূর্ব্বোক্ত সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠও একপ্রকার সৎসঙ্গ। কিন্তু প্রাণদ, জীবন্ত

সাধু সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়। জীবন্ত উপনিষদ্ ঋষিগণ, জীবন্ত গীতা শ্রীকৃষ্ণ, জীবন্ত ধম্মপদ গোতম বুদ্ধ, জীবন্ত বাইবেল যীশুখৃষ্ট, জীবন্ত কোরাণ মহম্মদ যে সজীব প্রাণপ্রদ সঙ্গ দিয়াছেন তাহা জগতকে নবভাবে গঠিত, অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এইরূপ সাধু মহাপুরুষ সঙ্গই চির অভীষ্ট, চির বরণীয়। এক ফোঁটা গোমূত্র যেমন এক কলসী দুগ্ধ নষ্ট করিতে পারে, তদ্রূপ এক ফোঁটা অমৃত এক জালা জলকে অমৃতে পরিণত করিতে পারে। তাই ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগকে বিবেক চূড়ামণির "মহাপুরুষ সংশ্রয়" অবলম্বন করিতে হইবে। এই মহাপুরুষ সংশ্রয় বা সঙ্গ লাভ করিলে, ব্রহ্মচর্য্য সাধনার অমোঘ ফল, ধর্ম্মের দুর্জ্জয় শক্তি, দেবদুর্লভ ক্ষমতা সমস্তই দেখিতে পাইবে। সাধুসঙ্গের মহিমা অপার, অজেয়, অসীম। "ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা"।—শঙ্করাচার্য্য। অর্থাৎ ঃ—ক্ষণকালের জন্যও একমাত্র সাধুসঙ্গ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ। "এক ঘড়ি আধি ঘড়ি আধিহুমে আধ। তুলসী সঙ্গৎ সন্তকি হরে কোটী অপরাধ।" অর্থাৎ ঃ—হে তুলসী, এক ঘণ্টা, অর্দ্ধঘণ্টা বা সিকি ঘণ্টাও সাধুসঙ্গ কোটী অপরাধ হরণ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন ঃ—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টা পূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।১২।১-২

অর্থাৎ ঃ—সর্ব্ব সঙ্গ নিবর্ত্তক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম (সামান্য ভাবে অহিংসাদি —শ্রীধর স্বামী), স্বাধ্যায় (বেদ পাঠ, জপ), তপস্যা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত (ইষ্ট=অগ্নিহোত্রাদি ; পূর্ত্ত=কূপারাম নির্ম্মাণ), দক্ষিণা (সামান্যভাবে দান—শ্রীধর), ব্রত (একাদশীর উপবাসাদি), যজ্ঞ (দেবপূজা), ছন্দ সমূহ (রহস্য মন্ত্র সমূহ), তীর্থ পর্য্যটন, নিয়ম এবং যম সকল আমাকে সেরূপ বশ করিতে পারে না। কাশীখণ্ড বলিতেছেন "সাধুদর্শন মাত্রেণ তীর্থকোটী ফলং লভেৎ॥" অর্থাৎ ঃ—সাধুদর্শন মাত্রে তীর্থকোটী ফল লাভ করা যায়। "সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম, ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান।"—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

(৩৫) ব্রহ্মচর্য্যে পুনরাগমন।

এই জ্ঞান গরিমা, বিদ্যা মহিমা, শিক্ষা দীক্ষা, শীলচরণ, ধর্ম্ম্যকর্ম্ম সনাতন কাল হইতে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম আমাদিগকে দিয়া আসিতেছে। জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনাকে আবার প্রতি শিক্ষালয়ে, প্রতি

বিদ্যালয়ে বরণ করিয়া আনিতে হইবে। আমাদিগকে বলিতে হইবে "Back to Brahmacharjya" ব্রহ্মচর্য্যে পুনরাগমন। এই মহাযজ্ঞের পুরোহিত, ঋত্বিক্ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগকে ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্ম সাধন মন্ত্রে মন্ত্রজ্ঞ হইতে হইবে। বিলাসব্যসনের চটুল উৎসবে ভোগ-লালসার বাতি জ্বালাইয়া পাঠশালায় প্রমোদশালা রচনা করিলে চলিবে না। উদার বাতাস কোলে মস্ত আকাশতলে "শ্যাম বিটপীছায়" বোধিদ্রুম রচনা করিতে হইবে। বাণীর পাদপীঠ নৈমিষারণ্য, ঋষি পত্তন, অজান্তা, নালন্দ, পাহাড়-পুরের মত তপোবনের মর্ম্মস্থলেই করিতে হইবে। জ্ঞান ধর্ম্মের প্রথম নির্ঝর ওই খানেই প্রথম ঝঙ্কৃত, উৎসাহিত হইয়াছিল। "প্রথম সামরব তব তপোবনে। প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে, জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।"

—রবীন্দ্রনাথ।

(৩৬) বোধনের তূর্য্যনিনাদ।

কিন্তু "তোমাদের কি আছে বল দেখি? আর তোমরা এখন কোর্‌ছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে ক'রে সমুদ্রের ধারে পাইচারী ক'র্‌ছো? ইউরোপীয় মস্তিষ্ক প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণা মাত্র তাও খাঁটী জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদ্ হজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্ছো

আর তোমাদের প্রাণ মন সেই ৩০৲ কেরাণীগিরির উপরে প'ড়ে আছে? না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কোর্‌ছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণে সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছেলের আশে পাশে একপাল ছেলে—তার বংশধরগণ—বাবা খাবার দাও, খাবার দাও ক'রে উচ্চ চীৎকার তুল্‌চে! বলি সমুদ্রে কি জলের অভাব হ'য়েছে যে তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেল্‌তে পার না? এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাহিরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতি পথে চ'লেছে! তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তা হ'লে এসো, আমরা ভাল হ'বার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা, সাম্‌নে এগিয়ে যাও। ভারত মাতা অন্ততঃ এইরূপ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।" বিবেকানন্দ চরিত, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কৃত, ১৫৩—১৫৪ পৃঃ।

মনুষ্যত্বের এই তূর্য্যনিনাদ সব ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, যুবক যুবতীদিগকে শুনাইতে হইবে ও হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইবে। মহত্ত্বের মর্ম্মগাথা তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে নিবদ্ধ করিয়া দিতে হইবে। সংযম, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সর্ব্বত্যাগ ও ধর্ম্মের একটী বিরাট্ পরিকল্পনা ইহাদিগের শিরায় শিরায় inject, অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের ভিতরকার সুপ্ত দেবত্বকে, মোহাচ্ছন্ন ব্রহ্মত্বকে

ব্রহ্মভাবের বিরাট্ প্রেরণায় অণুপ্রাণিত করিতে '' হইবে। মানুষেব ক্ষুদ্রত্বকে বৃহত্বের আদর্শ দিয়াই ঢাকিয়া দিতে হয়। মানসিক, আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা, পাপ একমাত্র মানসিক, আধ্যাত্মিক সবলতা ও পুণ্যের দ্বারাই বিদূরিত করিতে হয়। সাধুমহাত্মারা এই সবলতা ও পুণ্যের প্রকট মূর্ত্তি, জীবন্ত বিগ্রহ, ভাব সাগর, অচল কীর্ত্তি। তাঁহারা তাই আচরণ করিয়া আচার্য্য, গৌরবে গুরু। তাঁহাদের দিব্য প্রেরণা, সঞ্জীবনী শক্তি আমাদের সকলের জীবনে মনে প্রাণে নিবিড় ভাবে লাগুক্।

জগদ্গুরু, আমাদিগকে ধর্ম্ম দাও, শিক্ষা দাও, তপস্যা দাও; আমাদিগকে 'অপর্ণা' উমার তপস্যা, গার্গীর ব্রহ্মবাদ, আম্ভৃনীর মহাদেবীত্ব, সুলভার ব্রহ্মচর্য্য, সীতার সতীত্ব, শবরীর ব্রহ্মবিদ্যা, উভয় ভারতীর পাণ্ডিত্য, মীরাবাঈয়ের কৃষ্ণপ্রেম, জাহ্নবার ভক্তনেতৃত্ব, শুকদেবের বৈরাগ্য, জনকের জ্ঞান, যাজ্ঞবল্ক্যের যোগ সাধনা, ধ্রুবের তপস্যা, প্রহ্লাদের ভক্তি, হনুমানের মহাবীরত্ব দাও; আর দাও রামের পিতৃভক্তি ও প্রজারঞ্জন, লক্ষ্মণ ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, অর্জ্জুনের শৌর্য্য, ভীমের বীর্য্য, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপ্রাণতা, কৃষ্ণের কর্ম্ম-জ্ঞানভক্তির ত্রিবেণীসঙ্গম, বুদ্ধের মহাবোধি সাধনা ও করুণা, খৃষ্টের পবিত্রতা ও ত্যাগ, মহম্মদের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মাহাত্ম্য, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিভা, চৈতন্যের প্রেম, কপিলের সিদ্ধি! দাও, দাও! এই সব গুরুর গৌরব শক্তি আমাদের প্রাণে

অজস্র ধারায় ঢালিয়া দাও! দাও, দাও, তোমাদের অমোঘ, দুর্জ্জয়, তেজের বিদ্যুৎধারায় আমাদের হৃদয় মন প্রাণ পরিমার্জ্জিত, পরিস্নাত, পরিপ্লুত করিয়া দাও। একি স্বপ্ন? সে দিন কি আসিবে না? সে দিন নিশ্চয়ই আসিবে। ওই যে কবীন্দ্র রবীন্দ্র বলিতেছেন—"সে দিন প্রভাতে নূতন তপন, নূতন জীবন, করিবে বপন, এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সে দিন আসিবে।" হায় গুরু, হায় আচার্য্য! হায় শিক্ষক! হায় শিক্ষয়িত্রী! তোমরা যে "অমৃতস্য পুত্রাঃ"। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অমর মহিমা, বিশ্ববিজয়িনী কীর্ত্তি, "জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী"—সব ভুলিলে? না, না, তোমরা ভোল নাই, কেবল ঘুমাইয়া আছ মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রাভিভূত হইয়া। জীবনে মনে তোমাদের অবসাদের কুঞ্জঝটিকা, আত্মভ্রান্তির মোহিনী মায়া তোমাদের আত্মপ্রতিভার দিব্য বিভাকে আচ্ছন্ন, রাহুগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার মুক্তিমন্ত্রে আবার তোমরা সঞ্জীবনী দীক্ষা শিক্ষা লাভ করিয়া "ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্ত সুখম্" লাভ কর। "তোমরা ওঠো, জাগো, আচার্য্য সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি কর।" "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"—কঠোপনিষদ্, ১।৩।১৪।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ওঁ।

আবেদন

সমাধিপ্রকাশ গ্রন্থাবলী

সদ্‌গ্রন্থ প্রচারে সহায়তা করিয়া লোক কল্যাণ সাধন করুন।

সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক এবং সমাজ সংস্কারক আচার্য্য **শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য "জাতি-কথা"** নামে একখানি বহুতথ্য সমন্বিত মূল্যবান্ পুস্তক লিখিয়াছেন। পুস্তকখানি বর্ত্তমান অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের দিনে সকল শ্রেণীর হিন্দুকে স্ব স্ব কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রভূত সাহায্য করিবে। বাংলার বহু মনীষী ব্যক্তি পুস্তকখানির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধীর একনিষ্ঠ ভক্ত, বঙ্গ-গৌরব **শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত** মহোদয় ঐ পুস্তিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বাংলায় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন তাঁহাদের আদি পুরুষ কাহারা, কি ভাবেই বা বাংলার বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা দেখাইয়া তিনি জাতি অভিমান ত্যাগ করার অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন। মহাভারত, সংহিতা, পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে তিনি এই কথাই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ঐ সকল শাস্ত্র অস্পৃশ্যতা সমর্থন করে না" ইত্যাদি। স্বামীজীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম **শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**। তিনি প্রাচ্য, পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বহুদিন তিনি বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সম্মানের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করেন। পরে সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক বহু বৎসর নির্জ্জনে সাধন ভজন করেন। এক্ষণে বহু সজ্জনের ঐ কান্তিক

আগ্রহে লোক কল্যাণ ব্রতে আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছেন। **"জাতিকথা"** ব্যতীত, **"পল্লীবোধন"**, **"বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা"**, **"বুদ্ধচরিতের আভাষ"**, **"বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা"** প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ঐগুলিতে তিনি বর্ত্তমানের অনেক সমস্যার আলোচনা এবং তাহার সমাধান করিয়াছেন। পুস্তকগুলি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিলে সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহা বহু মনীষী ব্যক্তির অভিমত। আমাদেরও ঐরূপ বিশ্বাস। পুস্তক বিক্রয় লব্ধ আয় স্বামীজী যে সমস্ত লোক কল্যাণ ব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহার সাহায্য কল্পেই ব্যয়িত হইবে। আমরা সহৃদয় ভাই ভগিনীগণকে স্বামীজীর আরব্ধ এই কার্য্যে মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য প্রদান করিয়া তাঁহার ব্রতকে সাফল্য মণ্ডিত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি। যিনি যাহা দিতে পারেন নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—৬।৩।৩৩।

বিনীত নিবেদক :—

১। শ্রীকামাখ্যানাথ মিত্র এম, এ, বি-এল, প্রিন্সিপ্যাল, রাজেন্দ্র কলেজ, (ফরিদপুর)। ২। শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, বি, এল, (ফরিদপুর)। ৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র সরকার, এম, বি, (ফরিদপুর)। ৪। শ্রীঅবনী-মোহন চক্রবর্ত্তী, এম, এ, ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল, রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর। ৫। শ্রীঅভয়কুমার সরকার, এম, বি ; ডি, পি, এইচ্ ; ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার (ফরিদপুর)। ৬। শ্রীইন্দুভূষণ সরকার বি, এ, (ফরিদপুর)। ৭। শ্রীপ্রমোদলাল চৌধুরী এল্, এম্, এস্, (ফরিদপুর)। ৮। ডাঃ শ্রীতারিণীচরণ রায়, (আড়কান্দি)। ৯। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র বি, এল, প্রেসিডেণ্ট, বার এসোসিয়েসন, (রাজবাড়ী)। ১০। কবিরাজ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরত্ন, (রাজবাড়ী)। ১১। ডাঃ শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য (রাজবাড়ী)। ১২। শ্রীঅতুলচন্দ্র রায় চৌধুরী, (ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, ফরিদপুর)। ১৩। কবিরাজ শ্রীনিবারণচন্দ্র দে, ভিষগ্‌রত্ন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, (বহরপুর)। ১৪। শ্রীআন্তনাথ সরকার, (শালবরাট)। ১৫। শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, সম্পাদক সদ্‌গ্রন্থ প্রচার সমিতি। ১৬। শ্রীআশুতোষ চক্রবর্ত্তী, সেরেস্তাদার, (বালিয়াকান্দি কাছারি)। ১৭। শ্রীবিধুরঞ্জন চক্রবর্ত্তী এম, বি ; ডি, পি, এইচ, ডিষ্ট্রীক্ট হেল্‌থ অফিসার (পাবনা)। ১৮। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, জমিদার, শীতলাই (পাবনা)। ১৯। শ্রীবিশ্বেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী, জমিদার, 'রাজর্ষি ভবন', হরিপুর, (দিনাজপুর)। ২০।১২।৩৫।

অর্থ সাহায্যাদি পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীমৎ মণীন্দ্র ব্রহ্মচারী

প্রকাশক—'সমাধিপ্রকাশ' গ্রন্থাবলী

ও

সম্পাদক—সদ্‌গ্রন্থ প্রচার সমিতি।

গ্রাঃ বহরপুর, পোঃ বহরপুর, জেলা ফরিদপুর।

বিজ্ঞাপন

সমাধিপ্রকাশ গ্রন্থাবলী

পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও স্বকীয় আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের বিজয় বৈজয়ন্তী প্রাণদ ভাষায়, দীপক রাগে, মরমীর প্রাণ বেদনায়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, মহাদার্শনিক, মহাসাধক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য [পূর্ব্ব নাম শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিনোদপুর ও বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, কাপিল মঠের (মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা) ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সভ্য, ফরিদপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি (১৯৩২), ফরিদপুর জিলা অস্পৃশ্যতা নিবারণী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, প্রাদেশিক (বাঙ্গালা) হরিজন সেবক সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সংগঠন সম্পাদক ইত্যাদি] কৃত অভিনব গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া ও করাইয়া মুক্তি সংগ্রামে জয়লাভ করুন। সাম্যবাদের পাঞ্চজন্য নিনাদে মহামানবতার দিব্য অভিযানে ব্রাহ্মণত্বের পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করুন প্রতি জনে জনে। প্রতি গ্রন্থে অজস্র ধারায় গভীরতম গবেষণা, অগাধ পাণ্ডিত্য, অখণ্ডনীয় যুক্তি, ঋষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষি সেবিত মহাপথের নবাবিষ্কার। "ফলেন পরিচীয়তে"।

নিম্নলিখিত **'সমাধিপ্রকাশ' গ্রন্থাবলী** ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে :—

(১) **জাতিকথা**। (প্রকাশিত)। সাহায্য ।৵০ পাঁচ আনা। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, ত্রিপিটক, ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যে ও যুক্তি জালে স্বীয় মত সমর্থিত। জাতিকথা বহু পণ্ডিতের মুখ

বন্ধ করিয়াছে। আড়াই শতাধিক সভা জয় করিয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের দুই হাজার পুস্তক নিঃশেষিত।

"I am simply struck with wonder at the scholarship the author has evinced in every page of the pamphlet. * * * The pamphlet is a feat which would have done honour to a Ph. D. of any University of the world. But great as is the author's learning greater still is his quality of heart". **Kamakhya Nath Mitra, Principal, Rajendra College, Faridpur.** 5. 2. 33.

"বাংলায় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের আদি পুরুষ কাহারা, কি ভাবেই বা বাংলার বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা দেখাইয়া তিনি জাতি অভিমান ত্যাগ করার অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন।··· ···ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকারের হিন্দু সাহিত্য ও দর্শনের সহিত পরিচয়ের আভাষ পাওয়া যায়। যে সকল বিদেশী পণ্ডিত হিন্দু শাস্ত্র পড়িয়া উহার সমালোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের সহিত সুপরিচিত।·········পুস্তক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে তিনি যে সকল সেবার কাজ লইয়াছেন তাহার সাহায্য হইবে।"

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, হরিজন, ৫ই ভাদ্র ১৩৪০।

"··· ··আজ জাতির বহু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বহু শাস্ত্র পাঠ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়া প্রাণে যে শান্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আশা করি প্রত্যেকে অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করতঃ জাতীয় ভাবে প্রভাবিত হইয়া ঋষি যুগের উদারভাবে জাতীয় জীবন গঠনের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার কবিরাজ, রাজবাড়ী।

২৫।৯।১৩৩৯

"বান্ধব বরেণ্য প্রাণ ধন দাদু! তোমার পূত লেখনী প্রসূত জাতি-কথা পড়িয়া মনে হল এত শুধু জাতিকথা নয়, এ যে মধুর প্রেম মৈত্রী গাঁথা! মরি! মরি!! এমন নন্দন পারিজাতমালা বঁধূর গলে দোল্‌বার যোগ্যই বটে। আশা করি এর মাধুরী গন্ধে অস্পৃশ্যতা রূপ দুর্গন্ধ বিষ্ঠা দূর হয়ে তাপিত জগত শীতল করবে।"……

মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন ফরিদপুর।

১৯।১০।১৩৩৯।

"…… ….তিনি পুস্তক মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের আলোচনা করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন।…………… লেখক তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও শাস্ত্রের গভীর দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।……সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।"

কায়স্থ পত্রিকা, পৌষ ১৩৪০।

"জাতির চিত্তশুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মের দিক দিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রয়াসই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকারের আন্তরিকতা ও ব্যথার আভাস গ্রন্থের মধ্যে পরিস্ফুট।"

প্রবর্ত্তক, ফাল্গুন ১৩৪০।

"গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র প্রমাণে তাঁহার বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।" **স্বরাজ**, ২১শে আশ্বিন ১৩৪১।

"……বইখানা সত্যিই সুন্দর হ'য়েছে। বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না। বুদ্ধ জাতিভেদ মানিতেন না, বৌদ্ধ সমাজে জাতিভেদ প্রথা নাই। বৌদ্ধ যুগেও হিন্দুসমাজে জাতি ভেদ প্রথা এরূপ বীভৎস আকার ধারণ করে নাই, চৈতন্যদেব জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন,

তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের স্থান নাই—এসব কথা আপনার পুস্তকে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠেছে।......আপনি ত্যাগী, কর্ম্মী। আপনি জাতিভেদ প্রথা, শুধু অস্পৃশ্যতা নয়, দূর করার চেষ্টা করলে সহজে সফল হবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনার বক্তৃতা ক্ষমতাও এ বিষয়ে সহায় হবে। আপনার বইখানা পড়ে খুব সুখী হয়েছি। এ বই আমার ভবিষ্যতে অনেক উপকারে আস্‌বে।"

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিশোকা', ডাউহিল,
(কার্শিয়ং) ২০।১১।৩৩ ইং

"This is a very timely publication by one eminently fitted for the task,......The erudition of the writer is palpable and sincerity evident. Those who are working for the Harijan cause will be much heartened by such publications."

Advance. 5-11-33.

"......জাতিভেদ প্রথার অসারতা ও কৃত্রিমতা গ্রন্থকার বেদ, পুরাণ ইতিহাস হইতে নানা যুক্তি ও উদাহরণ সহায়ে প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে কোন রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া জাতিকে দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছে, অস্পৃশ্যতার পাপ কি গভীর অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এ গ্রন্থে তাহা অতুলনীয় যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী এবং সমাজ প্রেমিক। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক সমাজ সংস্কারক, হরিজন সেবক এবং সামাজিক কদাচার মোচনে উদ্‌গ্রীব ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"

আনন্দ বাজার পত্রিকা, ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪০।

......"বর্ত্তমান যুগের মরমের ধ্বনি জাতি কথা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।...স্বামীজীর অপরিসীম সাধনা শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামীজীর মনীষা ও অদ্ভুত শাস্ত্র-জ্ঞান ভারতের এই দুর্দ্দশাময় মুহূর্ত্তে জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অনন্য সাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন স্বামী মহারাজ জাতিকথার মধ্য দিয়া অতীতের অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা এই অমূল্য গ্রন্থ 'জাতি কথা' প্রতি ঘরে রাখিতে অনুরোধ করি।"

মর্ম্মবাণী, ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪০।

"I have much pleasure in stating that Sreemat Swami Samadhiprakash Aranya's pamphlet on 'Jati-Katha' puts the case for untouchability on the authority of the Hindu Sastras in a most cogent and convincing manner. No one who reads the pamphlet with an open mind can fail to realise that the spirit of Hindu Sastras is all against the existing practices. It would moreover be apriori evident that these are entirely inconsistent with those rational laws on which a normal society can alone be constructed."

D. N. Mallik SC., D. F. R. S. E., I. E. S. (Retired)
Principal, Carmichael College, Rangpur.

14-9-34.

"শ্রীমৎ স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য প্রণীত "জাতি কথা" আদ্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও আশান্বিত হইলাম। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ দানব নিধনে প্রত্যেক সমাজ কল্যাণকামী মনস্বী ব্যক্তির যথাশক্তি সহায়তা করা উচিত। এই পুস্তকের প্রচার দ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কার্য্যে অনেকখানি সাহায্য হইবে। ইনি সাংসারিক-গণের ভোগ বাসনা ও আসক্তি কামনায় জলাঞ্জলি দিয়া ত্যাগ ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক দেশের নির্য্যাতিত অপমানিত দলিত নরনারী ভাই ভগিনী-গণেব মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ও অন্তর দেবতার আত্মপ্রকাশে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। পুস্তকে বহু গ্রন্থ ও বহু শাস্ত্র পাঠের ফল দেদীপ্যমান। পাঠকগণও ইহা পাঠে প্রভূত উপকার ও জ্ঞান লাভে: সমর্থ হইবেন। বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ইহা বিশেষভাবে প্রচারিত ও পঠিত হইলে হিন্দু সমাজের দলিত ও দলনকারী উভয়বিধ সম্প্রদায়েরই কল্যাণ সাধিত হইবে।"

শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ১।১১।১৯৩৩

"পল্লীসমাজহিতৈষিণা মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীনা শ্রীমতা সমাধি প্রকাশা-রণ্য মহাশয়েন প্রণীতাং জাতিকথা নাম্নীং পুস্তিকামবলোক্য নিতরাং প্রীতোঽভবম্। পুস্তিকেয়ং জাতিভেদ বিষয়াকানি স্পৃশ্যাস্পৃশ্যত্ব ঘটিতানি চ বহূনি ভ্রান্তমতানি দূরীকৃত্য হিন্দুসমাজস্য মহোপকারং সাধয়িষ্যতি। অপি চ সা জাতীয়োন্নতিকামিনাং সমাজসংস্কার কর্ত্তৃণাঞ্চ সমাদরনীয়া ভবিষ্যতীতি।"

শ্রীললিত কুমার সাংখ্য বেদতীর্থস্য, ২৭।৬।১৮৫৫

"আপনার 'জাতিকথা' বইখানি সময়োপযোগী ও সমাজ হিতকর বই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি।"

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়, ৪।৬।৩৪

"আপনার জাতিকথা পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। একেতো আমার শরীর অপটু এবং প্রত্যহ এত লোক আসিয়া ধাকাধকি করে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত—বিশেষতঃ গেরুয়াধারী স্বামীজী দেখিলে আতঙ্ক হয় কারণ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনেকেই আজ কাল বেকার সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু আপনি দেখিলাম সে শ্রেণীর নন এবং আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। সম্ভবতঃ Decemberএর প্রারম্ভে আমি ফরিদপুর যাইব তখন যদি সুবিধা হয় আপনার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব।" বিনীত— **শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়,**

কলিকাতা কলেজ অভ সায়েন্স, ১৬।১১।৩৩।

"জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া স্বামীজী দেখাইয়াছেন—জাতিভেদ মিথ্যা।

প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪২।

(২) **শুদ্ধামাধুরী**। (প্রকাশিত)। কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা ও জগদ্বন্ধু লীলার মাধুর্য্যরসে ভাবরাগ ভরা। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। আঙ্গিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। বহু ভক্ত কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। দিনাজপুরের মাকৈল গ্রামের বদান্য জমিদার, কালিয়াগঞ্জ পার্ব্বতী সুন্দরী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। সাহায্য ।০ আনা।

"স্বামীজী কামকলা বর্জ্জিত রসতত্ত্ব তাঁহার স্বভাবসুলভ কবিত্বময় ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীজগবন্ধুর জীবনের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ এই পুস্তকের দৃষ্টিতে রসতত্ত্বের বিচার করিলে আমরা সুখী হইব।"—হিন্দুমিশন, আষাঢ় ১৩৪২।

(৩) **পরশমণি**। (প্রকাশিত)। সমাজের অবিচার, অত্যাচার পোড়াইয়া বর্ণলৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জ্বালাময় মন্ত্র শাস্ত্র জ্ঞানহীন জনসাধারণের জন্য। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের আর এক রূপ প্রকাশিত। গল্পচ্ছলে লেখা। বালক বালিকারাও ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। সাহায্য ৵০ আনা।

"প্রতি পত্রে ইহার যৌক্তিকতা মনকে আলোড়িত করে। বক্তব্য বস্তুকে দৃঢ় ভাষায় বলিবার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ। মানব মনের উদার পরশমণির স্পর্শে অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হউক এই কামনা করিয়াই লেখক ইহা লিখিয়াছেন। আমরা জনসাধারণকে ইহা পড়িতে অনুরোধ করি।"—**বঙ্গলক্ষ্মী**, ভাদ্র, ১৩৪২।

"লেখকের দরদী হৃদয়ের পরিচয় ও মহামানবতার ইঙ্গিত সময়োপযোগী।—**প্রবর্ত্তক**, ভাদ্র, ১৩৪২।

(৪) **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা**। (প্রকাশিত)। ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের দিক্ দিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় লিখিত গ্রন্থকারের ১৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইতে। বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺জগদীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। শিক্ষাদোষ সংশোধনে ও ছাত্রসমস্যা পূরণে অভিনব। ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড টিউবওয়েল ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত। মূল্য দশ আনা। কাপড়ে বান্ধাই—চৌদ্দ আনা।

"It is a well-written and thought provoking book written from a religious point of view. It will prove

very useful to our student community. The book is really a valuable addition to our educational literature." *Ramchandra Chakravarty. Head Master. Ishan Institution. Faridpur.* 8/5/34.

"......প্রবন্ধটী পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ছাপা হইয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইলে ইহা একখানি সুগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এখনকার অশ্লীলভাবপূর্ণ নাটক নভেলের দিনে তরুণ বয়স্কগণের পাঠোপযোগী সুগ্রন্থ যাহা তাহাদের হিত কামনায় লিখিত এবং যাহা পাঠে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে এইরূপ সুগ্রন্থ বড়ই কম বাহির হয়। পুস্তকখানি সে অভাব কতক পূরণ করিবে। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত মহাজনগণের বাণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত উপযুক্ত স্থানে সুবিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রবন্ধটী বাস্তবিক সুপাঠ্য হইয়াছে।" * * * **শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবসর প্রাপ্ত হেডমাষ্টার, কুমিল্লা জিলা স্কুল,** ৩।৮।৩৪।

"......The writer has a very noble object in view. Being full of practical suggestion the book will help the physical, intellectual, moral and spiritual advancement of our boys. There is a crying necessity for a book like this in the present condition of our country. The author has rightly said that a man must be a 'Brahmajnani' first and then he will be successful in whatever he undertakes. His conception of Brahmanising the world is grand and should inspire our youngmen. The book should be printed and widely circulated."—*Amrita Lall Lashkar. Head Master. Faridpur Zilla School.* 6.5.33.

"......It is an opportune publication, as Bengal has forgotten the true meaning of education and the high ideals of Hindu culture. This essay deals with all the aspects of education—physical, intellectual, moral and spiritual. Students as well as teachers will derive great benefit by the perusal of this booklet. I hope, this booklet will be prescribed by the authorities for moral and religious teaching, which is very necessary in these days of loose thinking and false ideals." *Surendra Nath Mukherjee. Head Master. The Dinajpur Academy* (*H. E. School*). The 27th. Sept., 1935.

(৫) **শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন**। পুরীধাম শ্রীজগন্নাথাদি দর্শনের অভিনব ও সরস ভ্রমণকাহিনী ; ভাবরসের সাধন কথায় ভরপুর। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়; মরমী ভক্তজনের আস্বাদ্য। রামদাস বাবাজী, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছেন।

(৬) **বুদ্ধচরিতের আভাষ**। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার মূল পালি ত্রিপিটক হইতে। গভীর গবেষণা ও সাধন তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। 'ভারতের সাধনা'য় প্রকাশিত। বুদ্ধদেব আর্য্য-হিন্দু-আত্মবাদী এবং দেবতা-ঈশ্বরবাদী ছিলেন—নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। "Super excellent" (অত্যুত্তম)—**শ্রীমৎ সত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী**।

(৭) **পল্লীবোধন**। পল্লী সমস্যা মীমাংসার উপায় ; জাতীয়তার দিব্য আদর্শে লেখা। অন্ন, অর্থ, বেকার সমস্যাদি পূরণের সহজ কার্য্যকর পন্থা নির্দ্দেশ। ভাষা তেজোগর্ভ, উদ্দীপক ; ভাব অকপট, প্রাণস্পর্শী। পল্লীভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যনৈতিক,

আধ্যাত্মিক কথায় পল্লীবোধন মনে প্রাণে 'বোধন' আনে, জাতীয় জাগরণের দীপক রাগ গাহিয়া। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

(৮) **বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা।** প্রকৃত বিদ্যালাভের বর্ত্তমানোপযোগী উপায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ, ভারতীয় শিক্ষার দিব্যোদার পরিকল্পনা, শরীর মন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তা, বহু মনীষীর উদ্ধৃত বাক্য ও যুক্তির দ্বারা আলোচিত। শরীর গঠন, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, অসাধারণ শক্তিলাভ প্রভৃতির উপায় নির্দ্দেশের সঙ্গে চরম সাধনার বিবরণ। ভাষা সহজ, সরল; ভাব নির্ম্মল, স্বচ্ছ, রসায়ন স্বরূপ।

(৯) **পুরুষ বা আত্মা—শূন্য, এক বা বহু।** সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি যড়্দর্শন ও বৈষ্ণব-বৌদ্ধ দর্শনাদি সাগর মন্থন করিয়া পুরুষ বা আত্মা সম্বন্ধে অভিনব গবেষণা ও অভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবিষ্কার। নিবিড় ধ্যানোপলব্ধির গভীরতম প্রদেশ হইতে নামিয়া আসিয়া লেখা। শাস্ত্রানুসন্ধান, যুক্তিবিচার ও ধ্যানোপলব্ধির ত্রিবেণী সঙ্গম। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ সাধনার প্রাণকথা; সহজ, সরল, সরস ভাষা; দার্শনিক জগতে যুগান্তর আনিবে আশা।

"সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ইনি এক হাইস্কুলের হেড মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অসাধারণ বিদ্বান ও মনীষা সম্পন্ন ব্যক্তি। বিদ্যার সহিত চরিত্র মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে ইঁহার জীবন পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইনি অনেক দিন এক আশ্রমে থাকিয়া নির্জ্জনে সাধন করিয়াছেন। সাধনের ও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে ইনি যে সকল সত্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন সে সকল সুশৃঙ্খল ভাবে একটী প্রবন্ধের আকারে ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ধর্ম্ম পিপাসু ও উচ্চাঙ্গের সাধকগণের বিশেষ উপকার হইবে। শাস্ত্রে ঐ সলল বিষয়ের ইঙ্গিত মাত্র আছে, যিনি এ সকল তত্ত্ব

স্বয়ং অনুভব কবিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ইহা বুঝিতে বা বুঝাইতে অপবে সক্ষম নহে। যাঁহাবা ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব কারয়াছেন তাঁহাদেব ভিতবেও অনেকেই ইহা অপরকে বুঝাইতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক। কাজেই স্বামীজীব ঐ প্রবন্ধটী আমি বিশেষ মূল্যবান্ মনে কবি।”—

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

কুমিল্লা জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ৫।৮।৩৪।

(১০) **বর্ণবাদ**। প্রচলিত পুবাণ সংহিতাদির ও মহাত্মা গান্ধীব চাবি বর্ণবাদ খণ্ডন, শাস্ত্র-সাগব-তবঙ্গে চাবি বর্ণবাদেব সলিল সমাধি। গভীব গবেষণা, নৈয়াযক ও দার্শনিক যুক্তি জাল দিয়া বর্ণ বা জাতির মূল তত্ত্বোদ্ঘাটন পূর্ব্বক চাবিবর্ণবাদ খণ্ডন। মহাত্মা গান্ধী, ‘সনাতনী’ ও গোঁড়া চাবিবর্ণবাদীকে সমবে আহ্বান কবিয়া ‘বর্ণবাদ’ ব্রহ্মাস্ত্রে পবাজিত করুন।

(১১) **Gandhi-Samadhi Correspondence** (ইংবাজী)। নিখিল জাতিব, মানবেব ব্রাহ্মণকবণেব শাস্ত্র, ইতিহাস ও যুক্তিব চুম্বক। স্পষ্ট উত্তব দানে গান্ধীজীব পবাঙ্মুখতা ও হবিজন সেবক সঙ্ঘের সঙ্কীর্ণতা খণ্ডন কবিযা সমস্ত জাতিব সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিকথা দৃঢ় ও অকপট ভাষায়। দৈনিক ‘এ্যাড্ভ্যান্সে’ (July 9, 1935) প্রকাশিত। Hindu Review (Nov. 1935)তেও কিযদংশ প্রকাশিত।

(১২) **গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী** (ঐ বঙ্গানুবাদ)।

শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচাবী

প্রকাশক, ‘সমাধিপ্রকাশ গ্রন্থাবলী’

ও

সম্পাদক, সৎগ্রন্থপ্রচার সমিতি।

পোঃ ও গ্রাঃ বহরপুব (ফরিদপুব)